# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1696, Saturday, September 5, 2026 FREE www.parichoy.com


## ডিসেম্বরেই দেশে ফিরে যেতে চান হাসিনা, পর্দার আড়ালে সমঝোতা করবেন না

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

## আরো আছে...


■ জাতিসংঘে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান - ৫ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর ৩১০০ জনের বেশি হাম রোগী শনাক্ত, ৩৫ বছরে সর্বোচ্চ- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ এবার ট্রাম্পের নামে রাখা সড়কের নাম বদলে 'টাকো অ্যাভিনিউ' রাখতে চায় কানাডা- ৭ম পাতায়

■ ক্রোয়েশিয়া সীমান্তে বাংলাদেশিসহ প্রায় ১০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী আটক -১০ম পাতায়

■ বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসার ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল যুক্তরাষ্ট্র -১১ পাতায়

■ ইমিগ্রেশন জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্তযুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর সদস্য -১২তম পাতায়

■ অবৈধ অভিবাসীদের তথ্য না দিলে স্টেটের ফেডারেল অর্থ বন্ধের হুমকি ট্রাম্প প্রশাসনের -১৩ পাতায়

■ বাংলাদেশ থেকে ২ লাখ কর্মী নেওয়া' প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া -১৪ পাতায়


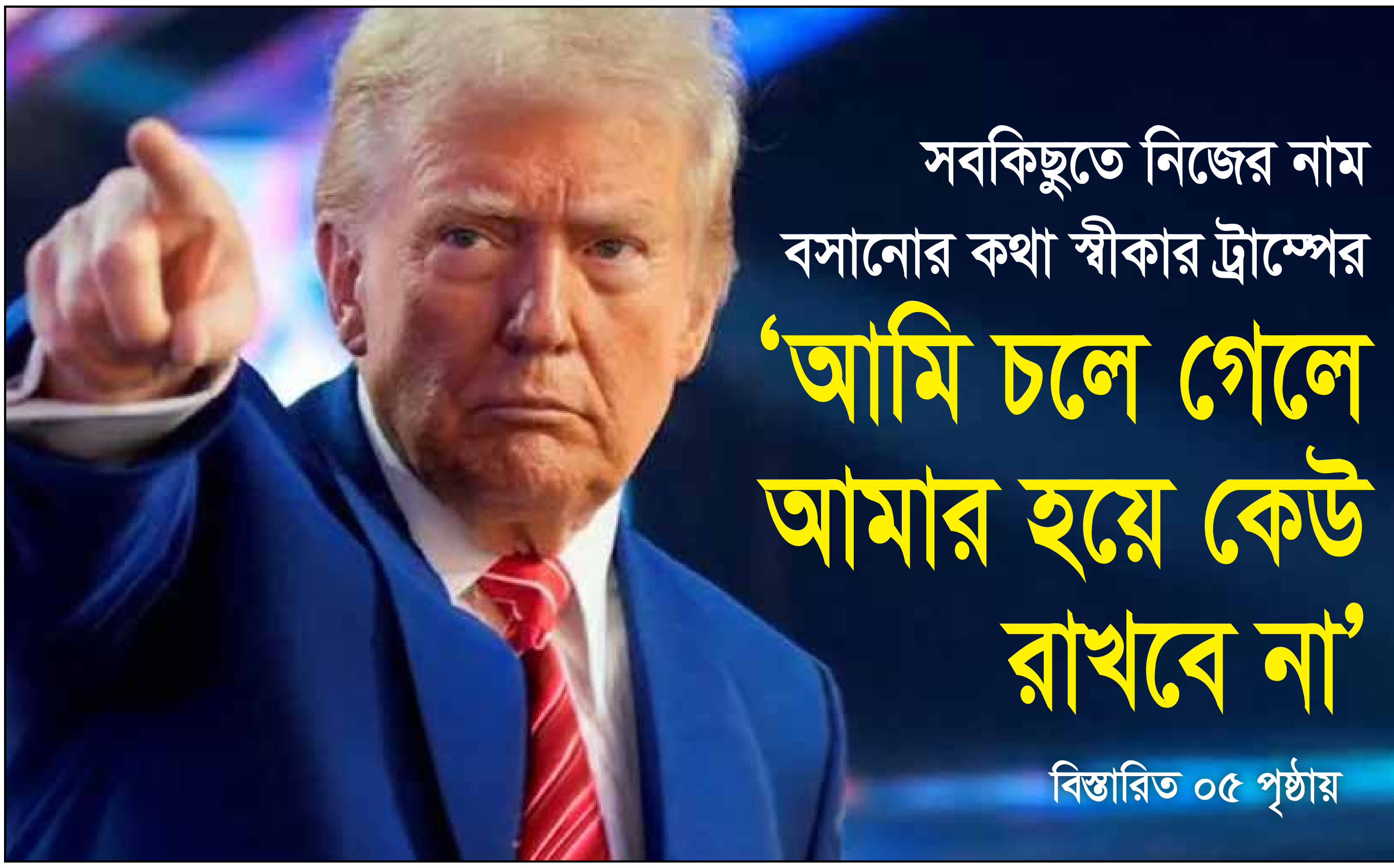

## সবকিছুতে নিজের নাম বসানোর কথা স্বীকার ট্রাম্পের

# 'আমি চলে গেলে আমার হয়ে কেউ রাখবে না'

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

# বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিগগির সাক্ষাতের প্রত্যাশা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি

Aasha Home Care LHCSA

(718) 776-2717

(646) 744-5934

আলাদীন

Aladdin

Tel: 718-784-2554

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

# সম্মানিত কমিউনিটির সকলের অবগতির জন্য

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি Golden Age Home Care-এর ধারাবাহিক অগ্রগতি ও সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট তথ্য ও গুজব ছড়ানোর অপচেষ্টা করছেন।

আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই,
**এসব প্রচারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।**

Golden Age Home Care সবসময় সততা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কমিউনিটির মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং **ভবিষ্যতেও সেবার অঙ্গীকার করছে।**

কোনো গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিশ্বাস না করে,
Golden Age Home Care সম্পর্কে যেকোনো তথ্য বা প্রশ্নের জন্য সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ | 718-775-7852 | 646-591-8396

# কে কি বললেন

● কী স্টুপিড প্রশ্ন’, ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক হামলা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

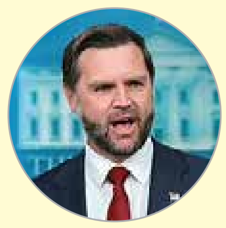

● ইরানকে একঘরে করতে সাহায্য করবে চীন - যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস **প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স**

● যুক্তরাষ্ট্র চাইলে যুদ্ধবিরতিতে ফিরতে প্রস্তুত ইরান - ইরানের **প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান**

● বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি বিভ্রান্তি ছড়িয়ে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করছেন- বাংলাদেশের **প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান**

● কোনো চাপের কারণে নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ কেনা হবে - বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী **হুমায়ুন কবির**

● “আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটা জিনিস চেয়েছে যে, ‘আমাদের বোয়িংগুলি ইউজ করেন’। আমরা করছি, আমরা কিনছি। ১৪টি বোয়িং কিনছি, আরও আমরা লিজ নিব। - বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও **পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত**

● মক্কা প্যাক্টে অংশ নিতে পরিস্থিতি যাচাই-বাছাই করছে বাংলাদেশ - বাংলাদেশের অপর পররাষ্ট্র **প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ**

● বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গা চুক্তি নবায়নের আগে বিহারের উদ্বেগকে আমলে নেওয়া হবে - ভারতের **পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর**

# বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিগগির সাক্ষাতের প্রত্যাশা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

**পরিচয় ডেস্ক:** শিগগিরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের আশা প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গত সোমবার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো এক চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এই প্রত্যাশার কথা জানান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এ তথ্য জানান। চিঠিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উল্লেখ করেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গেলেও তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও সে দেশের জনগণের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। চিঠিতে তিনি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## ‘ভয় পেয়ে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না!’

# ডিসেম্বরেই দেশে ফিরে যেতে চান হাসিনা, পর্দার আড়ালে সমঝোতা করবেন না

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও দেশটির ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার বা তাঁর দল বিএনপির সঙ্গে কোনও রকম গোপন সমঝোতার পথে হাঁটবেন না। ফাঁসির সাজার পরোয়া করেন না তিনি। সঙ্কটাপন্ন দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে যে কোনও মূল্যে ফিরতে চান ঢাকায়। ভারতের সংবাদমাধ্যম “নিউজ ১৮” - কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী তথা *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

# এক বছরে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বেড়েছে ৫.২৬ বিলিয়ন ডলার, শীর্ষে সৌদি আরব

**পরিচয় ডেস্ক:** সৌদি আরবের পর বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দেশটি থেকে ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার আসে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৫.৭২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়।

এক বছরে যুক্তরাজ্য থেকে রেমিট্যান্স বেড়েছে প্রায় ৬০.১%।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের বাংলাদেশে পাঠানো রেমিট্যান্স গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে মোট ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এলেও ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৩৫.৫৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এক বছরে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৫.২৬ বিলিয়ন ডলার।

সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। দেশটি থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪.২৬ বিলিয়ন ডলার এলেও ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৫.৮৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

৩ সেপ্টেম্বর সংসদের চতুর্থ দিনে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নিলোফার চৌধুরী মনির লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এসব তথ্য জানান।

## সবকিছুতে নিজের নাম বসানোর কথা স্বীকার ট্রাম্পের

# ‘আমি চলে গেলে আমার হয়ে কেউ রাখবে না’

**পরিচয় ডেস্ক:** ওয়াশিংটনে নিজের স্মৃতি ও কীর্তি ধরে রাখতে উঠেপড়ে লেগেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ জন্য রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি জুড়ে কোটি কোটি ডলারের বেশ কয়েকটি বড় বড় নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছেন তিনি। তার আশা, হোয়াইট হাউসের ভেতরে নির্মাণাধীন একটি বিশাল বলরুম ও সামরিক স্থাপনা যেন একসময় তার নিজের নামেই রাখা হয়।

সম্প্রতি ‘নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন’-এর সাংবাদিক বেন টেরিসের সঙ্গে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই এ কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, সব জায়গায় তিনি নিজেই নিজের নাম বসিয়ে দিচ্ছেন কারণ তিনি জানেন তিনি ‘চলে যাওয়ার’ পর অন্য কেউ তার নাম রাখবে না। ডেমোক্রেটিক সিনেটর জন অসফ কিছুদিন আগেই মন্তব্য করেছিলেন, ট্রাম্প নিজের স্মারক নিজেই বানিয়ে নিচ্ছেন কারণ অন্য কেউ তা করতে চায় না। এই মন্তব্যের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘কথ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# জাতিসংঘে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

**পরিচয় ডেস্ক:** জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও উন্নয়ন সুযোগকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারেক রহমানের সরকার। গত ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বার্থ তুলে ধরার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিষয়গুলোকে সামনে রাখবেন। বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

# যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর ৩১০০ জনের বেশি হাম রোগী শনাক্ত, ৩৫ বছরে সর্বোচ্চ

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৩৪ জনের হাম শনাক্ত করা হয়েছে, যা গত ৩৫ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড।

দেশটির সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) বরাতে আজ শুক্রবার বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, হাম শনাক্তদের মধ্যে ৩ হাজার ১১৮ জন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ অঙ্গরাজ্য বা প্রশাসনিক অঞ্চলের। আর ১৬ জন বিদেশি পর্যটক বা দর্শনার্থী।

চলতি বছর দেশটিতে হাম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৪৮ জন। ২০২৫ সালে ভর্তির সংখ্যা ছিল ২৪৪।

সিডিসি আরও জানায়, আক্রান্তদের প্রায় ৯৪ শতাংশ টিকা নেননি কিংবা তারা টিকা নিয়েছেন কি না, জানা যায়নি।

প্রতিবেদন মতে, করোনা মহামারির পর শিশুদের এমএমআর টিকা দেওয়ার হার কমায় দুই বছর ধরে হাম আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৯-৯১ সালে সর্বোচ্চ ৫৫ হাজারের বেশি হাম আক্রান্তের তথ্য রেকর্ড করা হয়। সেসময় হামে মারা যায় ১২৩ জন।

## ইরানের সঙ্গে সংঘাতকে ‘যুদ্ধ’ বলতে নারাজ জেডি ভ্যান্স, শেষ কবে তা-ও জানেন না

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান ‘সংঘাতকে’ ‘যুদ্ধ’ বলতে রাজি নন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। ‘সংঘাত’ কবে শেষ হবে, তার কোনো সময়সীমাও জানাতে রাজি নন তিনি। তবে সপ্তম মাসে গড়ানো এই সহিংসতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে ট্রাম্প প্রশাসন যে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে, তাঁর বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে নানা বিষয়ে কথা বলেন জেডি ভ্যান্স। কিছুটা বিরতির পর এ সপ্তাহে আবারও ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা হয়েছে। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক আলোচনাও বন্ধ রয়েছে। এ যুদ্ধের কারণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনসমর্থন কমেছে এবং গ্যাসের দাম বেড়েছে। আগামী নভেম্বরে কংগ্রেসে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে লড়াই করতে হচ্ছে রিপাবলিকান প্রার্থীদের।

ভ্যান্স সংবাদ ব্রিফিংয়ে হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল পরিবহনে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরান সেখানে নৌ চলাচলে বাধা দিচ্ছে। ভ্যান্স বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ বড় ধরনের বৈশ্বিক জ্বালানিসংকট এড়াতে সহায়তা করেছে। ‘সংঘাতকে’ ভ্যান্স ‘যুদ্ধ’ বলতে চান না। বরং ভ্যান্স বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বড় ধরনের সামরিক অভিযান শেষ করেছে। যদিও এ সপ্তাহে আবারও ‘সংঘাত’ হয়েছে। ভ্যান্স জানান, তেহরান যাতে বাণিজ্যিক তেল পরিবহনে আর বাধা দিতে না *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## ১০০ বছর পর প্রথম জীবিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় জায়গা পেলেন ট্রাম্প

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের ধাতব মুদ্রায় স্থান পেয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিকৃতি। এক শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম কোনো জীবিত প্রেসিডেন্ট আমেরিকান মুদ্রায় স্থান পেলেন।

আমেরিকার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপনে গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার ‘ইউএস মিন্ট’ (মার্কিন মুদ্রা তৈরি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা) ট্রাম্পের প্রতিকৃতি সংবলিত এবং “ইন গড উই ট্রাস্ট” (আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি) লেখা সম্বলিত এক ডলারের একটি স্মারক মুদ্রা উন্মোচন করেছে। ইউএস মিন্ট জানিয়েছে, এই বিশেষ সংস্করণের মুদ্রাটি ঐতিহাসিক বার্ষিকীর দিকে এগিয়ে যাওয়া একটি জাতির চেতনা, গর্ব এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। বিক্রি শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইউএস মিন্ট-এর ওয়েবসাইটে মুদ্রার মজুদ শেষ হয়ে যায়। ২৫টি মুদ্রার একটি রোলের জন্য ৬১ ডলার এবং ১০০টি মুদ্রার একটি ব্যাগ ১৫৪.৫০ ডলার মূল্যে বিক্রি হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে ইউএস মিন্ট জানায়, ‘জাতীয় এই ঐতিহাসিক মাইলফলকটি উদযাপন করতে মুদ্রাটি তৈরি করা হয়েছে, যা আধুনিক সংগ্রাহকদের সংগ্রহে একটি বিশেষ সংযোজন হতে বাধ্য।’ ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউএস মিন্টের দোকানে থাকা ভেন্ডিং মেশিনেও এগুলো বিক্রি হচ্ছে। মুদ্রাগুলোর রঙ সোনালি হলেও এতে প্রকৃত স্বর্ণ নেই। ইউএস মিন্টের তথ্য অনুযায়ী, এগুলো ৮৮.৫ শতাংশ তামা দিয়ে তৈরি এবং বাকি অংশে দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ ও নিকেল রয়েছে।

চলতি বছরের মে মাসে অর্থসচিব স্কট বেসেন্ট জানান, তার বিভাগ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতিকৃতি সংবলিত একটি নতুন ২৫০ ডলারের নোট চালুর পরিকল্পনা করছে। ফেডারেল আইন অনুযায়ী জীবিত কোনো ব্যক্তির ছবি যুক্তরাষ্ট্রের কাগুজে নোটে ছাপানো নিষিদ্ধ। কংগ্রেসে ট্রাম্পের সহযোগীরা এতে একটি ব্যতিক্রমী সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে আইনি প্রস্তাব উত্থাপন করলেও বিষয়টি বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। সে সময় বেসেন্ট উল্লেখ করেন, এর আগেও অপর একজন জীবিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দেশটির মুদ্রায় আবির্ভূত হন। ১৯২৬ সালে আমেরিকার ১৫০তম বার্ষিকী *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## নারী অধিকার আন্দোলনের গ্লোরিয়া স্টেইনেম ৯২ বছর বয়সে চলে গেলেন, শোক আমেরিকাজুড়ে

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রভাবশালী কণ্ঠ গ্লোরিয়া স্টেইনেমের মৃত্যুতে দীর্ঘ সংগ্রামের স্মৃতি ও উত্তরাধিকার নিয়ে শোক নেমেছে দেশজুড়ে গভীরভাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ, লেখক ও কর্মী গ্লোরিয়া স্টেইনেম ৯২ বছর বয়সে মারা গত ৩রা সেপ্টেম্বর মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, নিউইয়র্ক শহরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি নারীর সমতা, প্রজনন অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন।

গ্লোরিয়া স্টেইনেম শুধু একজন লেখক বা বক্তা ছিলেন না; তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক নারী অধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে দৃশ্যমান নেতাদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। ষাট ও সত্তরের দশকে যখন নারীদের কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা, পরিবার এবং রাজনীতিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল, তখন তাঁর লেখা ও বক্তৃতা লাখো মানুষের কাছে পৌঁছায়। তাঁর পরিচিত চেহারা, বড় চশমা এবং শান্ত কিন্তু দৃঢ় বক্তব্য তাঁকে মার্কিন নারী আন্দোলনের একটি প্রতীকে পরিণত করেছিল।

সাংবাদিকতা দিয়েই তাঁর পেশাগত জীবনের বড় অংশের সূচনা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তিনি সাংবাদিকতার প্রচলিত সীমার বাইরে গিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হন। নারীদের জীবনে বৈষম্য কীভাবে কাজ করে, কর্মক্ষেত্রে তাদের কী ধরনের বাধার মুখোমুখি হতে হয় এবং নিজেদের শরীর ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেন গুরুত্বপূর্ণ—এসব প্রশ্নকে তিনি জনআলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

১৯৬০-এর দশক ও ১৯৭০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের অধিকার নিয়ে যে বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

# ‘আমি চলে গেলে আমার হয়ে কেউ রাখবে না’ সবকিছুতে নিজের নাম বসানোর কথা স্বীকার ট্রাম্পের

**পরিচয় ডেস্ক:** ওয়াশিংটনে নিজের স্মৃতি ও কীর্তি ধরে রাখতে উঠেপড়ে লেগেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ জন্য রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি জুড়ে কোটি কোটি ডলারের বেশ কয়েকটি বড় বড় নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছেন তিনি। তার আশা, হোয়াইট হাউসের ভেতরে নির্মাণাধীন একটি বিশাল বলরুম ও সামরিক স্থাপনা যেন একসময় তার নিজের নামেই রাখা হয়।

সম্প্রতি ‘নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন’-এর সাংবাদিক বেন টেরিসের সঙ্গে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই এ কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, সব জায়গায় তিনি নিজেই নিজের নাম বসিয়ে দিচ্ছেন কারণ তিনি জানেন তিনি ‘চলে যাওয়ার’ পর অন্য কেউ তার নাম রাখবে না।

ডেমোক্রেটিক সিনেটর জন অসফ কিছুদিন আগেই মন্তব্য করেছিলেন, ট্রাম্প নিজের স্মারক নিজেই বানিয়ে নিচ্ছেন কারণ অন্য কেউ তা করতে চায় না। এই মন্তব্যের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘কথাটা সত্যি। আমি চলে যাওয়ার পর কেউ আর আমার জন্য তা করবে না। আমি চলে গেলে কেউই করবে না।’

যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেট সেক্টর বা আবাসন খাতের সফল সাবেক এই ব্যবসায়ী ক্ষমতা ছাড়ার আগেই ওয়াশিংটন ডিসির বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্মৃতিস্তম্ভে নিজের নাম খোদাই করে যেতে চান। তবে এজন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি মামলাও হয়েছে। যেমন-বিখ্যাত ‘কেনেডি সেন্টার’ ও এর ক্যাম্পাসের নাম পরিবর্তন করে নিজের নামে করা, ওয়াশিংটন ডিসির সুপরিচিত একটি গলফ কোর্সের সংস্কার এবং ‘লিনকন মেমোরিয়াল রিফ্লেক্টিং পুল’-এর পরিবর্তন নিয়ে আপত্তি উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বড় বড় ভাবনার মধ্যে আরও রয়েছে প্যারিসের বিখ্যাত ‘আর্ক দে ত্রায়োম্ব’-এর মতো একটি সুবিশাল বিজয় তোরণ তৈরি করা। এমনকি ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগের সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন বড় বড় সরকারি ভবনে ট্রাম্পের ছবিওয়ালা বিশাল ব্যানার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ ‘প্যাট্রিওট পাসপোর্ট’ বা দেশপ্রেমিক পাসপোর্ট *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## ভেনিজুয়েলা নিয়ে ট্রাম্পের তেল চুক্তি মার্কো রুবিও-র ২০২৮ সালের নির্বাচনী সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিতে পারে

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ভেনেজুয়েলা বিষয়ক একটি সাধারণ অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নিজের রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তুলতে এক দশকেরও বেশি সময় ব্যয় করেছেন: আর তা হলো- ‘চাভিজম’-এর সাথে কোনো ধরনের আপস নয়।

অথচ গত ২৮ আগস্ট শুক্রবার, ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার সাথে এমন একটি তেল চুক্তির ঘোষণা দিয়েছে যা সরাসরি অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের-যিনি নিকোলাস মাদুরোর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন-সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এই চুক্তিটি রুবিওকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে। মাদুরোকে গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরিয়ে বিমানে করে নিউ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘসময় ধরে ইতালির ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড মেলোনির

**পরিচয় ডেস্ক:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত ৮০ বছরে ইতালিতে ৬৮টি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তবে সরকারগুলো যা পারেনি, তা করে দেখিয়েছেন দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। তার সরকার একটানা ক্ষমতায় থাকার নতুন রেকর্ড গড়েছে।

আজ শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

২০২২ সালের ২২ অক্টোবর ক্ষমতাগ্রহণ করেন মেলোনি। এরপর পেরিয়ে গেছে এক হাজার ৪১৩টি দিন। ধনকুবের সিলভিও বার্লুসকোনি এর আগে সর্বোচ্চ এক হাজার ৪১২ দিন টানা ক্ষমতায় থ াকার রেকর্ড গড়েছিলেন। বার্লুসকোনির সেই রেকর্ড এবার নিজের করে নিলেন মেলোনি।

নিজের কট্টর ডানপন্থি সরকারের এই মাইলফলক অর্জন উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছেন মেলোনি।

আজ ইতালির বারি শহরে এ উপলক্ষে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এতে হাজারো মানুষ যোগ দেবেন বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করছেন। তবে ওই অনুষ্ঠানের কাছেই বিক্ষোভেরও আয়োজন করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক্সে পোস্ট করে মেলোনি বলেন, ‘আজ, আমাদের সরকার ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিদিন ধরে ক্ষমতায় থাকার মাইলফলক অর্জন করল।’

‘আমি এই কৃতজ্ঞতা ও গভীর দায়িত্ববোধের সঙ্গে এই অর্জনকে স্বাগত জানাই। স্থিতিশীলতা অর্জন করা সবাইকে বলে বেড়ানোর মতো কোনো রেকর্ড নয়। কিন্তু একটি জাতিকে পরিকল্পনা করতে, সিদ্ধান্ত নিতে, অঙ্গীকার রক্ষা করতে এবং সবার কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে হলে (স্থিতিশীলতার) এই শর্ত পূরণ অপরিহার্য’, যোগ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## সবকিছুতে নিজের নাম বসানোর কথা স্বীকার ট্রাম্পের, বললেন ‘আমি চলে গেলে আমার হয়ে কেউ রাখবে না’

**পরিচয় ডেস্ক:** ওয়াশিংটনে নিজের স্মৃতি ও কীর্তি ধরে রাখতে উঠেপড়ে লেগেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ জন্য রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি জুড়ে কোটি কোটি ডলারের বেশ কয়েকটি বড় বড় নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছেন তিনি। তার আশা, হোয়াইট হাউসের ভেতরে নির্মাণাধীন একটি বিশাল বলরুম ও সামরিক স্থাপনা যেন একসময় তার নিজের নামেই রাখা হয়।

সম্প্রতি ‘নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন’-এর সাংবাদিক বেন টেরিসের সঙ্গে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই এ কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, সব জায়গায় তিনি নিজেই নিজের নাম বসিয়ে দিচ্ছেন কারণ তিনি জানেন তিনি ‘চলে যাওয়ার’ পর অন্য কেউ তার নাম রাখবে না।

ডেমোক্রেটিক সিনেটর জন অসফ কিছুদিন আগেই মন্তব্য করেছিলেন, ট্রাম্প নিজের স্মারক নিজেই বানিয়ে নিচ্ছেন কারণ অন্য কেউ তা করতে চায় না। এই মন্তব্যের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘কথাটা সত্যি। আমি চলে যাওয়ার পর কেউ আর আমার জন্য তা করবে না। আমি চলে গেলে কেউই করবে না।’

যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেট সেক্টর বা আবাসন খাতের সফল সাবেক এই ব্যবসায়ী ক্ষমতা ছাড়ার আগেই ওয়াশিংটন ডিসির বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্মৃতিস্তম্ভে নিজের নাম খোদাই করে যেতে চান। তবে এজন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি মামলাও হয়েছে। যেমন-বিখ্যাত ‘কেনেডি সেন্টার’ ও এর ক্যাম্পাসের নাম পরিবর্তন করে নিজের নামে করা, ওয়াশিংটন ডিসির সুপরিচিত একটি গলফ কোর্সের *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

MOHAMMAD ZAHID ALAM
PRESENTS
MUSIC
PEOPLE
CULTURE
COMMUNITY
ONE
UNFORGETTABLE
NIGHT
Live in
CONCERT
Music Brings Us Together
An Unforgettable Evening
KONA
IMRAN
ZHILIK
03 OCTOBER SATURDAY
6PM
EVANGEL CHRISTIAN CENTER
39-20 27TH ST. LONG ISLAND CITY, NY 11101
Organized By
TEH BEAUTIFUL LADIES OF USA
SCAN FOR TICKETS
GENERAL $30
VIP $50
VVIP $100
Zahid Alam
+1(929) 328-5971
President & CEO NYSDC
CONTACT | SILVEE AKOND & NADIA CHOWDHURY
See You There!

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2, JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

# জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিতের ট্রাম্পের দ্বিতীয় নির্বাহী আদেশও আদালতে বড় ধাক্কা খেল

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নেওয়া শিশুদের নাগরিকত্ব সীমিত করার ট্রাম্পের দ্বিতীয় উদ্যোগে একজন ফেডারেল বিব প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের নীতি সীমিত করার নিমিত্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন প্রচেষ্টাও আদালতের বাধার মুখে পড়েছে। মেরিল্যান্ডের ফেডারেল বিচারক ডেবোরা বোর্ডম্যান গত ২ সেপ্টেম্বর নতুন নির্বাহী আদেশটির বাস্তবায়ন ঠেকাতে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এর ফলে প্রশাসন আপাতত ওই আদেশের আওতায় থাকা শিশুদের নাগরিকত্ব অস্বীকার বা চ্যালেঞ্জ করার মতো পদক্ষেপ নিতে পারবে না।

এটি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনি ধাক্কা। কারণ একই বিষয়ে প্রশাসনের আগের উদ্যোগও আদালতে আটকে গিয়েছিল। গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট আগের বিস্তৃত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে

রায় দেয়। এরপর ট্রাম্প প্রশাসন তুলনামূলকভাবে সীমিত একটি নতুন আদেশ তৈরি করে আগস্টে সেটি জারি করে।

নতুন আদেশটির লক্ষ্য ছিল বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের পরিধি সীমিত করা। হোয়াইট হাউসের প্রকাশিত নির্বাহী আদেশে বিদেশি সরকারের কিছু কর্মী, নির্দিষ্ট বিদেশি শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের সন্তান এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিকভাবে জন্মের ব্যবস্থা করে নাগরিকত্ব অর্জনের চেষ্টা করা পরিবারের কথা বলা হয়েছে। প্রশাসন এই নীতিকে মূলত নাগরিকত্বের অপব্যবহার রোধের পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু অভিবাসন অধিকার সংগঠনগুলো যুক্তি দিয়েছে, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংবিধান ও দীর্ঘদিনের আদালতের ব্যাখ্যা পরিবর্তন করা যায় না। বিচারক বোর্ডম্যানের আদেশের গুরুত্ব এখানেই। তিনি শুধু প্রশাসনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

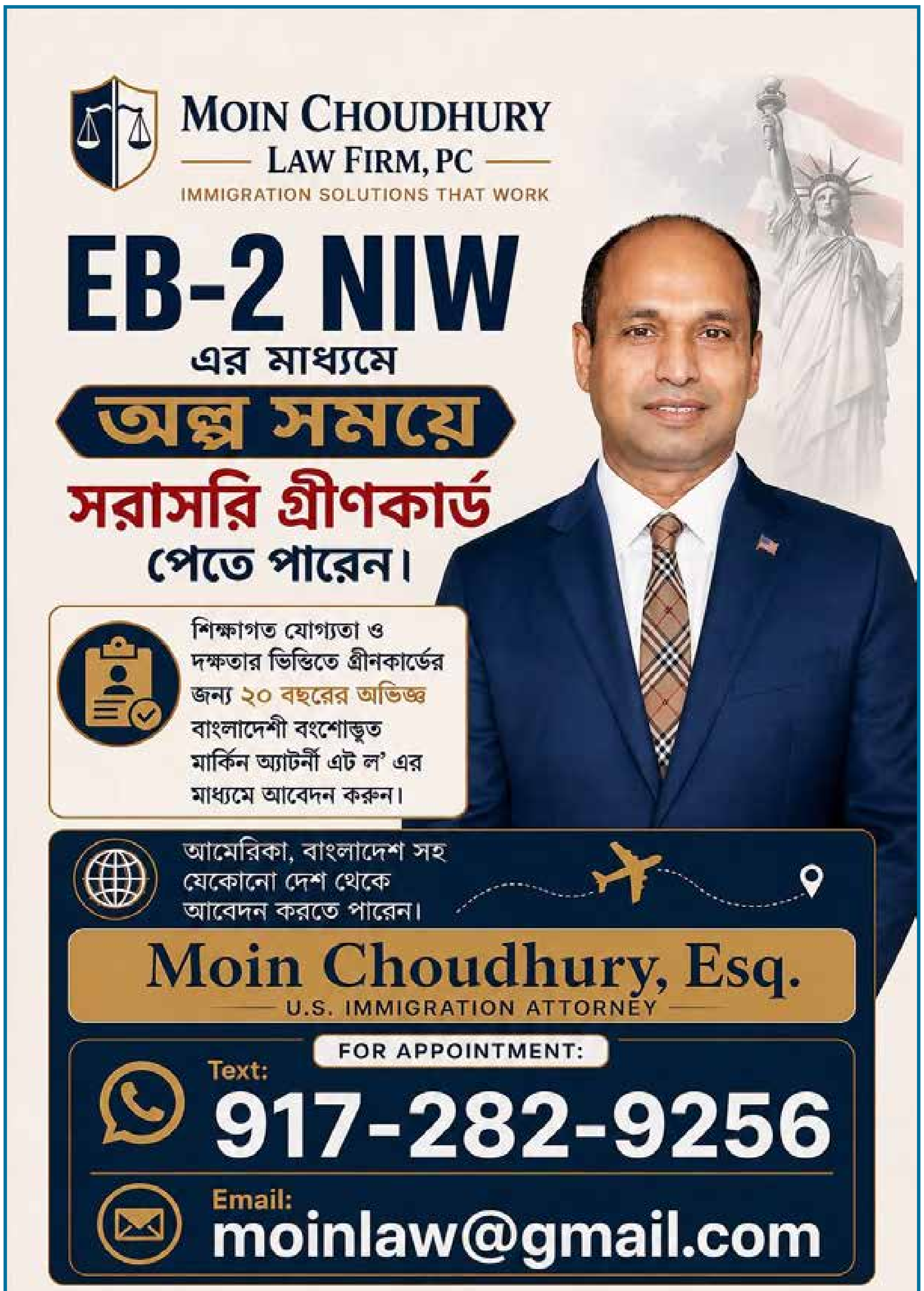

## ক্রোয়েশিয়া সীমান্তে বাংলাদেশিসহ প্রায় ১০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী আটক

**পরিচয় ডেস্ক:** ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্যদেশ ক্রোয়েশিয়ায় ঢোকার চেষ্টাকালে বাংলাদেশসহ তিনটি দেশের প্রায় ১০০ অভিবাসনপ্রত্যাশীকে আটক করেছে বসনিয়ার সীমান্ত পুলিশ। গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার উত্তর বসনিয়ার বিসত্রিকা এলাকার সীমান্তে দুটি পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়।০৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পুলিশ এই তথ্য জানায়।

সীমান্ত পুলিশের দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, আটক অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বড় অংশ বাংলাদেশি নাগরিক। প্রথম অভিযানে একটি দল থেকে মোট ৬৩ জনকে আটক করে পুলিশ। এই দলে ২৩ জন বাংলাদেশি এবং ৪০ জন পাকিস্তানি নাগরিক ছিলেন।

একই এলাকা থেকে চালানো দ্বিতীয় অভিযানে আরও ৩৩ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে আটক করে পুলিশ। এই দ্বিতীয় দলটিতেও বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের নাগরিকেরা রয়েছেন। তবে এই দলে ঠিক কতজন বাংলাদেশি আছেন, তা পুলিশ সুনির্দিষ্টভাবে জানায়নি।

পুলিশ জানায়, সীমান্তবর্তী সাভা নদী পার হওয়ার জন্য অভিবাসনপ্রত্যাশীরা দুটি নৌকা ব্যবহারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুলিশ সেই নৌকা দুটি জব্দ করেছে। এই পাচারচেষ্টার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দুই মানব পাচারকারীকে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

ইউরোপে ঢোকার জন্য অবৈধ অভিবাসীরা নিয়মিত বলকান পথ ব্যবহার করেন। বসনিয়া এই বলকান পথের ওপর অবস্থিত হওয়ায় তারা একে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফ্রন্ট্যাক্সের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে এই বলকান পথ দিয়ে ৪ হাজার ৯০০-এর বেশি অবৈধ সীমান্ত পারাপার নিবন্ধিত হয়েছে। তবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এবার অবৈধ পারাপার ২৬ শতাংশ কমেছে।

- এএফপি

# বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসার ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল যুক্তরাষ্ট্র

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা দেওয়ার ওপর জানুয়ারিতে আরোপ করা স্থগিতাদেশ যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে। দেশটির একটি ফেডারেল আদালতের দেওয়া এক আদেশের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, গত ২১ আগস্ট ২০২৬ থেকে ওই স্থগিতাদেশ আর কার্যকর নেই।

স্থগিতাদেশটি গত ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছিল। এর আওতায় বাংলাদেশ ছাড়াও ভুটান, নেপাল ও পাকিস্তানের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা আবেদন স্থগিত হয়।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, অভিবাসী ভিসা যাচাই-বাছাইয়ের নীতিমালা পর্যালোচনার সময় এ স্থগিতাদেশ কার্যকর করা হয়েছিল। পর্যালোচনার লক্ষ্য ছিল, অভিবাসীরা যেন নিজেদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর রাখতে পারেন ও যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল না হন বা অবৈধভাবে সরকারি কল্যাণমূলক সুবিধা ব্যবহার না করেন–তা নিশ্চিত করা।

স্থগিতাদেশ চলাকালে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর আবেদনকারীরা ভিসার আবেদন জমা দিতে ও সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে পারতেন।

এখন স্থগিতাদেশ আর কার্যকর না থাকায়, আবেদনকারীরা নিয়ম অনুযায়ী অভিবাসী ভিসা আবেদন করতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারবেন।

## যে দেশগুলো স্থগিতাদেশের তালিকায় ছিল

আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহামাস, বাংলাদেশ, বার্বাডোস, বেলারুশ, বেলিজ, ভুটান, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, কলম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, কিউবা, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিকা, মিসর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, ঘানা, গ্রেনাডা, গুয়াতেমালা, গিনি, হাইতি, ইরান, ইরাক, জ্যামাইকা, জর্ডান, কাজাখস্তান, কসোভো, কুয়েত, কিরগিজস্তান, লাওস, লেবানন।

আরও ছিললাইবেরিয়া, লিবিয়া, মলদোভা, মঙ্গোলিয়া, মন্টেনেগ্রো, মরক্কো, নেপাল, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, উত্তর মেসেডোনিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডিনস, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সাউথ সুদান, সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেন।

## আদালত কী আদেশ দিয়েছে

৭৫ দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা দেওয়া স্থগিত রাখার ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি বাতিল করে ২১ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট আদালত একটি রায় দেন। রায়ে বিচারক জ্যানেট ভার্গাস বলেন, জানুয়ারিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর অভিবাসী ভিসা আবেদন-সংক্রান্ত যে নীতি ঘোষণা করেছিল, সেটি 'স্পষ্টতই বেআইনি'। নীতিটি কেন্দ্রীয় অভিবাসন আইনেরও পরিপন্থী।

রায়ে আরও বলা হয়েছিল, বিদ্যমান আইনে অভিবাসী ভিসার আবেদনপ্রক্রিয়ায় কনস্যুলার কর্মকর্তাদের ওপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সীমিত করা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তাঁর আইনগত এখতিয়ারের সীমা ছাড়িয়ে ওই নীতি গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে আবেদন যাচাই করে কোনো ব্যক্তিকে ভিসা দেওয়া হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত নেন সংশ্লিষ্ট ভিসা কর্মকর্তারা।

সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নিয়োগ করা বিচারক ভার্গাস তাঁর রায়ে বলেন, 'আবেদনকারীর জাতীয়তার ভিত্তিতে ঢালাওভাবে অভিবাসী ভিসা দেওয়া বন্ধ করার এ নীতি প্রচলিত আইনি কাঠামোর সরাসরি লঙ্ঘন।'

অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করার যুক্তি হিসেবে পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছিল, যে ৭৫ দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করা হয়েছে, তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে এসে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয়, অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ওপর তাঁদের নির্ভরশীল হয়ে পড়ার শঙ্কাও বেশি।

# বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা নিয়ম কঠোর, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাড়ছে উদ্বেগ

**পরিচয় ডেস্ক:** নতুন ভিসা সীমাবদ্ধতার প্রভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে উদ্বেগ বাড়ছে, শুরু হয়েছে আইনি চ্যালেঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভিসা ব্যবস্থায় নতুন বিধিনিষেধ নিয়ে উচ্চশিক্ষা মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ বিদেশি শিক্ষার্থী ও বিনিময় কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের সময়সীমা চার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীকে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হতে পারে।

আগের ব্যবস্থায় অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়সীমার পরিবর্তে তাদের শিক্ষাগত কর্মসূচির মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারতেন। নতুন কাঠামো সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনছে।

বিষয়টি বিশেষ করে পিএইচডি শিক্ষার্থী, গবেষক এবং দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক কর্মসূচিতে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চার বছরের মধ্যে কোনো শিক্ষার্থীর গবেষণা শেষ না হলে তাকে অতিরিক্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে।

নতুন নিয়মের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে শ্রমিক সংগঠন ও বিভিন্ন অধিকার সংগঠন আদালতে মামলা করেছে। তাদের অভিযোগ, প্রশাসনের এই পরিবর্তন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ওপর অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বিদেশি শিক্ষার্থীরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি দেয় না; তারা গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

*বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

# ইমিগ্রেশন জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর সদস্য

**পরিচয় ডেস্ক:** নিজের খালা মাইরা পল শুলেনবার্গকে মা হিসেবে পরিচয় দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি ও পরে নাগরিকত্ব নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর সদস্য ৩০ বছর বয়সী জন পল রিভেরার বিরুদ্ধে। একই ঘটনায় তাঁর খালাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন জালিয়াতি ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে রিভেরার সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং শুলেনবার্গের সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে রিভেরা ও তাঁর খালাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে ঠিক কোন দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা জানানো হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের অভিযোগ অনুযায়ী, রিভেরা ও শুলেনবার্গ এমন একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে শুলেনবার্গকে রিভেরার মা হিসেবে দেখানো হয়। এর মাধ্যমে রিভেরা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি, নাগরিকত্ব এবং পরে তাঁর প্রকৃত মায়ের জন্যও বৈধভাবে বসবাসের সুযোগ তৈরির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

রিভেরার বিরুদ্ধে অভিবাসন জালিয়াতির ষড়যন্ত্র, অভিবাসনসংক্রান্ত নথিতে শপথের অধীনে মিথ্যা তথ্য দেওয়া, ফেডারেল সংস্থাকে মিথ্যা তথ্য দেওয়া, বেআইনিভাবে নাগরিকত্ব অর্জন এবং নাগরিকত্বের প্রমাণের অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

অন্যদিকে, ৪৬ বছর বয়সী খালা শুলেনবার্গের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালতের নথি অনুযায়ী, তিনি কলোরাডোতে বসবাস করতেন। ফিলিপাইনে জন্ম নেওয়া শুলেনবার্গ পরে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বও লাভ করেন।

আদালতের নথি অনুযায়ী, রিভেরা ২০১৭ সালের মার্চে বিনিময় কর্মসূচির ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। একই বছর শুলেনবার্গ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থায় একটি আবেদন করেন। সেখানে তিনি নিজেকে রিভেরার মা হিসেবে পরিচয় দেন এবং পরিবর্তিত জন্মসনদ ব্যবহার করে তাঁর জন্য স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার আবেদন করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ ওই আবেদন অনুমোদন করলে রিভেরা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পান। পরে তিনি বিমানবাহিনীতে যোগ দেন এবং এই মর্যাদার ভিত্তিতে দ্রুত নাগরিকত্বের আবেদন করার সুযোগ পান বলে আদালতের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২২ সালের ১১ অক্টোবর মিসৌরির স্প্রিংফিল্ডে রিভেরা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

এরপর রিভেরা তাঁর প্রকৃত মায়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে নাগরিকত্ব ও ইমিগ্রেশন সেবা সংস্থায় আবেদন করেন বলে বিচার বিভাগ জানিয়েছে। ওই আবেদনে তিনি নিজের প্রকৃত জন্মসনদ ব্যবহার করে মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রমাণ দেন। তদন্তকারীরা আগের আবেদনে ব্যবহৃত নথির সঙ্গে এই তথ্যের অসঙ্গতি দেখতে পান। এরপরই শুলেনবার্গ ও রিভেরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে আদালতের নথিতে উল্লেখ রয়েছে।

রিভেরা সম্প্রতি মিসৌরির নোব নস্টারের কাছে হোয়াইটম্যান বিমানঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন। বিমানবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা প্রয়োজন ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

হোয়াইটম্যান বিমানঘাঁটি মিসৌরির পশ্চিম-মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত এবং সেখানে বিমানবাহিনীর ৫০৯তম বোমারু শাখা ও বি-২ স্পিরিট বোমারু বিমান পরিচালনা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগ ও অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে রয়েছে। বিভিন্ন ফেডারেল সংস্থা প্রতিবছর হাজার হাজার সন্দেহভাজন ইমিগ্রেশন জালিয়াতির ঘটনা তদন্ত করে। তবে এ ধরনের মামলার মোট সংখ্যা নিয়ে সরকারি কোনো পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

# অবৈধ অভিবাসীদের তথ্য না দিলে স্টেটের ফেডারেল অর্থ বন্ধের হুমকি ট্রাম্প প্রশাসনের

**পরিচয় ডেস্ক:** বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত ফেডারেল সুযোগ-সুবিধা ভোগী অবৈধ অভিবাসীদের তথ্য ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে না দিলে স্টেটগুলো বিলিয়ন ডলার অর্থ হারাতে পারে বলে সতর্ক করেছে ট্রাম্প প্রশাসনের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগ।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি কার্যকর করা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন ও স্টেটগুলোর মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ স্টেটগুলোকে সতর্ক করেছে, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছে থাকা অনিবন্ধিত বা বৈধ অভিবাসন মর্যাদা না থাকা ব্যক্তিদের তথ্য ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ না করলে কিছু স্টেট বিপুল পরিমাণ ফেডারেল অর্থ হারাতে পারে।

এই নির্দেশনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর সম্ভাব্য বিস্তৃতি। শুধু সামাজিক সহায়তা বা কল্যাণ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সরকারি সংস্থার তথ্য নয়, স্টেট সমুহের বিশ্ববিদ্যালয়, ডিপার্টমেন্ট অফ মোটর ভেহিকেল বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার কাছেও থাকা তথ্যের বিষয়টি এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এটি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণকে শুধু সীমান্ত বা অভিবাসন দপ্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে স্টেটগুলোর সরকারি প্রশাসনের আরও বিস্তৃত অংশের সঙ্গে যুক্ত করছে।

বিচার বিভাগের নতুন ব্যাখ্যা ১৯৯৬ সালের একটি কল্যাণ সংস্কার আইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, আইনটি স্টেট সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পাওয়া তথ্য ফেডারেল সরকারের সঙ্গে ভাগ করার সুযোগ দেয়। তবে এর ব্যাখ্যা নিয়ে দীর্ঘদিনের আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং স্টেটগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থানের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারে।

বিষয়টির আর্থিক দিকও বড়। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলোচনায় থাকা ফেডারেল অর্থের মধ্যে সাময়িক সহায়তা কর্মসূচিতে ১৬.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি এবং সামাজিক নিরাপত্তা-সংক্রান্ত প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল রয়েছে। যদিও অনিবন্ধিত অভিবাসীরা এসব কর্মসূচির অনেকগুলোর জন্য সরাসরি যোগ্য নন, প্রশাসন স্টেটগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও আইন প্রয়োগে সহযোগিতার ওপর জোর দিচ্ছে।

এখানেই রাজনৈতিক বিরোধের সূত্রপাত।

ডেমোক্র্যাট নেতৃত্বাধীন স্টেটগুলো দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, ফেডারেল সরকার অভিবাসন প্রয়োগের দায়িত্ব স্টেট ও স্থানীয় সরকারের ওপর অতিরিক্ত চাপিয়ে দিতে চাইছে। বিশেষ করে যেসব স্টেট স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ফেডারেল অভিবাসন কার্যক্রম থেকে আলাদা রাখতে চায়, তারা এই ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে।

অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ ইমিগ্রেশন ছাড়া অবস্থান করেন, তাহলে ফেডারেল ইমিগ্রেশন আইন কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকা প্রয়োজন। ট্রাম্প প্রশাসন সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগকেও আরও কার্যকর করতে চাইছে।

এই নীতির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে অভিবাসী পরিবারগুলোর ওপর। কোনো ব্যক্তি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিপার্টমেন্ট অফ মোটর ভেহিকেল বিভাগ বা অন্য কোনো স্টেট সংস্থায় নিজের পরিচয় বা নথি জমা দিলে সেই তথ্য ভবিষ্যতে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে পারে-এমন আশঙ্কা তৈরি হলে মানুষ সরকারি সেবা নিতে দ্বিধা করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী শিক্ষার্থী এবং অভিবাসী পরিবারের সন্তান উচ্চশিক্ষায় রয়েছে। যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ইমিগ্রেশন তথ্য সরবরাহের বিষয়ে নতুন দায়িত্ব নিতে হয়, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফেডারেল *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

# এফ-১ জে ও আই ভিসায় বড় পরিবর্তন, ১৫ সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অবস্থানের নতুন নিয়ম কার্যকর হচ্ছে

**পরিচয় ডেস্ক :** প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় কড়াকড়ি আরোপের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অবস্থানের নিয়মে বড় পরিবর্তন আসছে। নতুন ব্যবস্থায় এফ ও জে শ্রেণির শিক্ষার্থী ও বিনিময় কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের অনুমোদন আগের মতো অনির্দিষ্ট ‘ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস’ ভিত্তিতে থাকছে না। এর পরিবর্তে

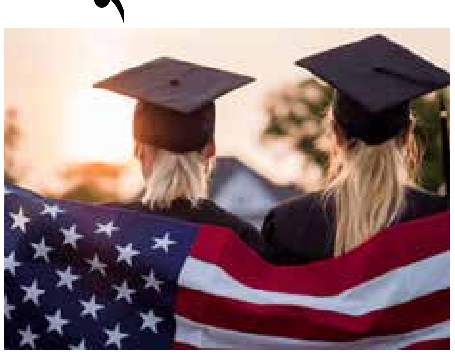

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের অবসর নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। নতুন নিয়ম আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। বর্তমান নিয়ম অনুসারে এফ-১ ভিসায় শিক্ষার্থীরা সাধারণত তাদের অনুমোদিত শিক্ষাক্রম, সংশ্লিষ্ট শর্ত এবং বৈধ শিক্ষার্থী স্ট্যাটাস বজায় রাখার ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগ পান। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে নির্দিষ্ট সময়ের *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

# এবার সন্তানের পাসপোর্টের জন্য বাবা-মায়ের নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার সীমিত কমাতে এবার নতুন একটি প্রস্তাব দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে সন্তানের পাসপোর্টের আবেদন করার সময় বাবা-মাকেও নিজেদের নাগরিকত্ব বা অভিবাসন স্ট্যাটাসের প্রমাণ দাখিল

করতে হবে।

রয়টার্সের পর্যালোচনা করা এই খসড়া নীতিমালায় প্রথমবারের মতো বিস্তারিত উঠে এসেছে, কীভাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ট্রাম্পের ৬ আগস্টের নির্বাহী আদেশটি কার্যকর করতে পারে।

এ আদেশে তথাকথিত ‘বার্থ ট্যুরিজমকে’ পর্যটনকে লক্ষ্যবস্তু *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

# ৩৫ বছর পর ইমিগ্রেশন নীতিতে বদল: মার্কিন নাগরিকত্বে ফিরল আগের নিয়ম

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়াটি আরও কঠোর হতে যাচ্ছে। দীর্ঘ ৩৫ বছর বন্ধ থাকার পর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রত্যাশীদের “চরিত্র” ও অন্যান্য তথ্য যাচাইয়ে আবারও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার নিয়ম চালু করেছে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস বা ইউএসসিআইএস। সম্প্রতি সংস্থাটির প্রকাশিত এক নীতিমালায় এই তথ্য জানানো হয়েছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে এই পদ্ধতিটি পুরোপুরি স্থগিত ছিল। সেই সময় ইউএসসিআইএস, যা আগে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস নামে পরিচিত ছিল, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আবেদনকারীর নৈতিক চরিত্র যাচাইয়ের জন্য মূলত এফবিআই এর অপরাধমূলক ইতিহাস এবং অন্যান্য সংস্থার রেকর্ডের ওপরই নির্ভর করা হবে। তবে দীর্ঘ সময় পর সেই অবস্থান থেকে সরে এসে আবারও পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরল সংস্থাটি।

গত ২৫ আগস্ট থেকে এই নতুন নীতি কার্যকর করা হয়েছে। এরপর ২৯ আগস্ট সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইউএসসিআইএস জানায়, প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আবেদনকারীর বসবাস, উত্তম নৈতিক চরিত্র, যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

# ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও এনসিপি দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদসহ ৪ জনের দুর্নীতির সত্যতা পেয়েছে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন

**পরিচয় ডেস্ক:** শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩৮ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পদায়নে ৭৬ লাখ টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুদকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, চলতি দায়িত্ব বাতিল করে নতুন করে পদায়নের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতি কর্মকর্তার কাছ থেকে গড়ে প্রায় ২ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ১৫০ জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পদোন্নতি ও পছন্দের জায়গায় পদায়নের ক্ষেত্রেও বিপুল অর্থ লেনদেনের অভিযোগ জমা পড়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ ও বদলি, সরকারি কেনাকাটা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অনিয়ম ও

দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

চার সদস্যের এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন দুদকের উপপরিচালক মো. জাহিদ কালাম। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ড, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং আর্থিক লেনদেনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে।

দুদকের অনুসন্ধানে আসিফ মাহমুদ ছাড়াও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম, যুগ্ম সচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন এবং উপসচিব মো. মাসুম আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। দুদক সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে বিপুল অঙ্কের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়। অভিযোগের মধ্যে সরকারি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে বেআইনি সুবিধা দেয়ার বিনিময়ে ঘুষ গ্রহণ, অর্থপাচার এবং মানিলন্ডারিংয়ের মতো গুরুতর বিষয় রয়েছে। ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির অভিযোগ উঠেছে। শুরুতে ৪ *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশ থেকে ২ লাখ কর্মী নেওয়া’ প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশ থেকে আগামী ছয় মাসে দুই লাখ কর্মী নেবে মালয়েশিয়া- সম্প্রতি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে উদ্ধৃত করে এমন একটি খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তার ওই বক্তব্য বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয় বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়া সরকারের মুখপাত্র ও যোগাযোগমন্ত্রী ফাহমি ফাদজিল।

গতকাল বুধবার মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম মালয়েশিয়াকিনির এক প্রতিবেদনে তার এ বক্তব্য প্রকাশ করার কথা জানিয়েছে ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো। সংবাদ সম্মেলনে ফাহমি ফাদজিল বলেন, মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী আর রামানান তাকে জানিয়েছেন, ওই বক্তব্য বাংলাদেশের একজন প্রতিমন্ত্রী দিয়েছেন। এটি বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয়। সম্প্রতি ঢাকার অপর দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার-এ বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

# প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাওয়া অনুযায়ী বোয়িং কিনছি, এয়ারবাসও কিনব

## বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের চাওয়া অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ বাংলাদেশ কিনছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

তিনি বলেছেন, “আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটা জিনিস চেয়েছে যে, ‘আমাদের বোয়িংগুলি ইউজ করেন’। আমরা করছি, আমরা কিনছি। ১৪টি বোয়িং কিনছি, আরও আমরা লিজ নিব। “আমরা এদিকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং জার্মানি থেকে যে এয়ারবাস (উড়োজাহাজ) তৈরি হয়, সেখান থেকে ওদের কাছ থেকেও কিনছি, ওদের কাছ থেকেও

কিনব। আমরা সবকিছুই বাড়াব, ভালো করব।”

গত ৩১ আগস্ট সোমবার ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের সমন্বয় সভায় তিনি এ কথা বলেন। জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মিল্লাত ময়মনসিংহ, শেরপুর ও নেত্রকোণায় সরকারের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য গত ২৭ অগাস্ট দায়িত্ব পান।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবদান তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের কাছে বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ বেচার কথা রোববার এক্স পোস্টে তুলে ধরেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত সার্জিও গোর। *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশসহ ৩১টি দেশের নাগরিকদের জন্য ভিজিট ভিসায় মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা (এমইভি) সুবিধা সীমিত করেছে মালয়েশিয়া

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশসহ ৩১টি দেশের নাগরিকদের জন্য ভিজিট ভিসায় মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা (এমইভি) সুবিধা সীমিত করেছে মালয়েশিয়া। নতুন নীতির ফলে বাংলাদেশি পর্যটকদের সাধারণত এক বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার পরিবর্তে সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা নিতে হবে।

মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে সব দেশের নাগরিকদের জন্য আগের মতো সাধারণভাবে মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা দেওয়া হচ্ছে না।

নতুন নিয়মে নির্দিষ্ট কিছু ভ্রমণ উদ্দেশ্যে এমইভি সুবিধা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়িক ভ্রমণ, চিকিৎসা, ‘ফ্লাই অ্যান্ড ক্রুজ’ এবং ওয়েডিং ট্যুরিজম।

তবে বাংলাদেশসহ যেসব দেশের নাগরিকদের সাধারণ ভিজিট বা সামাজিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে এমইভি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে, তাদের সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। এ-সংক্রান্ত ৩১টি দেশের তালিকাও প্রকাশ করেছে মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ।

তবে এই পরিবর্তনের প্রভাব মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি বা অন্যান্য বিদেশি কর্মীদের ওপর পড়বে না। কারণ নতুন নীতিটি মূলত ভিজিট বা সামাজিক ভ্রমণের ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ওয়ার্ক পারমিট ও কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত ভিসা এর আওতাভুক্ত নয়।

নতুন নীতির ফলে মালয়েশিয়া ভ্রমণে বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিসা ব্যবস্থাপনায় কিছুটা পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হবে। সাধারণ পর্যটন বা সামাজিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে একবার প্রবেশের ভিসাই প্রযোজ্য হবে।

# আগস্টে বাংলাদেশে গণপিটুনিতে নিহত ২৮, রাজনৈতিক সহিংসতায় ৭

**পরিচয় ডেস্ক:** চলতি বছরের আগস্টে সারাদেশে ৫৩টি মব সহিংসতা ও গণপিটুনির ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ২৮ জন এবং আহত হয়েছেন ৬২ জন। একই সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতার অন্তত ৭০টি ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় ৭ জন নিহত এবং ৫৩৬ জনের বেশি আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) মাসিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ১৬টি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও সংগঠনটির নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগস্টে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা জুলাইয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। জুলাইয়ে ৪৫টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ১৬৪ জন আহত হয়েছিলেন। আগস্টে ৭০টি ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭ এবং আহতের সংখ্যা ৫৩৬-এর বেশি হয়েছে।

আগস্টে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ২০টি ঘটনায় ৫ জন নিহত ও অন্তত ১৫২ জন আহত হয়েছেন। বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষের ১৮টি ঘটনায় একজন নিহত ও ২৩৩ জন আহত হন। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘর্ষের ৭টি ঘটনায় একজন নিহত ও ২৬ জন আহত হয়েছেন।

এ ছাড়া বিএনপি ও এনসিপির মধ্যে সংঘর্ষের ৬টি ঘটনায় ১৬ জন এবং বিএনপি ও অন্যান্য দলের মধ্যে সংঘর্ষের ১০টি ঘটনায় ৩৮ জন আহত হয়েছেন। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষের আরও ৯টি ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭১ জন। রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত সাতজনের মধ্যে বিএনপির পাঁচজন, আওয়ামী লীগের একজন এবং জামায়াতের একজন রয়েছেন।

ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক ছাত্রসংগঠনগুলোর সংঘর্ষের অন্তত ১৩টি ঘটনায় ২১৬ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ছাত্রদল ও শিবিরের সংঘর্ষের আটটি ঘটনায় ১৮১ জন এবং ছাত্রদল, অন্যান্য ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঁচটি ঘটনায় ৩৫ জন আহত হন।

এইচআরএসএস বলছে, আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক বিরোধ, হামলা, দলীয় ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ রাজনৈতিক সহিংসতা ঘটেছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, গুলিবিদ্ধ হওয়া এবং বিভিন্ন জেলায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে।

দুষ্কৃতকারীদের হামলার অন্তত চারটি ঘটনায় দুজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া অন্তত ১২ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আধিপত্য বিস্তার, দখলদারত্ব, রাজনৈতিক সহিংসতা ও চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে ১৯টি ঘটনায় অর্ধশতাধিক বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও দলীয় কার্যালয়ে *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

## ভারতের সঙ্গে ‘হাজার সমস্যা’ থাকলেও বন্ধ হয়নি আলোচনার পথ, ইসলামি নেটো’ নিয়েও মুখ খুললেন বাংলাদেশের মন্ত্রী হুমায়ুন কবির

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে রয়েছেন। গত ৫ অগস্ট দিল্লিতে একটি ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। তা নিয়ে নতুন করে টানাপড়েন শুরু হয় দিল্লি এবং ঢাকার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর এখনও ঝুলেই রয়েছে। তাঁর সফরের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত করেনি ঢাকা। বাংলাদেশের সরকারের দাবি, ভারতের সঙ্গে ‘হাজার সমস্যা’ থাকলেও আলোচনার পথ বন্ধ হয়নি। পাশাপাশি মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে (যেটিকে অনেকে ‘ইসলামি নেটো’ বলেও ব্যাখ্যা করছেন) যোগ দেওয়ার আগ্রহ নিয়েও ফের নিজেদের

অবস্থান স্পষ্ট করেছে তারা।

বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির শনিবার বলেন, “প্রধানমন্ত্রী তারেকের ভারত সফরের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ নিয়ে আলোচনা চলছে।” শুক্রবারই ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিতে তারেক দিল্লিতে আসছেন কি না, তা জানা নেই দিল্লির। এ অবস্থায় ঢাকার এই বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারি সংবাদসংস্থা ‘বাসস’ অনুযায়ী, সে দেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেন, “ভারতের সঙ্গে হাজার সমস্যা থাকলেও আলোচনার পথ বন্ধ হয়নি।” *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

## রাজনীতি শুধু মতপার্থক্য নয়, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন

### পাঁচ মাস চিকিৎসা শেষে ফিরে সংসদে মির্জা আব্বাস

**পরিচয় ডেস্ক:** সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় প্রায় পাঁচ মাস চিকিৎসা শেষে বাংলাদেশে ফিরে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাস।

৩রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে যোগ দেন। এর আগে, তিনি প্রথমবারের মতো সংসদ ভবনে নিজ অফিসে দাপ্তরিক কাজ করেন।

পরে হুইলচেয়ারে করে তিনি অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করলে দলের নেতাকর্মীরা তাকে অভিনন্দন জানান।

স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ তাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘দীর্ঘ ৫ মাস চিকিৎসার পর আপনি দেশে ফিরে এসেছেন। আমরা আপনাকে এই সংসদে স্বাগত জানাচ্ছি।’

বিরতির পর ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এক পর্যায়ে মির্জা আব্বাসকে বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তব্যের শুরুতে মির্জা আব্বাস সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা জানেন আমি প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস চিকিৎসাধীন ছিলাম এবং আছি। নির্বাচনের পরপর কোনো এক মিটিংয়ে গুরুতর রোগাক্রান্ত হই। তারপর থেকে আমি বিদেশে চিকিৎসাধীন ছিলাম, এখনো আছি।’

তিনি বলেন, ‘আবেগ-ভালোবাসার কারণে আমাকে আসতে হয়েছে। আমার চিকিৎসা শেষ হয়নি।’

এরপর তিনি *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

## বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নেপালকে ১ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিলো বাংলাদেশ

**পরিচয় ডেস্ক:** আকস্মিক ও ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত নেপালের ত্রাণ ও মানবিক কার্যক্রমে সহায়তার জন্য দেশটিকে ১০ লাখ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ। নেপালের চলমান ত্রাণ, পুনরুদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে এ অর্থ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্র *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

## ব্রিকস সম্মেলনে তারেক রহমানের অংশগ্রহণ নিয়ে ভারতের কাছে নতুন ‘কোনো তথ্য নেই’: জয়সওয়াল

**পরিচয় ডেস্ক:** ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ) জানিয়েছে, আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অংশ নেবেন কি না, এ বিষয়ে তাদের কাছে কোনো নতুন তথ্য নেই।

তারেক রহমান সম্মেলনে অংশ না নিলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব কে করবেন, সে বিষয়ে ঢাকা নয়াদিল্লিকে জানিয়েছে কি না-এ নিয়েও মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

নয়াদিল্লিতে মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এমইএর মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘বাংলাদেশের পক্ষের অংশগ্রহণের বিষয়ে জানানোর মতো আমার কাছে কোনো নতুন তথ্য নেই।’

তারেক রহমানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে কি না এবং বাংলাদেশ বিকল্প কোনো প্রতিনিধির বিষয়ে জানিয়েছে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সাংবাদিকরা ভারতের *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

## আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

## কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
াদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার টিকেট 📞 718-721-2012...
Call now

# ইরানের হামলায় কুয়েতসহ উপসাগরীয় মিত্রদেশগুলোতে নতুন করে বাড়ছে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার ভয় আশঙ্কা

**পরিচয় ডেস্ক:** ইরানের পাল্টা হামলায় কুয়েত ও বাহরাইনসহ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা সতর্ক, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে নতুন করে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের নতুন করে সরাসরি সামরিক সংঘাত শুরু হওয়ার পর এর প্রভাব উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপরও ছড়িয়ে পড়ছে। ইরান যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় কুয়েত, বাহরাইন ও অন্যান্য মার্কিন মিত্রদেশের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো জানিয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, কুয়েত ও বাহরাইন হামলার শিকার হওয়ার কথা নিশ্চিত করলেও ওই সময় বড় ধরনের বেসামরিক হতাহতের খবর জানায়নি।

ঘটনার পেছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইরানে সামরিক হামলা। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর পর তেহরান পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এর পরপরই ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি এবং সহযোগী দেশগুলোর বিভিন্ন স্থাপনার দিকে হামলা চালাতে শুরু করে। কুয়েতের জন্য পরিস্থিতিটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি রয়েছে এবং উপসাগরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কুয়েত দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ফলে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত সরাসরি কুয়েতের আকাশসীমা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি করছে। বাহরাইনও একই ধরনের নিরাপত্তা উদ্বেগের মধ্যে পড়েছে। দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক উপস্থিতি রয়েছে। ফলে ইরান যদি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়, তাহলে বাহরাইন স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, বাহরাইন ইরানের আকাশ হামলা প্রতিহত করার কথা জানিয়েছে।

জর্ডানও ইরানের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে বলে দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। আঞ্চলিক বিভিন্ন দেশের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, সংঘাতটি শুধু ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না; এর সামরিক প্রভাব ক্রমেই বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ঝুঁকি তৈরি হয়েছে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহনপথ হিসেবে এই জলপথ দিয়ে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি পরিবহন করা হয়। সংঘাতের কারণে জাহাজ চলাচল কমে গেলে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কয়েক দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, ৩ সেপ্টেম্বর ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি প্রায় ৯৫ দশমিক ৭৮ ডলারে উঠেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের অপরিশোধিত তেলের দাম ৯১ দশমিক ৬৪ ডলারে পৌঁছেছিল। এটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছাকাছি। মূল কারণ ছিল মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত আরও বাড়ার আশঙ্কা এবং হরমুজ প্রণালিতে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ভয়। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব শুধু তেল ব্যবসায়ীদের ওপর পড়ে না। তেলের দাম বাড়লে পরিবহন ব্যয় বাড়ে। বিমান পরিবহন, পণ্যবাহী ট্রাক, জাহাজ এবং শিল্পকারখানার খরচও বাড়তে পারে। এর ফলে খাদ্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন পণ্যের দাম পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও উপসাগরীয় *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

## আকস্মিক বন্যার জন্য ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জলবায়ুজনিত ক্ষতিপূরণ দাবি করল নেপাল

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীন- এই তিনটি দেশকে সর্বোচ্চ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী হিসেবে উল্লেখ করে তাদের কাছে 'জলবায়ুজনিত ক্ষতিপূরণ' দাবি করেছে নেপাল।

এক সপ্তাহ আগে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নেপালের ভোটকোশি নদীতে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় দেশটির অন্তত তিনটি জেলার বেশ কয়েকটি গ্রাম ভেসে যায়। এ দুর্যোগের পর থেকে এখন পর্যন্ত জরুরি উদ্ধারকারী দল ১ হাজার ১০০টির বেশি মরদেহ উদ্ধার করেছে। এখনও প্রায় সাড়ে ৪ হাজার মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।

তিব্বত-নেপাল সীমান্তে একটি হিমবাহ ধসে প্রচণ্ড ঠান্ডা পানি, পাথর ও ধ্বংসাবশেষের বিশাল ঢল নেমে আসায় এই আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয় বলে জানা যায়।

দুর্যোগকবলিতদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা চেয়ে কূটনৈতিক উদ্যোগ শুরু করেছে নেপাল।

দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খানাল বলেছেন, দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তাকে 'নৈতিক দায়বদ্ধতার' বিষয় হিসেবে দেখা উচিত, 'দয়া হিসেবে নয়'।

কান্তিপুর টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেপালি ভাষায় তিনি এ কথা বলেন। তার সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নেপালের *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

## পশ্চিমা চাপ সামলাতে চীনেই ভরসা রাশিয়া ও ইরানের

**পরিচয় ডেস্ক:** দীর্ঘায়িত যুদ্ধের মুখে অভ্যন্তরীণ চাপে থাকা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান মধ্য এশিয়ায় চীন ও ভারতের নেতাদের সঙ্গে সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন। সোমবার ১০ সদস্যের রাজনৈতিক ও সামরিক জোট সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর দুদিনব্যাপী সম্মেলনে অংশ নিতে তারা কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে পৌঁছান। পশ্চিমারা যখন রাশিয়া ও ইরানকে একঘরে করার চেষ্টা করছে, তখন এই জোটকে বিকল্প সমর্থনের ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে

## সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি মানতে হবে ভারতকে

## আন্তর্জাতিক আদালতের রায়; সদস্য হয়েও ভারত বলল আদালতই 'অবৈধ'

**পরিচয় ডেস্ক:** দীর্ঘায়িত যুদ্ধের মুখে অভ্যন্তরীণ চাপে থাকা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান মধ্য এশিয়ায় চীন ও ভারতের নেতাদের সঙ্গে সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন। সোমবার ১০ সদস্যের রাজনৈতিক ও সামরিক জোট সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর দুদিনব্যাপী সম্মেলনে অংশ নিতে তারা কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে পৌঁছান। পশ্চিমারা যখন রাশিয়া ও ইরানকে একঘরে

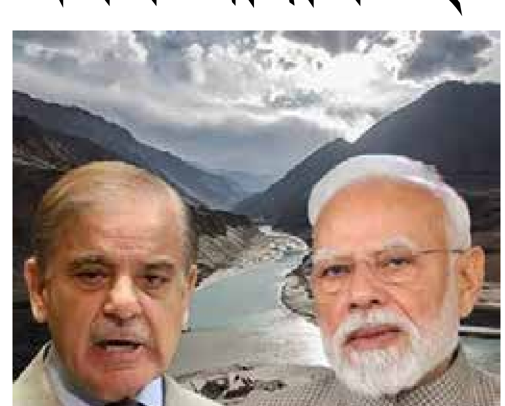

করার চেষ্টা করছে, তখন এই জোটকে বিকল্প সমর্থনের ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে চাইছে দেশ দুটি। পূর্বে কেবল রাশিয়া, চীন এবং চার কেন্দ্রীয় এশীয় দেশকে নিয়ে গঠিত এই জোট ২০১৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানকে যুক্ত করে। সম্প্রতি বেলারুশ ও ইরান যুক্ত হওয়ায় এটি পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন জোটের বিরুদ্ধে এক শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই আয়োজনের মূল কেন্দ্রে রয়েছেন সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। অশোধিত *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

# বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম ২০২২ সালের পর সর্বোচ্চ: জাতিসংঘ

জলবায়ু পরিবর্তন ও যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় জটিলতা তৈরি হওয়ায় আগস্টে বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। খাদ্যের দামের এ বৃদ্ধি ২০২২ সালের পর সর্বোচ্চ বলে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) জানিয়েছে। আজ শুক্রবার এফএও প্রকাশিত খাদ্যপণ্যের দাম সংক্রান্ত বৈশ্বিক পরিস্থিতির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনের বরাতে বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানায়, খাদ্যপণ্যের মূল্য সূচকে আন্তর্জাতিক বাজারে মাসিক মূল্য পরিবর্তনের গড় আগস্টে দাঁড়িয়েছে ১৩৩ দশমিক ৩ পয়েন্ট, যা জুলাইয়ে সংশোধিত ১৩০ দশমিক ৮ পয়েন্ট থেকে বেশি।

রয়টার্স বলছে, ইউরোপে তীব্র দাবদাহ ও খরা, এল নিনোর শঙ্কা এবং ইউক্রেন ও ইরান যুদ্ধের কারণে বাণিজ্যিক অস্থিরতায় কৃষিপণ্যের বাজারে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। যে কারণে খাদ্যপণ্যের দাম ৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আগস্টের এই মূল্যবৃদ্ধি ২০২২ সালের নভেম্বরের পর থেকে সর্বোচ্চ।

এফএওর প্রধান অর্থনীতিবিদ ম্যাক্সিমো তোরেরো এক বিবৃতিতে বছেন, ‘খাদ্যপণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধি একটি সতর্কতা, বাজারে ঝুঁকি ফিরে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বাণিজ্য পরিবহন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় সরবরাহ সংকটের আশঙ্কা বাড়ছে।’

আগস্টে খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, চিনি, মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের ক্ষেত্রে এফএওর মূল্যসূচক বেড়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, ইউরোপের প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ভুট্টা ও বিট থেকে চিনি উৎপাদন এবং গবাদিপশু পালনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অন্যদিকে প্রত্যাশিত এল নিনোর প্রভাবে এশিয়ায় পাম তেল ও চিনি উৎপাদন নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

সাড়ে চার বছর ধরে চলা যুদ্ধে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে শস্য চালান ব্যাহত হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধের কারণে সার সরবরাহ সংকটে পড়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাদ্য পণ্যগুলোর মধ্যে এফএওর খাদ্যশস্যের মূল্যসূচক আগের মাসের তুলনায় ২ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে ২০২৪ সালের মে মাসের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভোজ্যতেলের সূচক শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে ২০২২ সালের জুনের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আর, চিনির মূল্যসূচক ১১ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে লাফিয়ে ২০২৫ সালের জুনের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

পৃথক এক প্রতিবেদনে এফএও জানায়, ২০২৬ সালের বৈশ্বিক শস্য উৎপাদন জুলাইয়ের আগের হিসাব থেকে ৩ দশমিক ৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন কমিয়ে ২ দশমিক ৯৮০ বিলিয়ন টন নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৫ সালের তুলনায় ২ শতাংশ কম এবং এটি ২০১৮ সালের পর সর্বোচ্চ বার্ষিক পতন।

## আরও দেহ উদ্ধার, নেপালে পাঁচ সহস্রাধিক নিখোঁজ!

### ভারত-সহ তিন দেশের থেকে ক্ষতিপূরণ চাইতে রাষ্ট্রপুঞ্জে যাচ্ছেন বলেন্দ্র

**পরিচয় ডেস্ক:** হিমবাহ ধস এবং তৎপরবর্তী বিপর্যয়ের জন্য ভারত, আমেরিকা এবং চিনের দিকে আঙুল তুলেছে নেপাল। অভিযোগ, মূলত তিন দেশের দূষণেই হিমালয়ে বিপর্যয়। রাষ্ট্রপুঞ্জেও বিষয়টি তুলে ধরতে চায় কাঠমান্ডু।

হড়পা বানে নেপালে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। দেহ উদ্ধারের সংখ্যা আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিখোঁজের সংখ্যাও। নেপাল সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মোট দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ১২৫৯টি। তার মধ্যে মাত্র ৯৫টি শনাক্ত করা গিয়েছে এবং সেগুলি পরিজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নিখোঁজের সংখ্যা ৫০৮৩।

হিমবাহ ধস এবং তৎপরবর্তী বিপর্যয়ের জন্য ভারত, আমেরিকা এবং চিনের দিকে আঙুল তুলেছে নেপাল। অভিযোগ, এই তিন দেশের দূষণেই হিমালয়ে বিপর্যয় ঘটেছে। তার জন্য *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

## জলবায়ু পরিবর্তনে তীব্র গরমের ঝুঁকিতে মালয়েশিয়ার তরুণরা; বাড়ছে ত্বকের সমস্যা, তাপজনিত অসুস্থতা

**পরিচয় ডেস্ক:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরও তীব্র হওয়ায় মালয়েশিয়ার তরুণদের মধ্যে বাড়ছে নানা রোগের প্রকোপ, তাপজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবায় ব্যাঘাত। এতে প্রশ্ন উঠছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে দেশটির জলবায়ু অভিযোজন নীতিগুলো কতটা কার্যকর হবে?

ইউনিসেফ মালয়েশিয়ার ‘ন্যাশনাল ইয়ুথ ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভে ২০২৫’ চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়। জরিপে উঠে এসেছে, জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর শুধু পরিবেশগত সংকট নয়; এটি জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্যও তাৎক্ষণিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০২৫ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মালয়েশিয়ার ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী ১ হাজার ৪২০ জন তরুণের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে জরিপটি করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি ঘন ঘন তাপপ্রবাহ, বন্যা ও অন্যান্য জলবায়ুজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতেও নীতিনির্ধারকদের বিনিয়োগ করতে হবে। তা না হলে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় আরও বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মালয়েশিয়ার ভবিষ্যৎ কর্মশক্তিও।

ইউনিসেফ বলেছে, জরিপের ফলাফল দেখিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন তরুণদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। জরিপে অংশ নেওয়া তরুণদের ২৫ দশমিক ৯ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি চারজনে একজনের বেশি বলেছেন, তাদের আগে থেকেই থাকা বিভিন্ন রোগের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এ ছাড়া ১৯ দশমিক ৭ শতাংশ ত্বকের সমস্যা, ১৮ শতাংশ তাপজনিত অসুস্থতা এবং ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ শ্বাসতন্ত্রের সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

অর্ধেকেরও বেশি তরুণ জানিয়েছেন, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা পাওয়ার সুযোগে প্রভাব ফেলেছে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে তথ্য, শিক্ষা ও নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ।

সানওয়ে সেন্টার ফর প্ল্যানেটারি হেলথের নির্বাহী পরিচালক ডা. জেমিলাহ মাহমুদ বলেন, ইউনিসেফের জরিপের ফলাফল দেখিয়েছে, বিষয়টি এখন আর শুধু পরিবেশগত উদ্বেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি জনস্বাস্থ্যের জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, ‘জলবায়ু ও স্বাস্থ্যের ওপর এর সরাসরি প্রভাব আমরা ইতোমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি সরাসরি আঘাত, সংক্রামক রোগ, দীর্ঘমেয়াদি রোগের অবনতি এবং মানসিক চাপ সবকিছু একই সময়ে ঘটছে ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী এমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে; যে বয়সে তাদের সবচেয়ে সুস্থ থাকার কথা।’

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জরিপের ফলাফল মালয়েশিয়ায় জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনাকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই তুলে *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

# বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণের দেশ

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশে এখন ব্যাংক থেকে বিতরণ করা প্রতি ১০০ টাকা ঋণের প্রায় ৩৩ টাকাই খেলাপি। আর এর মাধ্যমে খেলাপি ঋণের হারের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষে চলে এসেছে বাংলাদেশে। এরপরই রয়েছে চাদ, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, আলজেরিয়া ও ঘানা।
এর আগে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণের দেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন। পরে পুরোনো খেলাপি ঋণ অবলোপন, ঋণ আদায় ও ভালো মানের নতুন ঋণ বাড়ানোর মাধ্যমে দেশটি এই হার দ্রুত কমিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে আগে আড়ালে থাকা অনিয়মিত ও বেনামি ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। ফলে ইউক্রেন তালিকার বাইরে চলে গেছে এবং বাংলাদেশ উঠে এসেছে শীর্ষে।

**১. বাংলাদেশ: খেলাপি ঋণ ৩২.৭৮%**

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ২০২৬ সালের জুন শেষে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। এটি ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ।
২০২৬ সালের মার্চ শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫

লাখ ৮৮ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা। পরের তিন মাসেই তা ১৭ হাজার ৮৫১ কোটি টাকা বেড়েছে। এর আগে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে খেলাপি ঋণ রেকর্ড ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ কোটি টাকায় উঠেছিল।
খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই খেলাপি ঋণের বড় অংশ হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দীর্ঘদিন ধরে ঋণ পুনঃ তফসিল, বিশেষ ছাড় ও হিসাবগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেক সমস্যাগ্রস্ত ঋণ নিয়মিত দেখানো হয়েছিল।
রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ব্যাংকগুলোর সম্পদের মান পর্যালোচনা এবং দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষায় অনিয়ম, জালিয়াতি ও বেনামি ঋণের প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে এসেছে। ফলে আগে আড়ালে থাকা বিপুল ঋণ এখন খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে একীভূত হওয়া পাঁচটি ব্যাংক। এসব ব্যাংকের বিতরণ করা ঋণের ৮০ শতাংশের বেশি খেলাপি। এর বাইরে সরকারি-বেসরকারি আরও কয়েকটি ব্যাংকের অর্ধেকের বেশি ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক প্রভাবে দেওয়া ভুয়া ও বেনামি ঋণ, দুর্বল তদারকি, ব্যবসায় *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

# নেপালে বন্যায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত, বাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধ

**পরিচয় ডেস্ক:** নেপালের ভোটকোশি নদী অববাহিকায় ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে দেশটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি কার্যত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে বলে দেশটির গণমাধ্যম 'কাঠমান্ডু পোস্ট'-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্ষা মৌসুমে নেপাল সাধারণত প্রায় ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি করে থাকে। তবে গত ২৬ আগস্টের প্রলয়ংকরী বন্যার পর দেশটির বিদ্যুৎ রপ্তানি ৬৫০ মেগাওয়াটে নেমে এসেছে। বেশ কিছু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া বা উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
বাংলাদেশ এই সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারণ সম্প্রতি ভারতের গ্রিড ব্যবহার করে নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি শুরু করেছিল ঢাকা। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অনুমোদিত দুটি প্রধান প্রকল্প—২২.১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন চিলিম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং ২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ত্রিশুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প—বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গত সপ্তাহ থেকে অচল হয়ে আছে।
উল্লেখ্য, চিলিম প্রকল্প থেকে ২১.৪ মেগাওয়াট এবং ত্রিশুলি থেকে ১৮.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারতে বিক্রির অনুমোদন ছিল। এই দুটি কেন্দ্র থেকেই ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পাঠানোর কথা ছিল। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিক্রির বিনিময়ে নেপাল মার্কিন ডলারে অর্থ পেমেন্ট পায়।
নেপাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (এনইএ)-র ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীর্ঘায়ু কুমার শ্রেষ্ঠ বলেন, *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

# প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বনাম প্রধানমন্ত্রী কার্নি: যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা বাণিজ্যযুদ্ধের নেপথ্যে কী

পরিচয় ডেস্ক: গত শনিবার ৩০ আগস্ট বিকেলে কানাডার রাজধানী শহর অটোয়ায় একটি সংবাদ সম্মেলনে দাঁড়িয়েছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ কেন্দ্রীয় ব্যাংকার হিসেবে বাজার শান্ত রাখার কাজে অভ্যস্ত এই মানুষটির সেদিনের ভাষা ছিল কঠোর ও আক্রমণাত্মক।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর কানাডার মানুষকে অনিশ্চয়তা ও সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তিনি বলেন, 'গত বসন্তে আমি সতর্ক করেছিলাম যে, আমেরিকা আমাদের ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চায়, যাতে তারা আমাদের ওপর মালিকানা খাটাতে পারে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা কখনোই হতে দেওয়া হবে না। আমরা আজ সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছি।'
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে সংবাদ সম্মেলনের এই পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। পরে এক সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী কার্নিকে প্রশ্ন করেন, তার এমন গম্ভীর ও যুদ্ধংদেহী সুরের কারণ কী। শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে কার্নি বলেন, 'আমাদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। যখন কেউ আপনাকে আক্রমণ করে, তখন আপনিও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। আমরা আক্রান্ত হয়েছি।'
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈরি শুল্ক আরোপ ও আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে কানাডার এই অবস্থান দুই প্রতিবেশী দেশের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে নজিরবিহীন সংকটে ফেলেছে।
নিউইয়র্ক টাইমসের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের একের পর এক উসকানিমূলক পদক্ষেপ দুই দেশের উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে লেক অন্টারিওর নাম বদলে 'লেক আমেরিকা' করার নির্বাহী আদেশে সই করা এবং কানাডার নেতৃত্বকে 'নিষ্ঠুর' বা 'ন্যাস্টি' বলে আখ্যা দেওয়া।
নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই বাণিজ্যযুদ্ধ কানাডার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও বড় পরিবর্তন এনেছে। কার্নির সিদ্ধান্তের পেছনে দেশটির ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষকে একত্রিত করেছে জাতীয়তাবাদী আবেগ। তবে এর পেছনে কানাডাকে যে কঠিন অর্থনৈতিক বাস্তবতার *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশ-পাকিস্তানে এলএনজি সরবরাহ বাতিল করলো কাতারএনার্জি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চলমান সংঘাতে হরমুজ প্রণালিতে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগে থাকায় কাতারএনার্জি ইউরোপ ও এশিয়ার ক্রেতাদের জানিয়েছে, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি (খখঞ) কার্গো বাতিলের ঘটনা অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেল ব্লুমবার্গ ও রয়টার্সের প্রতিবেদনে।

ব্লুমবার্গ নিউজ শুক্রবার (২৮ আগস্ট) জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে কাতারএনার্জি পাকিস্তানের ক্রেতাদের জানিয়েছে যে এলএনজি কার্গো বাতিলের ঘটনা অক্টোবর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের জন্য এলএনজি সরবরাহে ফোর্স মেজরের মেয়াদ সেপ্টেম্বরের পরও বাড়ানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউরোপের আরও কয়েকজন ক্রেতাও একই ধরনের নোটিশ পেয়েছেন।
ইতালির জ্বালানি কোম্পানি এডিসন শুক্রবার নিশ্চিত করেছে যে কাতারএনার্জি তাদের এলএনজি সরবরাহ স্থগিত রাখার সময়সীমা নভেম্বরের শুরু পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এডিসন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কাতারএনার্জি তাদের জানিয়েছে এপ্রিলের শুরু থেকে কার্যকর থাকা ফোর্স মেজরের মেয়াদ নভেম্বরের শুরু পর্যন্ত বাড়বে।
এডিসনের হিসাবে, এতে ক্ষতিগ্রস্ত এলএনজি কার্গোর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯টি। তবে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নিজেদের দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য তারা বিকল্প উৎস থেকে এলএনজি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে।
এদিকে কাতারের এলএনজি রফতানি এখনও মারাত্মকভাবে সীমিত থাকার মধ্যেই কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তেহরানে ইরানের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। দোহা পরিস্থিতির উত্তেজনা কমানোর জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ৪ মার্চ কাতারএনার্জি প্রথম এলএনজি কার্যক্রম স্থগিত করে এবং ফোর্স মেজর ঘোষণা করে। এরপর মার্চে কাতারএনার্জির রাস লাফান স্থাপনায় *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

# আর্জেন্টিনার হয়ে আর খেলবেন না মেসি, ডায়েরি থেকে ছেঁড়া তিনটি পাতায় লিখলেন কেন বিদায়

**পরিচয় ডেস্ক:** শেষ বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর থেকেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের কথা ভাবতে শুরু করেন ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি লিয়োনেল মেসি। বাবা জর্জে মেসির মৃত্যুর কারণেই সম্ভবত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন লিয়োনেল মেসি। ২০২৬-এর বিশ্বকাপ ফাইনালই দেশের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল। সোমবার সমাজমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এলএম টেন। অগস্টের শুরুতেই আন্তর্জাতিক ফুটবল চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন মেসি। ৩৯ বছর বয়সেই থেকে গেলেন লিয়ো।

অবসরের কথা জানিয়ে মেসি বলেছেন, ''আমি উপলব্ধি করেছি, সময় এসে গিয়েছে।'' বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর থেকেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের কথা ভাবতে শুরু করেন তিনি। বাবা জর্জে মেসির মৃত্যুর কারণেই সম্ভবত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মেসি জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ ফাইনালের পরের দিনই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।

অবসরের কথা জানিয়ে মেসি বলেছেন, ''আমি উপলব্ধি করেছি, সময় এসে গিয়েছে।'' বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর থেকেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের কথা ভাবতে শুরু করেন তিনি। বাবা জর্জে মেসির মৃত্যুর কারণেই সম্ভবত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মেসি জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ ফাইনালের পরের দিনই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।

সমাজমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মেসি লিখেছেন, ''ফাইনালের পর এতটা সময় কেটে যাওয়ার পর এবং অনেক চিন্তাভাবনার পর, আমি সকলকে জানাতে চাই যে আমি জাতীয় দল থেকে অবসর নিচ্ছি। এই সিদ্ধান্ত আমায় কষ্ট দিয়েছে। এখনও দিচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারছি, এটাই সঠিক সময়। আমি সব সময় নিজের সর্বস্ব দিয়েছি। শেষ কয়েক বছরে যখন আমরা

সবকিছু জিতেছি। শুধু তখনই নয়, তার আগেও সবটা দিয়েছি। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সব সময় এই জার্সির জন্য লড়াই করেছি এবং সব কিছু দিয়েছি। ফুটবলের মাধ্যমে আপনাদের আনন্দ দিতে এবং আর্জেন্টিনীয় হিসাবে আপনাদের গর্বিত করার চেষ্টা করেছি।''

তিন পাতার অবসর বার্তায় আবেগপ্রবণ মেসি আরও লিখেছেন, ''ফুটবলজীবনের বেশি সময় নেই। অধ্যায়গুলো শেষ হয়ে আসছে। শেষের এই অধ্যায়টি আমাকে সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে। আমি জাতীয় দলে থাকতে ভালবাসি। সব সময় ভাল বেসেছি। জাতীয় দলকে সবসময় ভাল বাসব। আমি সবকিছু দিয়ে দিয়েছি। আমার আর দেওয়ার মতো কিছু নেই। আমাদের কিছু দুর্দান্ত তরুণ খেলোয়াড় উঠে আসছে। যারা জাতীয় দলের হয়ে খেলার যোগ্য।'' এর পর তিনি লিখেছেন, ''২০ বছর ধরে আপনাদের ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। মাঠের মধ্যে থেকে আপনাদের কথা আর শুনতে পাব না। এই অভাবটা অনুভব করব। এখন থেকে আমিও আপনাদের একজন। মাঠের বাইরে থেকে উৎসাহ দেব, সমর্থন করব। সাফল্য বা ব্যর্থতায় পাশে থাকব।''

মেসিও আরও লিখেছেন, ''সব সময় পাশে থাকার জন্য আমার পরিবারকে ধন্যবাদ। সুন্দর এবং কঠিন যাত্রাপথে আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রত্যেক কোচ, সতীর্থ এবং ম্যানেজারকে ধন্যবাদ। তাঁদের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রচুর অবিস্মরণীয় স্মৃতি এবং মুহূর্ত সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি বিদায়বেলায়। সতীর্থদের নিয়ে আপনাদের এমন কিছু মুহূর্ত উপহার দিতে পেরেছি, যা আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি। তাই মানসিক শান্তি আর গর্ব নিয়ে বিদায় নিচ্ছি যে। আপনাদের সঙ্গে সবকিছু ভাগ করে নেওয়ার অভিজ্ঞতাটা অবিশ্বাস্য। আমি আপনাদের সকলকে ভালোবাসি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে আর্জেন্টিনীয় করার জন্য। আর্জেন্টিনা এগিয়ে যাও।

মেসি জানিয়েছেন, নিজের ডায়েরিতে অবসরের বার্তা লিখে ফেলেছিলেন গত ২১ জুলাই। বিশ্বকাপ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

## আগস্টে অভিষেক, আগস্টেই বিদায়!

**পরিচয় ডেস্ক:** লাল কার্ড, ভগ্ন হৃদয়, অবসর ভেঙে ফিরে বিশ্বকাপ জয়, আর্জেন্টিনার সঙ্গে ২১ বছরের সম্পর্ক শেষ মেসির

আর্জেন্টিনাকে তিনি সব কিছু দিয়েছেন। অনবরত সমালোচনা, তুলনা, দিয়েগো মারাদোনায় ছায়ায় কাটাতে হয়েছে। বিদায়বেলায় হাতে বিশ্বকাপ না থাকলেও, লিয়োনেল মেসি অবসর নিলেন মাথা উঁচু করেই।

কোনও ডিফেন্ডারকে কাটাতে হয়নি। কোনও গোলকিপারকে ধোঁকা দিতে হয়নি। কোনও বাঁপায়ের জাদু দেখাতে হয়নি। স্রেফ ডায়েরি থেকে ছেঁড়া তিনটি পাতায় কয়েকশো শব্দ। তাতেই শেষ হয়ে গেল ২১ বছরের একটি সম্পর্ক। এই ২১ বছরে তিনি যে অবিস্মরণীয় সব স্মৃতি, হাসি, কান্না, আনন্দ, উৎসবের মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন, সোমবার রাতের পর থেকে সব অতীত হয়ে গেল। লিয়োনেল মেসি রবিবার পর্যন্ত আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ছিলেন। সোমবার থেকে 'প্রাক্তন' হয়ে গেলেন। থেকে গেল অভিষেকেই লাল কার্ড, প্রথম অবসর ভেঙে ফিরে বিশ্বকাপ, দু'বার ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গের স্মৃতি।

২১ বছর ধরে তিনি বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের অগণিত কড়া ট্যাকল সামলেছেন। কোটি কোটি ভক্তের প্রত্যাশার মূল্য দিতে চেয়েছেন। অনবরত তুলনায় বিদ্ধ হয়েছেন। আর্জেন্টিনার জার্সিতে দিয়েগো মারাদোনার ছায়ায় জীবনের অধিকাংশ সময়টা কাটিয়েছেন। সোমবার, ৩১ অগস্ট, ৩৯ বছরের ফুটবলার জীবনের শেষ ড্রিবলটা আর করতে পারলেন না। বয়স, আবেগ, প্রত্যাশার কাছে হার মেনে জানিয়ে দিলেন, এই শেষ। আর নয়। আর তাঁকে নীল-সাদা জার্সিতে দেখা যাবে না।

সত্যিই কি সোমবার মেসি অবসর নিলেন? তা

তো নয়। তিনি নিজেই লম্বা বার্তায় জানিয়েছেন, অবসরের সিদ্ধান্ত লেখা হয়ে গিয়েছিল স্পেনের কাছে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের দু'দিন পরেই। বাবার মৃত্যু, মানসিক ক্লান্তি এবং বিবিধ সমস্যা কাটিয়ে উঠে অবশেষে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

## ফুটবলে তোমার উপরে আর কেউ নেই'

### মেসির অবসরের পর আবেগপ্রবণ আর্জেন্টিনার ফুটবলারেরা, কে কী বার্তা দিলেন

**পরিচয় ডেস্ক:** আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন লিয়োনেল মেসি। সোমবার তিন পাতার লম্বা একটি বার্তার সাহায্যে নিজের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মেসি এ কথা জানানোর পরেই ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সতীর্থেরা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন লিয়োনেল মেসি। সোমবার তিন পাতার লম্বা একটি বার্তার সাহায্যে নিজের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মেসি এ কথা জানানোর পরেই ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সতীর্থেরা। জানিয়েছেন, তাঁর মতো আর কেউ হবেন না।

মেসির অবসরের পর প্রথম শুভেচ্ছাবার্তা দেয় আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা। তারা লেখে, "আমাদের জীবনের অন্যতম সুন্দর একটা যাত্রার জন্য তোমায় ধন্যবাদ। তোমার উত্তরাধিকার এবং পেশাদারিত্ব সারাজীবন আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবে। ধন্যবাদ অধিনায়ক। আমরা তোমায় ভালবাসি।"

দলে মেসির সবচেয়ে কাছের বন্ধু রদ্রিগো দি পল। তিনি মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতেও একসঙ্গে খেলেছিলেন। দু'জনে একসঙ্গেই গত ডিসেম্বরে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

# ট্রাম্পবাদ যেভাবে বদলে দিচ্ছে বিশ্বকে

**ফিরাজ দাব্বাঘ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীটা চালিত হতো একধরনের আদর্শবাদ দিয়ে। আর সেই আদর্শ থেকেই জন্ম নিয়েছিল বহুপক্ষীয় সংস্থা এবং পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার এক বিশাল কাঠামো। তবে সেই ব্যবস্থার দিন এখন শেষ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুটি মেয়াদের শাসনামলে যে পররাষ্ট্রনীতির সূচনা ঘটেছে, যা একপক্ষীয়তা, লেনদেনভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং ঐতিহাসিক মিত্রতার হিসাব-নিকাশ পুনর্বিন্যাসের ওপর দাঁড়িয়ে-তা আগের আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের সঙ্গে এক বড় ধরনের বিচ্ছেদ নির্দেশ করে। একদিকে জবরদস্তিমূলক প্রভাব তৈরি, অন্যদিকে কৌশলে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহারের মিশেলে পররাষ্ট্রনীতিতে একটি নতুন ধারার জন্ম হয়েছে-ট্রাম্পবাদ। জাতীয় সার্বভৌমত্বের দাপুটে ঘোষণা আর প্রতিষ্ঠানবিরোধী অবস্থানের মিশেলে ট্রাম্পবাদ পদ্ধতিগতভাবেই ধাক্কা দিয়েছে সেই ধারণাগুলোকে, যার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যবস্থা টিকে ছিল কয়েক প্রজন্ম ধরে।

ট্রাম্পবাদের কার্যকর কৌশল বহুপক্ষীয় প্রতিশ্রুতির জায়গা দখল করে বসিয়েছে অর্থনৈতিক কৌশল ও জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক কঠোর মনোভাবকে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে তাদের নিজস্ব ঘরোয়া অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে-যার মধ্যে রয়েছে শিল্প খাতের পুনরুজ্জীবন, প্রতিরক্ষাশিল্পকে চাঙা করা, জ্বালানি খাতে একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, সুষম বাণিজ্য এবং আর্থিক খাতে নিজেদের নেতৃত্ব ধরে রাখা।

এসব লক্ষ্য হাসিলে ট্রাম্প প্রশাসন বড় বড় বহুপক্ষীয় চুক্তি এড়িয়ে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে আগ্রাসী শুল্কনীতি, চাপ প্রয়োগকারী বাণিজ্যব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা। নিষেধাজ্ঞাব্যবস্থার ব্যাপক প্রয়োগ এবং অন্য রাষ্ট্রের ওপর নিজেদের আইনের আগ্রাসী বিস্তারের ফলে বিশ্বজুড়ে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং কোনো দেশের নিজস্ব একচ্ছত্র ক্ষমতার বৈধতার সীমা নিয়ে।

‘শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তি’ নীতির আড়ালে ট্রাম্পবাদ আইনি, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত কৌশলগুলোকে একত্রে ব্যবহার করেছে, যা দিয়ে বন্ধু ও প্রতিপক্ষ উভয় পক্ষকেই চাপে রাখা যায়। এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম এবং জাতীয় নিরাপত্তার লক্ষ্যগুলোকেও রূপ দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্রনীতির সরাসরি হাতিয়ারে। এই লেনদেনমুখী অবস্থান গিয়ে পড়েছে যৌথ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাকাঠামোর ওপর, যার অন্যতম বড় শিকার ন্যাটো। ট্রাম্পবাদ পশ্চিমা প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন নিয়ে তৈরি করেছে তীব্র বিতর্ক। তারা বারবার সামনে এনেছে সেই বৈষম্যের কথা-যেখানে যুক্তরাষ্ট্র এত দিন খরচের সিংহভাগ জুগিয়ে এসেছে এবং অনাহূত কৌশলগত ঝুঁকি ঘাড় পেতে নিয়েছে।

ট্রাম্পবাদের এই পদ্ধতিগত ধাক্কার ঢেউ গিয়ে লেগেছে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে।

বিভিন্ন বহুপক্ষীয় সংস্থায় ট্রাম্প প্রশাসন যে চরম অনিশ্চয়তা ও দোদুল্যমানতা দেখিয়েছে, তার পরিণতি দেখা গেছে আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে ঘন ঘন সরে আসায় কিংবা বিভিন্ন সংস্থা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। পররাষ্ট্রনীতির এই অস্থিতিশীল রূপ বৈশ্বিক শাসনকাঠামোর ভঙ্গুরতাকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় শিকার জাতিসংঘ, বিশেষ করে এর নিরাপত্তা পরিষদ। ট্রাম্পের নীতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈধতা, প্রতিনিধিত্ব ও কার্যকারিতা নিয়ে পুরোনো বিতর্কগুলোকে আরও উসকে দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাতিষ্ঠানিক জড়তা এবং ঔপনিবেশিক আমল থেকে চলে আসা ক্ষমতার কাঠামো এমনিতেই নিরাপত্তা পরিষদকে পঙ্গু করে রেখেছিল। তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষাঘাতকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, যা বৈশ্বিক নিরাপত্তাকাঠামোর স্থায়িত্ব ও বজায় থাকা নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র যখন বৈশ্বিক অভিভাবকের ভূমিকা থেকে পা *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

# ভারত প্রশ্নে বাংলাদেশের কৌশল কী হতে পারে

**জালালউদ্দিন শিকদার**

২০১৩ সালের মার্চে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির ঢাকা সফরের সময় বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়ার সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকটি হরতাল ও নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কারণে বাতিল হয়ে যায়। ৪ মার্চ ভারতের দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ প্রকাশিত ‘প্রণব মুখার্জি ভিজিট রানস ইনটু বাংলাদেশ টারময়েল, খালেদা জিয়া ক্যানসেলস মিট’ শিরোনামের প্রতিবেদনে সাংবাদিক স্বরাজ থাপা বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। বৈঠকটি বাতিলের ঘটনায় দিল্লিতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল।

১৩ বছর পর সেই ঘটনা নিয়ে কে ঠিক বা কে ভুল ছিলেন, সেই বিচার এ লেখার বিষয় নয়। বরং ঘটনাটি মনে করার কারণ হলো, ২০১৩ সালের বিএনপি আর ২০২৬ সালের বিএনপি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তারেক রহমান এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান করছেন। তাই প্রশ্ন শুধু তারেক রহমান ভারতে যাবেন কি না, তা নয়। এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো, বদলে যাওয়া এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কোন পথে যাবে, আর তিনি সেটি কীভাবে এগিয়ে নেবেন?

ঢাকার তাড়াহুড়া নেই, দিল্লি কেন আগ্রহী?

গত কিছুদিনের ঘটনাগুলো পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায়, দুই দেশই সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায়; কিন্তু সেই সম্পর্কের শর্ত নিয়ে হিসাব-নিকাশ চলছে। গত ২১ আগস্ট রয়টার্স ‘নো ডিসিশন ইয়েট অন বাংলাদেশ পিএমস ভিজিট টু ইন্ডিয়া, ঢাকা সেজ’ শিরোনামে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এ এ এম সালেহকে উদ্ধৃত করে জানায়, তারেক রহমানের ভারত সফরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। ২২ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসের ‘নো রাশ ফর পিএমস ভিজিট টু ইন্ডিয়া: হুমায়ুন’ প্রতিবেদনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, ভারতের সঙ্গে ভালো ও কার্যকর সম্পর্ক দরকার, তবে জাতীয় স্বার্থ বাদ দিয়ে নয়।

এরপর ২৩ আগস্ট দিল্লি থেকেও একই ধরনের কথা আসে। ‘দিল্লি-ঢাকা চিল: জয়শঙ্কর ফ্ল্যাগস মিউচুয়াল ইন্টারেস্টস, কমন গ্রাউন্ড’ শিরোনামে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে উদ্ধৃত করে জানানো হয়, প্রতিবেশীরা শুধু ভারতের স্বার্থ দেখবে, এটা ঠিক নয়। ভারতকেও তাদের স্বার্থ বুঝতে হবে। সম্পর্ক ভালো রাখতে হলে দুই পক্ষের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য দরকার।

তাহলে ছবিটা কী দাঁড়াল? ঢাকা বলছে, বাংলাদেশের স্বার্থ দেখতে হবে। দিল্লি বলছে, দুই দেশের স্বার্থই দেখতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্ন এখন সম্পর্ক থাকবে কি থাকবে না, তা নয়। প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ কী চায়, ভারত কী চায় আর কোথায় দুই দেশের চাওয়া মেলানো সম্ভব। সম্ভবত ২০২৬ সালের নতুন হিসাব এখান থেকেই শুরু।

বাংলাদেশের আরেকটি বড় শক্তি হলো এর ভৌগোলিক অবস্থান। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাশে বাংলাদেশ, দুই দেশের দীর্ঘ সীমান্ত আর বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের বিকল্প যত বাড়বে, দিল্লির সঙ্গে দর-কষাকষির জায়গাও বাড়তে পারে। কিন্তু ভারতকে চাপ দেওয়ার অস্ত্র হিসেবে সেই বিকল্পকে ব্যবহার করলে উল্টো ফল হতে পারে।

বাংলাদেশের কাছে কি এখন বেশি বিকল্প আছে

সম্ভবত আছে। কারণ, বাংলাদেশ এখন শুধু দিল্লির দিকে তাকিয়ে নেই। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য, অবকাঠামো ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ছে। সৌদি আরব বড় শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক অংশীদার। তুরস্কের সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক বাড়ছে। পাকিস্তানের সঙ্গেও দীর্ঘদিন পর নতুন করে যোগাযোগ হচ্ছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপের সঙ্গেও বাংলাদেশের সম্পর্ক আছে।

সিঙ্গাপুরের ‘ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ’-এর গবেষক ইমরান আহমেদ ২৩ জুলাই ২০২৬ ‘রিক্যালিব্রেটিং ফরেন পলিসি: ইমপ্লিকেশনস অব তারেক রহমানস চায়না ভিজিট’ শিরোনামের বিশ্লেষণে একে বাংলাদেশের ‘মাল্টি-অ্যালাইনমেন্ট’ হিসেবে দেখেছেন। সহজ কথায়, কোনো এক দেশের দিকে পুরোপুরি না ঝুঁকে সবার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজের স্বার্থ দেখা। তবে তাঁর সতর্কতা হলো নতুন সম্পর্ক যেন আবার নতুন নির্ভরতা তৈরি না *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

# মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে কি বাংলাদেশের যোগ দেওয়া উচিত?

**প্রশান্ত কুমার শীল**

মক্কা থেকে যখন সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির খবর এলো, তখন বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রাজনৈতিক পরিসরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস দেখা গেল। দেশের একটি বড় অংশের মানুষ মনে করছে, মুসলিম বিশ্বের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র যখন নিজেদের নিরাপত্তার জন্য একটি যৌথ প্রতিরক্ষা কাঠামো তৈরি করেছে, তখন বাংলাদেশেরও সেখানে থাকা উচিত। এর পেছনে শুধু কৌশলগত হিসাব নেই। আছে ইতিহাস, আবেগ, ধর্মীয় অনুভূতি, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা। বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিনের নানা ক্ষোভ ও উদ্বেগও আছে।

অনেকের কাছে মক্কা প্রতিরক্ষা জোটটি শুধু একটি সামরিক জোট নয়। বরং মুসলিম বিশ্বের শক্তি, আত্মমর্যাদা এবং পশ্চিমা-নির্ভর নিরাপত্তাব্যবস্থার বাইরে একটি নতুন ভারসাম্যের সূচনা। ফলে বাংলাদেশ এই জোটে যোগ দিক—এমন দাবি জনপ্রিয় হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত কি কেবল জনআবেগ দিয়ে নেওয়া যায়? বিশেষ করে এমন একটি সামরিক জোটে, যেখানে এক দেশের নিরাপত্তা সংকট অন্য দেশের নিরাপত্তা সংকট হয়ে উঠতে পারে? এখানেই এসে দাঁড়ায় আজকের মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন—মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগ দেওয়া উচিত কিনা?

বিষয়টি বুঝতে হলে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো একটু পাশাপাশি রাখতে হবে। ২০২৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইসরায়েল কাতারে হামলা চালায়। যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র কাতার শুধু মধ্যপ্রাচ্যের একটি ধনী রাষ্ট্র নয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অংশীদার এবং আঞ্চলিক কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী। কাতারে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিও রয়েছে। অথচ সেই কাতারেই ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে। ঘটনাটি মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন মিত্রদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় নিরাপত্তা বার্তা বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেই কোনও রাষ্ট্র সব ধরনের আঞ্চলিক সামরিক ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

এর মাত্র আট দিন পর, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সৌদি আরব ও পাকিস্তান স্বাক্ষর করলো স্ট্র্যাটেজিক মিউচুয়াল ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট (ঝঃৎধঃবমরপ গঁঃধষ উবভবহংব অমৎববসবহঃ বা ঝগউঅ)। যা হলো দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি। অর্থাৎ নিরাপত্তার প্রশ্নে রিয়াদ ওয়াশিংটনের ওপর নির্ভরতার পাশাপাশি ইসলামাবাদের সঙ্গে নিজস্ব প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলো। এরপর ২০২৬ সালের ৭ আগস্ট মক্কায় সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে। চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এক দেশের ওপর সশস্ত্র আগ্রাসনকে তিন দেশের ওপর আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করার নীতি। এটিকে ন্যাটোর হুবহু বিকল্প বলা হয়তো তাড়াহুড়ো হবে। তবে এর মধ্যে একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা কাঠামোর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

তিন দেশের এই সমীকরণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সৌদি আরবের সামনে রয়েছে ইরান, ইয়েমেন ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংকট। তুরস্কের সামনে রয়েছে কুর্দি প্রশ্ন, সিরিয়া, ইসরায়েল ও পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে মতপার্থক্যের নানা অধ্যায়। আর পাকিস্তানের সামনে রয়েছে ভারত, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তানসহ একাধিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ তিন দেশই এমন রাষ্ট্র—যাদের জাতীয় নিরাপত্তা সরাসরি আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

সৌদি আরবের হিসাবটি সবচেয়ে সহজে বোঝা যায়। দীর্ঘদিন ধরে দেশটির নিরাপত্তা কাঠামোর বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো রিয়াদকে হয়তো নতুন করে ভাবিয়েছে—নিরাপত্তার সব ডিম একটি ঝুড়িতে রাখা কতটা নিরাপদ? সৌদি আরব তাই একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, অন্যদিকে পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াবে। এটাই বাস্তববাদী কৌশল তাদের। পাকিস্তানের পারমাণবিক সক্ষমতাও সৌদি আরবের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

তুরস্কের জন্য বিষয়টি আবার আলাদা। ন্যাটোর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্ক সবসময় মসৃণ নয়। এরদোয়ান সরকারের নিজস্ব আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

# মক্কা চুক্তি বাংলাদেশের জন্য সুযোগ, না ঝুঁকি

**এ কে এম আহসান উল্লাহ**

মক্কা মুসলমানদের কাছে শুধু একটি শহর নয়; এর ধর্মীয় ও প্রতীকী গুরুত্ব গভীর। ফলে ২০২৬ সালের ৭ আগস্ট সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান সেখানে যখন মক্কা জয়েন্ট ডিফেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট বা 'মক্কা চুক্তি' স্বাক্ষর করল, তখন ঘটনাটি একটি সাধারণ সামরিক সমঝোতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

চুক্তিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো—তিন দেশের যেকোনো একটির ওপর সশস্ত্র আক্রমণকে সবার ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হবে। এই ভাষা স্বাভাবিকভাবেই ন্যাটোর আর্টিকেল ৫-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। সে কারণেই ইতিমধ্যে কেউ কেউ একে 'মুসলিম ন্যাটো' বা 'ইসলামিক ন্যাটো' হিসেবে অভিহিত করছেন।

কিন্তু তুলনাটি যতটা আকর্ষণীয়, ততটা নির্ভুল নয়। ন্যাটো শুধু একটি 'কালেকটিভ ডিফেন্স ক্লজ' (আন্তর্জাতিক চুক্তির এমন একটি বিশেষ নিয়ম, যেখানে বলা থাকে যে—চুক্তিবদ্ধ কোনো একটি দেশের ওপর বাইরের শত্রু আক্রমণ করলে তা সবার ওপর আক্রমণ বলে গণ্য হবে এবং সব সদস্যদেশ মিলে সেই শত্রুর বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে) নয়; এর রয়েছে সমন্বিত সামরিক কমান্ড, দীর্ঘদিনের যৌথ পরিকল্পনা, 'ইন্টারুঅপারেবল ফোর্সেস' (এমন একাধিক সামরিক বা নিরাপত্তা বাহিনী, যারা ভিন্ন ভিন্ন দেশ, সংস্থা বা বিভাগের হওয়া সত্ত্বেও কোনো যৌথ অভিযান চালাতে পারে), 'ইনস্টিটিউশনালাইজড ডিসিশন-মেকিং' (নির্দিষ্ট নিয়ম, সুপ্রতিষ্ঠিত কাঠামো, তথ্য-প্রমাণ এবং পূর্বনির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত) এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট কাঠামো।

মক্কা চুক্তির ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য থেকে এমন বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না; বরং এর 'অপারেশনাল আর্কিটেকচার' (প্রতিষ্ঠান বা সিস্টেমের এমন একটি কাঠামোগত নকশা, যা নির্ধারণ করে কীভাবে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়িত হবে), আক্রমণের সংজ্ঞা, ভৌগোলিক সীমা এবং সদস্যদের সুনির্দিষ্ট সামরিক দায় এখনো অনেকাংশে অস্পষ্ট। তাই মক্কা চুক্তিকে 'মুসলিম ন্যাটো' বলা যেমন তাড়াহুড়া হবে, তেমনি এটিকে নিছক প্রতীকী ঘোষণা মনে করাও ভুল হবে।

এই চুক্তি স্বাক্ষর করা তিন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের সামর্থ্য পরস্পরের পরিপূরক। সৌদি আরবের রয়েছে অর্থনৈতিক শক্তি, জ্বালানি সম্পদ এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বে বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাব। তুরস্কের রয়েছে ন্যাটো-অভিজ্ঞ সামরিক বাহিনী এবং দ্রুত বিকাশমান প্রতিরক্ষা শিল্প। পাকিস্তানের রয়েছে বড় সামরিক বাহিনী এবং মুসলিম বিশ্বের একমাত্র ঘোষিত পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার। ফলে এই তিন দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা উৎপাদন, সামরিক প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা সহযোগিতা, ড্রোন, সাইবার নিরাপত্তা এবং অন্যান্য ইমার্জিং ডিফেন্স টেকনোলজিস নিয়ে সহযোগিতা গভীর হলে এর আঞ্চলিক প্রভাব যথেষ্ট হতে পারে।

**কেন এখন?**

মক্কা চুক্তি স্বাক্ষরের সময়টি সম্ভবত চুক্তিটির চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘদিন মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তাকাঠামো ব্যাপকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান-ইসরায়েল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইয়েমেন ও লোহিত সাগরের সংঘাত, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার বিস্তার এবং মার্কিন নিরাপত্তা নিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোকে বিকল্প নিরাপত্তাব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মক্কা চুক্তিকে তাই শুধু ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক জোট হিসেবে দেখলে এর বড় রাজনৈতিক তাৎপর্যটি হারিয়ে যাবে। এটি একই সঙ্গে 'রিজিওনাল স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি' বা আঞ্চলিক কৌশলগত স্বনির্ভরতা তৈরির চেষ্টা।

**চুক্তিটি কি ইরান, নাকি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে?**

ওপরের প্রশ্নটির আনুষ্ঠানিক উত্তর, কোনোটিই নয়। তুরস্ক স্পষ্টভাবে বলেছে, কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রকে 'সাধারণ হুমকি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি এবং চুক্তিটি প্রতিরক্ষামূলক। কিন্তু সামরিক জোট কখনোই ভূরাজনৈতিক শূন্যতায় জন্ম নেয় না। ইরানের সামরিক প্রভাব, ইসরায়েলের আঞ্চলিক সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব, উপসাগরীয় অঞ্চলের অনিশ্চয়তা *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

# নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নতুন কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক

**পরিচয় ডেস্ক:** অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের (২০২৬-২৭) নতুন কমিটি কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার। লং আইল্যান্ডের গ্রেট নেকস্থ "লিউনার্ড'স প্লাজো'র সুবিশাল বলরুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর টু-এর ফাস্ট ভাইস গভর্ণর ও ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর ওজি অসয়াল্ড টোরেস, লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর নিনা স্মিথ, সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গর্ভর্ণর মাদাদি সি , সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গর্ভর্ণর আমাদো সি,লায়ন আতাউর রহমান সেলিম, লায়ন দুলাল বেহেদু, লায়ন মহিউদ্দিন দেওয়ান, লায়ন আহসান হাবীব, লায়ন উজ্জল বিপুল। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নতুন কমিটি কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে অভিষিক্ত করিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ও ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ। এসময় পাশে ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার লায়ন আমেনা নেওয়াজ, নির্বাচন কমিশনার লায়ন রকি আলীয়ান, নির্বাচন কমিশনার লায়ন নুরুল আজিম।

এরপর ক্লাবের ১৩তম চার্টার এ্যানিভার্সারী উপলক্ষে সকল লায়ন সদস্যরা একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানে কেক কেটে সেলিব্রেশন করেছেন।

অভিষেক অনুষ্ঠানে ক্লাবের ১০৭ জন নতুন সদস্যদের শপথ বাক্য করিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর ওজি অসয়াল্ড টোরেস। লায়ন্স ক্লাবের নতুন সদস্যদের বরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর নিনা স্মিথসহ ডিস্ট্রিক্ট এর আগত অতিথীরা। কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লায়ন মো: জসিম। প্লেজ অব এ্যালিজেন্স পরিচালনা করেন লায়ন আনিসুল ইসলাম টনি। বাংলায় প্লেজ অব এ্যালিজেন্স করেছেন লায়ন তমাল হোসেন। এরপর আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। লায়ন টোস্ট পরিচালনায় ছিলেন লায়ন মশিউর রহমান। এরপর কয়েকটি উপভোগ্য নৃত্য পরিবেশন করেছেন মিথুন ডান্স গ্রুপ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিসহ বক্তব্য রেখেছেন পুনরায় নির্বাচিত ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল, ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট লায়ন এড. মতিউর রহমান, পাস্ট প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচন কমিশনার লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবিব, ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচন কমিশনার লায়ন রকি আলীয়ান, নতুন ক্লাব সেক্রেটারি লায়ন মাসুদ রানা তপন, বিদায়ী ক্লাব সেক্রেটারি লায়ন মশিউর রহমান, নতুন কোষাধ্যক্ষ লায়ন এএসএম উদ্দিন পিন্টু প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলীয়ান। বক্তব্য রেখেছেন ইভেন্ট চেয়ারম্যান লায়ন মো: জাহিদ আলম, কনভেনর লায়ন এমএস আলম, চিফ কো অর্ডিনেটর লায়ন ফাহাদ সোলায়মান, মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন মো: মিজানুর রহমান।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর লায়ন আহসান হাবীব ও লায়ন শারমিনা শিরাজ সোনিয়া।

আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল, নতুন ক্লাব সেক্রেটারি মাসুদ রানা তপন,নতুন কোষাধ্যক্ষ লায়ন এএসএম উদ্দিন পিন্টু, বিদায়ী ক্লাব সেক্রেটারি লায়ন মশিউর রহমান।

সভাপতি লায়ন জেএফএম রাসেল, নতুন ক্লাব সেক্রেটারি মাসুদ রানা তপন ক্লাবের সকল সদস্য, অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কওে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, সকলের ঐক্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে লায়ন্সের আন্তর্জাতিক মূলমন্ত্র 'উই সার্ভ' ধারণ করে মানবিক সেবা, সামাজিক কল্যাণ এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির পাশে দাঁড়াতে ক্লাবের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা হবে।

ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি শাহ এম নেওয়াজসহ কয়েকজন ক্লাব কর্মকর্তাকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এছাড়াও এ্যাওয়ার্ড ও রিকোগনাইজেশনে বেশ কয়েকজনকে ভূষিত করা হয় ।সিটির এসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে কয়েকজন সদস্যকে সাইটেশন প্রদান করেছেন।

ক্লাবের বেশিরভাগ সদস্যই উক্ত অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ অংশ নিয়েছেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন প্রবাসের খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় শিল্পীগণ। এদের মাঝে ছিলেন তাহমিনা সোনিয়া,ত্রিনিয়া হাসান এবং রিজিয়া পারভীন।

এ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্টেশনে সহায়তা করেছেন লায়ন আবদুর রশিদ বাবু, লায়ন আনিসুল ইসলাম টনি, লায়ন অমিত বড়-য়া,লায়ন এএসএম উদ্দিন পিন্টু,লায়ন চোধুরী মো: আজিজ।

লায়ন্স ক্লাবের এই মিলন মেলায় ৫ শতাধিক লায়ন্স ও সম্মানিত অতিথিরা অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আগত সকলের জন্য ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস, এ্যাপিটাইজারসহ বিশেষ খাবারে সাজানো ছিল ডিনার মেন্যু।

এই অভিষেক উপলক্ষ্যে একই দিনে বাংলাদেশের কয়েকটি এতিমখানায় হাজারের অধিক শিশু-কিশোরদের মাঝে দিনব্যাপী খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

রাফেল ড্র বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের পর ক্লাব সভাপতি লায়ন জেএফএম রাসেল-এর সমাপনি বক্তব্যের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো।
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

# নিউ ইয়র্কে ‘ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ সোসাইটি আমরা দেখতে চাই’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্ক:** গত শুক্রবার (২১ আগষ্ট) জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্তোরাঁয় নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যনির্বাহী পরিষদের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ‘ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ সোসাইটি আমরা দেখতে চাই’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার (২১ আগষ্ট) আয়োজক সংগঠন ‘ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড’-এর প্রেসিডেন্ট এবং মত বিনিময় অনুষ্ঠানের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান তাঁর স্বাগত বক্তব্যে ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ সোসাইটি আমরা দেখতে চাই, সোসাইটির কার্যক্রমে কী ধরনের পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রয়োজন এবং আগামী দিনে সংগঠনের নির্বাচিত নেতৃত্ব কীভাবে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে এসব বিষয় তুলে ধরে বলেন, আজকের মত বিনিময় সভার আলোচনার প্যানেলে উপস্থিত অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটি র বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরবেন। এসব আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামত নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করব।

মত বিনিময় অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্ব, নির্বাচন ও স্বচ্ছতা নিয়ে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে প্যানেলের বক্তাগন তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

প্যানেলিস্টদের এদের মধ্যে ছিলেন নিউ জার্সির মনমাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও ডিন, ড. গোলাম এম.মাতবর, নিউ ইয়র্ক সিটিতে ডেমোক্রেটিক লীডার ড. দিলীপ নাথ, জ্যামাইকায় কমিউনিটি বোর্ড সদস্য, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এর সেক্রেটারি, ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বতর্মান প্রেসিডেন্ট এবং নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নিবার্চন কমিশনার নাসির আলী খান পল, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সাবেক সদস্য গিয়াস আহমেদ, মো. বাবুল চৌধুরী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, ফারহানা চৌধুরী, সারোয়ার চৌধুরী সিপিএ, কুইনস ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, আহসান হাবিব, শাহ শহীদুল হক, আখতার হোসেন বাদল, প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, ও মো. মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

মুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান ‘ভোটার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে।

একই ব্যক্তি বা একই প্যানেলের সদস্যরা বারবার নেতৃত্বের পদে না থেকে নতুন নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে বলেও বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি অভিজ্ঞ ও তরুণ নেতৃত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করার বিষয়েও খোলামেলা আলোচনা হয় ।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় ছিল সংগঠনের নেতৃত্বে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ। অভিজ্ঞ নেতৃত্বের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের তরুণদের নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়া হলে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটিতে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য তৈরি হতে পারে বলেও মতামত ব্যক্ত করেন অনেকে।

সেই সাথে উঠে আসে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির ‘আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা’ নিয়ে বিভিন্ন মতামত ও প্রশ্ন। সংগঠনের আর্থিক বিষয়গুলো আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলকভাবে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচকরা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন।

এদিনের মতবিনিময় অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় ছিল সংগঠনের নেতৃত্বে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ। অভিজ্ঞ নেতৃত্বের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের তরুণদের নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়া হলে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটিতে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য তৈরি হতে পারে বলেও মতামত ব্যক্ত করেন অনেকে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে “নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং নির্বাচনী আলোচনায় প্রার্থীদের অংশগ্রহণ” নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান একটি মতামত জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন।

প্রার্থীদের নির্বাচনী আলোচনা বা বিতর্কে অংশগ্রহণ করা উচিত কি না এই প্রশ্নে ৩৯ জনের মধ্যে ৩৮ জন ইতিবাচক মতামত দেন। তরুণ নেতৃত্বের অংশগ্রহণের বিষয়েও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মধ্যে ইতিবাচক মতামত পাওয়া যায়।

বাংলাদেশি কমিউনিটির শক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি একটি বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশি ভোটারদের এই শক্তিকে শুধু নির্বাচনী রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কমিউনিটির শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, তরুণদের বিকাশ এবং সমাজের কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্বে আসার জন্য প্রার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা কী হওয়া উচিত এবং কীভাবে নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করা যায়, সে বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে ।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুই দলের প্রধানদের নিয়ে একটি নির্বাচনী বিতর্কের উদ্যোগ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়ে জানান, সম্ভাব্য দুই প্যানেলের পক্ষ থেকেই নিবার্চনী বিতর্কে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সম্মতি পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তীতে একটি তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানান।

উক্ত নিবার্চনী বিতর্কের প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী, দুই প্যানেল থেকে দুইজন করে মোট চারজন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেবেন। পাশাপাশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে প্রায় ১৫ জন স্টুডিওতে উপস্থিত থেকে আলোচনায় মতামত প্রদান ও মূল্যায়নে অংশ নিতে পারবেন।

এদিনের মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজক ও সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান জানান, অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও গতিশীল, কার্যকর, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কমিউনিটির জন্য কল্যাণমুখী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত একটি মুক্ত, গঠনমূলক ও ইতিবাচক আলোচনার সুত্রপাত করা।

এই ধরনের আলোচনা নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে আরও সক্রিয় হতে উৎসাহিত করবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণ ও উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

“ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড” উক্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানায় যে সংগঠনটি কোনো ব্যক্তি, প্যানেল এর পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। তাদের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নের পক্ষে থাকা এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করা।

অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকল বক্তা, অতিথি, সাংবাদিক, দর্শক, প্যানেল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়।

মত বিনিময় অনুষ্ঠানে ‘ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড’-এর উদ্যোগে ‘একনজরে বাংলাদেশ সোসাইটি’ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসংকলন প্রকাশের বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

এই তথ্যসংকলনে বাংলাদেশ সোসাইটির বিভিন্ন সময়ের সভাপতি ও সম্পাদক-এর নাম, দায়িত্ব পালনের সময়কাল এবং ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাস ও নেতৃত্ব সম্পর্কে তথ্য জানতে এটি একটি সহায়ক দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

PREFERRED HOME SERVICES INC.
FULL CARE
HOME CARE
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)

F C

PCA / HHA

- PCA (Personal Care Assistance)
- HHA (Home Health Aide)
- Nursing
- Physical Therapy
- Occupational Therapy
- Medical Social Work
- Nutrition
- Speech-Language Pathology

আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা

347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799

Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.

Mohammed Hasem, EA, MBA
ENROLLED AGENT
IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.

REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.
IRS e-file PROVIDER | ENROLLED AGENT

INDIVIDUAL | PARTNERSHIP | BUSINESS CONSULTING | BOOKKEEPING
BUSINESS | LLC | ITIN | INCOME TAX | ACCOUNTING
CORPORATION | BUSINESS FORMATION | PAYROLL | NOTARY PUBLIC

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস

718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM

# নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাবের ‘ব্যাক টু স্কুল’ সামগ্রী বিতরণ

**পরিচয় ডেস্ক:** নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাব, ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২।

ক্লাবের উদ্যোগে এবং গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের সার্বিক সহযোগিতায় জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ব্যাক টু স্কুল গিভঅ্যাওয়ে’। কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের হাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। উপহার পেয়ে শিশুদের মধ্যে দেখা যায় আনন্দ ও উচ্ছ্বাস।

শুক্রবার (২৮ আগস্ট) বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৭১-২৪, ৩৫তম অ্যাভিনিউতে অবস্থিত গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, লায়ন্স ক্লাবের সদস্য এবং কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা অংশ নেন।

নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাব, ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২। ক্লাবের উদ্যোগে এবং গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের সার্বিক সহযোগিতায় জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ব্যাক টু স্কুল গিভঅ্যাওয়ে’। কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের হাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। উপহার পেয়ে শিশুদের মধ্যে দেখা যায় আনন্দ ও উচ্ছ্বাস।

শুক্রবার (২৮ আগস্ট) বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৭১-২৪, ৩৫তম অ্যাভিনিউতে অবস্থিত গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, লায়ন্স ক্লাবের সদস্য এবং কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা অংশ নেন।

কর্মসূচির সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন নিউইয়র্ক সাইবার বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-এর ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শাহ নেওয়াজ। কর্মসূচি সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ক্লাবের সভাপতি লায়ন আহসান হাবিব এবং সাধারণ সম্পাদক লায়ন নিশান রহিম। সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন লায়ন মো. বদরুদ্দোজা সাগর ও লায়ন অনিক রাজ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিডিজি গিয়ের্মো আলী পেরেজ, ডিস্ট্রিক্ট জিএসটি কো-অর্ডিনেটর; পিডিজি মেদাদি সি, ডিস্ট্রিক্ট জিএমটি কো-অর্ডিনেটর; পিডিজি আমাদো সি; নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি লায়ন মুহাম্মদ সায়েদ; সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানি; লায়ন এম.এস. আলম; আয়োজক সম্পাদক লায়ন অনিক রাজ ও লায়ন আবুবকর সিদ্দিক; পরিচালক লায়ন বেলাল আহমেদ; পরিচালক লায়ন শাহ জে. চৌধুরী; পরিচালক ডা. নার্গিস রহমান এবং লায়ন নুরুল আজিম।

আয়োজনে কমিউনিটি পার্টনার হিসেবে সহযোগিতা করেছে ডব্লিউএইচইসিএমআই এবং সেভ দ্য স্মাইল। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

## চীফ কোঅর্ডিনেটর সাংবাদিক শাহাব সাগর

# এক যুগ পর ঐক্যবদ্ধ হলো নিউইয়র্কের কক্সবাজারবাসী

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউইয়র্কে বসবাসরত কক্সবাজারের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের মধ্যে নানা সাংগঠনিক ইস্যুতে চলে আসছিল বিরোধ। কিন্তু দীর্ঘ এক যুগ পর সেই বিরোধের অবসান হয়েছে। নিজেদের মধ্যকার বিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কক্সবাজারবাসী। প্রবীণ প্রবাসী ও কমিউনিটি সংগঠক মোহাম্মদ আল জুবায়ের মানিক এ মধ্যস্থতা ও ঐক্যবদ্ধের উদ্যোগ নেন।

গত ৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে এ সমঝোতার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কক্সবাজারবাসীদ্র সকল পক্ষের নেতৃস্থানীয়রা অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন নিউ ইয়র্কে বসবাসরত প্রবীণ কক্সবাজারবাসী আবুল কালাম আজাদ। প্রধান অতিথি ছিলেন নিউ ইয়র্কে দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ও অপর প্রবীণ কক্সবাজারবাসী হাসান চৌধুরী। বৈঠক শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিউইয়ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরকে চীফ কোঅর্ডিনেটর মনোনীত করে ১৩ সদস্যের একটি শক্তিশালী এডহক কমিটি গঠন করা হয়।

এই এডহক কমিটিকে আগামী ৯ মাসের মধ্যে কক্সবাজাবাসীকে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এডহক কমিটির চীফ কোঅর্ডিনের নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর ছাড়াও বাকী ১২ সদস্য হলেন, আক্তার হোসাইন, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর, রফিক উল্লাহ রনি, নুরুল আজিম, সামিরুল ইসলাম বাবলু, মুর্তাজোর রহমান নওশার, মোহাম্মদ ইরফান, জহিরুল ইসলাম, মনসুর আলম, সফিউল আজম, নুরুল আবরার ও মোহাম্মদ নুরুল আমিন।

এডহক কমিটি গঠনের পূর্বে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কক্সবাজাবাসী এবং ঐক্যবদ্ধ্যের উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আল জুবায়ের মানিক, হাসান চৌধুরী, সারওয়ার চৌধুরী সিপিএ, এমডি ইউসুফ হারুন, সৈয়দুল হক, শফিউল আজম, শাহাব উদ্দিন সাগর, আক্তার হোসাইন, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর, রফিক উল্লাহ রনি, নুরুল আজিম, সামিরুল ইসলাম বাবলু, মুর্তাজোর রহমান নওশার, মোহাম্মদ ইরফান, মোজাম্মেল হোসেন তালুকদার, এমডি ফয়সাল হাসান, জহিরুল ইসলাম, মনসুর আলম, সফিউল আজম, নুরুল আবরার ও মোহাম্মদ নুরুল আমিন। বক্তারা সকলে পূর্বের দ্বন্ধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার পর গঠিত হয় এডহক কমিটি।

এডহক কমিটি গঠনের পূর্বে মোহাম্মদ আল জুবায়ের মানিক বলেন, আমি এক সময় স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে বসবাস করলেও এখন প্রায় সময় বাংলাদেশেই অবস্থান করি। কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন নিউইয়র্কে আসি তখন কক্সবাজারের লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, আড্ডা হয়। আমি এখানে নানা পক্ষ এবং নিজেদের মধ্যে সাংগঠনিক বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ লক্ষ্য করি। এ বিষয়টি আমাকে দারুণভাবে কষ্ট দেয়। এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে বাদ দিয়ে বনভোজন করছে, নানা অনুষ্ঠান করছে এ নিয়ে নিউ ইয়র্কে বসবাসরত সাধারণ কক্সবাজারবাসীর মধ্যে এক ধরনের অসস্বস্থি ছিল। এ কারণে আমি সকল পক্ষকে আজকে একসঙ্গে করে একটি ঐক্যবদ্ধ কক্সবাজারবাসীর কল্যাণে নিবেদিত একটি সংগঠন করার উদ্যোগ নিয়েছি। আল্লাহর অসীম রহমতে আমি সফল হয়েছি এবং নেতৃস্থানীয় সকলে আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আমি সকলের সর্বসম্মতিক্রমে ১৩ সদস্যের একটি এডহক কমিটি গঠন করেছি।

এ কমিটির চীফ কোঅর্ডিনের করা হয়েছে সকলের আস্থাশীল সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগরকে। আমি মনে করি নতুন এডহক কমিটি কক্সবাজাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে সাংগঠনিক গতিশীলতা এবংযুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কক্সবাজারবাসীর ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরি করতে সক্ষম হবে।

এডহক কমিটির চীফ কোঅর্ডিনেটর শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, আমাকে চীফ কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেয়া হলেও মূলত আমরা ১৩ জন মিলেই সব কাজ সম্পন্ন করবো।

একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন, সদস্য সংগ্রহ, সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ, কল্যাণমুখী নানা অনুষ্ঠান, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং সর্বোপরি একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে কক্সবাজাবাসীকে একই ছাতার নিচেই আনাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। এটি আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়, সকলেই সহযোগিতায় আশা করি আমি সে কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবো।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
কুনু-ফিরোজ পরিষদে
দুলাল বেহেদু
প্রেসিডেন্ট, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী
আপনার মূল্যবান ভোট, দোয়া ও সমর্থন প্রত্যাশী

# লন্ডনে ক্যানসার গবেষণার ৯২ হাজার পাউন্ড আত্মসাতের অর্থে বিয়ে ও হানিমুন শেষে কারাগারে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তামিম

**পরিচয় ডেস্ক:** ক্যানসার গবেষণার জন্য বরাদ্দ অর্থ ফেরত আসার কথা ছিল একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তহবিলে। সেই টাকা পৌঁছানোর আগেই বদলে গেল ব্যাংক হিসাবের তথ্য। প্রতিষ্ঠানের লেটারহেডে পাঠানো একটি ই-মেইল দেখে লন্ডনের রয়্যাল মার্সডেন এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (The Royal Marsden NHS Foundation Trust) অর্থ পাঠাল। কিন্তু সেটি গেল প্রতিষ্ঠানের হিসাবে নয়, সেখানে কাজ করা এক তরুণের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে। এরপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয় খরচের ধুম। ব্যক্তিগত দেনা শোধ, বিয়ের আয়োজন, হানিমুন, দামি জিনিস কেনা, স্বজনদের কাছে টাকা পাঠানো এবং কাতার যাওয়ার বিমান টিকিট। এমনকি ১৪ হাজার পাউন্ডের একটি আংটিও কেনা হয়েছিল সেই অর্থে। শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের সন্দেহে হিসাবটি জব্দ হয়, পুলিশ তদন্তে নামে এবং ধরা পড়ে পুরো ঘটনা।

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে স্তন ক্যানসার গবেষণাবিষয়ক দাতব্য সংস্থা Breast Cancer Now থেকে প্রায় ৯২ হাজার পাউন্ড আত্মসাতের ঘটনায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ২৯ বছর বয়সী তামিম চৌধুরীকে দুই বছর ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। প্রতারণা ও অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষ স্বীকারের পর গত ১ সেপ্টেম্বর রয়্যাল কোর্টস অব জাস্টিসে তাঁকে এই সাজা দেওয়া হয়।

সিটি অব লন্ডন পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, তামিম চৌধুরী পূর্ব লন্ডনের হ্যাকনিতে থাকতেন এবং ব্রেস্ট ক্যানসার নাউয়ের অর্থ বিভাগে কাজ করতেন। দাতব্য সংস্থাটি রয়্যাল মার্সডেনসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেয়। ২০২৩ সালে রয়্যাল মার্সডেনের কাছ থেকে ৯১ হাজার ৯৬৬ পাউন্ড ৭২ পেন্স ফেরত পাওয়ার কথা ছিল সংস্থাটির।

তদন্তে বেরিয়ে আসে, ২০২৩ সালের ১১ আগস্ট তামিম তাঁর অফিসের ই-মেইল ব্যবহার করে রয়্যাল মার্সডেনের কাছে পরিবর্তিত ব্যাংক তথ্য পাঠান। ই-মেইলটি ছিল ব্রেস্ট ক্যানসার নাউয়ের লেটারহেডে। তবে তাতে দেওয়া ব্যাংক হিসাবটি ছিল তাঁর নিজের স্যান্টান্ডার (Santander) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।

প্রায় এক বছর পর, ২০২৪ সালের ১৬ আগস্ট পুরো অর্থ তাঁর ব্যক্তিগত হিসাবে জমা হয়। অর্থ হাতে আসার পর খুব বেশি সময় নেননি তামিম। পুলিশ বলছে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে মাত্র দুই দিনেই তিনি ৪৯ হাজার ১০০ পাউন্ড ৪৭ পেন্স খরচ করেন।

তাঁর মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা বার্তায় দেখা যায়, অর্থ হাতানোর আগে তিনি নিজেকে চরম আর্থিক সংকটে থাকা ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। তদন্তকারীরা পরে দেনা আদায়ের প্রতিষ্ঠানে তাঁর অর্থ পরিশোধের প্রমাণ পান। এ ছাড়া বিয়ে ও হানিমুনের ব্যয়, বিলাসপণ্য কেনা, নগদ অর্থ উত্তোলন, কাতারের বিমান টিকিট এবং স্বজনদের কাছে টাকা পাঠানোর তথ্যও মেলে।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, একটি আলেকজান্ডার ব্রাউন আংটি কিনতেই খরচ হয়েছিল ১৪ হাজার পাউন্ড। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণার অর্থ এভাবে ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয় হওয়ার ঘটনাটি ধরা পড়ে মূলত ব্যাংকের সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্তের পর। স্যান্টান্ডার হিসাবটি জব্দ করে পরে বন্ধ করে দেয়। ততক্ষণে সেখানে ৪২ হাজার ৮৬৬ পাউন্ড ২৫ পেন্স ছিল, যা উদ্ধার করা হয়।

ব্রেস্ট ক্যানসার নাউয়ের অভিযোগের পর ২০২৫ সালের জুনে সিটি অব লন্ডন পুলিশের জালিয়াতি তদন্ত দল তামিমকে গ্রেপ্তার করে। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিটেকটিভ কনস্টেবল ইউসুফ মির্জা বলেন, জীবনরক্ষাকারী স্তন ক্যানসার গবেষণায় অর্থ জোগানো একটি প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসের জায়গাটিই ব্যবহার করেছিলেন তামিম।

দাতব্য সংস্থাটি জানিয়েছে, তদন্তে তারা পুলিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং ঘটনার পর নিজেদের অভ্যন্তরীণ আর্থিক ও নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যালোচনা করেছে। ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ উদ্ধার হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সংস্থাটির আর্থিক ক্ষতি হয়নি বলে তারা জানিয়েছে। ছবি ও তথ্যসূত্র: সিটি অব লন্ডন পুলিশ, দেশেবিদেশে।

# ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে ২১তম নর্থ আমেরিকা নজরুল সম্মেলন

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্য, মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্বাধীনতা ও বিদ্রোহী চেতনার আদর্শ উত্তর আমেরিকায় বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ১৯ ও ২০, যথাক্রমে শনি ও রবিবার সেপ্টেম্বর ২০২৬ ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১তম নর্থ আমেরিকা নজরুল সম্মেলন।

এবারের সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে Bangladesh Association of America, Inc. (BAAI)। সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইঅঅও-এর বর্তমান সভাপতি দিলশাদ চৌধুরী ছুটি।

দুই দিনব্যাপী এই বর্ণাঢ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে Richard J. Ernst Community Cultural Center, Virginia-চে।

সম্মেলনে বাংলাদেশসহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করবেন।

এবারের ২১তম নর্থ আমেরিকা নজরুল সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুলসংগীত শিল্পী ও গবেষক খায়রুল আনাম শাকিল অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও নজরুল সংগীতের জনপ্রিয় শিল্পী ও শিক্ষক লিনা তাপসী, প্রিয়াঙ্কা গোপ, কবি নজরুলের নাতনি অনিন্দিতা কাজী, সামিহা মাহবুব এবং সেতারশিল্পী আলিফ লায়লাসহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পীরা সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য প্রশিক্ষক ওয়ার্দা রিহাব উত্তর আমেরিকায় বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নজরুলের গান ও সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ও মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশনা উপস্থাপন করবেন।

এছাড়াও স্থানীয় বাংলাদেশি নৃত্য সংগঠন নৈপুণ্য এবং কলকাতার তাথৈ এই আয়োজনে বিশেষ নৃত্য পরিবেশন করবে।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, হিউস্টনসহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকেও শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। স্থানীয় স্বনামধন্য আবৃত্তিকারদের পরিবেশনায় থাকবে একক ও দলীয় আবৃত্তি।

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, সাম্য, মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্বাধীনতার চেতনা এবং সমাজচিন্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে থাকবে আলোচনা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণের ওপর। উত্তর আমেরিকায় বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিশু-কিশোর ও তরুণদের কাছে নজরুলের সাহিত্য, সংগীত এবং মানবতাবাদী দর্শনকে আরও সহজ, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরতে থাকছে নানা আয়োজন।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই সম্মেলন প্রবাসে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্মের সঙ্গে নজরুলের সৃষ্টির একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন তৈরি করবে Bangladesh Association of America, Inc. (BAAI)-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশি কমিউনিটি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী এবং সর্বস্তরের মানুষকে এই বর্ণাঢ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ সম্মেলনে পরিবার-পরিজনসহ অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সম্মেলনের তথ্য:
অনুষ্ঠান: ২১তম নর্থ আমেরিকা নজরুল সম্মেলন
তারিখ: ১৯২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
স্থান: Richard J. Ernst Community Cultural Center, Virginia
টিকিট: www.baai-dc.org
আয়োজক:Bangladesh Association of America, Inc. (BAAI)
যোগাযোগ: ফোন: 443-956-1607
ই-মেইল: chhuty@yahoo.com- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# ‘আমি চলে গেলে আমার হয়ে কেউ রাখবে না’

৫ পৃষ্ঠার পর

।টা সত্যি। আমি চলে যাওয়ার পর কেউ আর আমার জন্য তা করবে না। আমি চলে গেলে কেউই করবে না।’

যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেট সেক্টর বা আবাসন খাতের সফল সাবেক এই ব্যবসায়ী ক্ষমতা ছাড়ার আগেই ওয়াশিংটন ডিসির বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্মৃতিস্তম্ভে নিজের নাম খোদাই করে যেতে চান। তবে এজন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি মামলাও হয়েছে। যেমন-বিখ্যাত ‘কেনেডি সেন্টার’ ও এর ক্যাম্পাসের নাম পরিবর্তন করে নিজের নামে করা, ওয়াশিংটন ডিসির সুপরিচিত একটি গলফ কোর্সের সংস্কার এবং ‘লিনকন মেমোরিয়াল রিফ্লেক্টিং পুল’-এর পরিবর্তন নিয়ে আপত্তি উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বড় বড় ভাবনার মধ্যে আরও রয়েছে প্যারিসের বিখ্যাত ‘আর্ক দে ত্রায়োম্ব’-এর মতো একটি সুবিশাল বিজয় তোরণ তৈরি করা। এমনকি ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগের সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন বড় বড় সরকারি ভবনে ট্রাম্পের ছবিওয়ালা বিশাল ব্যানার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ ‘প্যাট্রিওট পাসপোর্ট’ বা দেশপ্রেমিক পাসপোর্ট তৈরি করেছে, যার পাতায় রয়েছে সংবিধানের সামনে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়ানো ট্রাম্পের একটি গম্ভীর ছবি। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েন বিভাগ বা ইউএস মিন্ট তাঁর ছবি দেওয়া ১ ডলারের বিশেষ কয়েনও বাজারে ছেড়েছে। শুধু তাই নয়, নিজের নানা উদ্যোগেরও নাম দিচ্ছেন নিজের নামেই। এর মধ্যে রয়েছে ‘ট্রাম্প অ্যাকাউন্টস’, ‘ট্রাম্পআরএক্স’ এবং ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’। এই গোল্ড কার্ডটি ১০ লাখ ডলার দিয়ে কিনলে যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত স্থায়ী বসবাসের সুবিধা পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীও ‘ট্রাম্প-ক্লাস’ যুদ্ধজাহাজ এবং ‘ইউএসএস ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প’ নামের বিমানবাহী রণতরি তৈরি করছে। কিন্তু ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল খেলা চলছে হোয়াইট হাউসেই। এর ঐতিহাসিক ‘ইস্ট উইং’ বা পূর্ব অংশটি ভেঙে তিনি গড়ে তুলছেন ৯০ হাজার বর্গফুটের এক বিশাল ভবন।

সেখানে থাকবে সোনা দিয়ে মোড়ানো বুলেট-প্রুফ একটি বলরুম। নিচে থাকবে পরমাণু হামলা প্রতিরোধী বাঙ্কার এবং ছাদে থাকবে ‘ড্রোন পোর্ট’। সম্প্রতি এই ভবনের নকশা ফাঁসের পর শোরগোল পড়ে গেছে। কারণ এতে সোনালি মার্বেল পাথরের মেঝে ও সোনার প্রলেপ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, যা আগের অনুমোদিত নকশায় ছিল না। সুপ্রিম কোর্ট যদিও এই নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, তবে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসসহ অন্য বিচারকেরা পুরো বিষয়টির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ নিয়ে ট্রাম্পের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বলেন, ‘এই ভবনে আমার নাম থাকা উচিত। আমি জানি না থাকবে কি না, তবে থাকাটাই উচিত।’

হোয়াইট হাউসের একজন বড় কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ট্রাম্প এই মেয়াদের মধ্যেই কাজ শেষ করতে চান, যেন ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় এলেও এটি সহজে ভেঙে ফেলতে না পারে।

তিনি বলেন, ‘এই বলরুমটি তৈরি হয়ে গেলে সবাই চিরকাল জানবে যে এটি ট্রাম্পেরই কীর্তি। ডেমোক্র্যাটরা কি এসে এটি গুঁড়িয়ে দেবে? আমার মনে হয় না তারা তা পারবে।’

# জাতিসংঘে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক

৫ পৃষ্ঠার পর

প্ল্যাটফর্ম। বিশ্বের প্রায় সব দেশের সরকারপ্রধান ও প্রতিনিধিরা সেখানে অংশ নেন। ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পাশাপাশি বিনিয়োগ, বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, উন্নয়ন সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার মতো বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কূটনীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানো, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান তৈরি এবং উন্নয়ন অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলাদেশ যখন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হতে পারে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের অবকাঠামো, মানবসম্পদ, শিল্প খাত এবং সম্ভাব্য নতুন বাজার তুলে ধরা অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিষয়টিও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছেন। তাদের কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, বৈধ অভিবাসন, শ্রম অধিকার এবং দেশে অর্থ পাঠানোর সুযোগ-এসব বিষয় বাংলাদেশের অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বাংলাদেশের প্রবাসী আয় ইতিমধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আগস্টে প্রবাসী আয় ২২ শতাংশ বেড়েছে বলে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ফলে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের জন্য নতুন শ্রমবাজার তৈরি এবং বিদ্যমান শ্রমবাজারে সুযোগ বাড়ানোর বিষয়টিও বাংলাদেশের কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন এবং লবণাক্ততার মতো সমস্যা দেশের মানুষের জীবন ও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। এ কারণে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি সহায়তা এবং অভিযোজন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে।

জাতিসংঘের অধিবেশন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বিনিয়োগ পরিবেশ-এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঘোষিত লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক সংস্কারের সমন্বয় করা। শুধু বিনিয়োগের আহ্বান জানানো নয়, বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ ব্যবসায়িক পরিবেশ, স্বচ্ছতা, দক্ষ প্রশাসন এবং অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সুযোগ। সেখানে জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তুলে ধরার পাশাপাশি বিদেশে থাকা বাংলাদেশিদের স্বার্থ এবং নতুন বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে এর দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যেতে পারে।

# নিউ ইয়র্ক পুলিশে বাংলাদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ “ইন্সপেক্টর” পদে খন্দকার আব্দুল্লাহ

**পরিচয় ডেস্ক:** সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে সর্ববৃহৎ পুলিশ বাহিনী নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে “ইন্সপেক্টর” পদে পদোন্নতি পেয়েছেন বাংলাদেশী (সিলেটের বালাগঞ্জের) খন্দকার আব্দুল্লাহ। তিনি এর আগে এনওয়াইপিডির ৮১তম প্রিসিংক্টের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পুলিশ বিভাগের নথিভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে তিনি এনওয়াইপিডির কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার তালতলা গ্রামের সন্তান খন্দকার আব্দুল্লাহ ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। জন জে কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করা এই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা কর্মজীবনে বিভিন্ন ইউনিট ও দায়িত্বে কাজ করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে একাধিক পুলিশ পদকও পেয়েছেন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শৈশবে যুক্তরাষ্ট্রে এলেও তিনি সাবলীল বাংলায় কথা বলেন এবং পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বসবাস করছেন।

খন্দকার আব্দুল্লাহ ২০০৫ সালের সামারে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে যুক্ত হন। কলেজে পড়ার সময় একটি চাকরি মেলায় এনওয়াইপিডিতে কাজের সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। পরে খণ্ডকালীন শিক্ষানবিশ হিসেবে পুলিশ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় পুলিশ ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অভিবাসী পরিবারের সন্তান হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ক্যারিয়ার গড়ার আগ্রহ তখন থেকেই তাঁর মধ্যে তৈরি হয়।

২০০৭ সালে তিনি পুলিশ অফিসার হিসেবে শপথ নেন।

কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এনওয়াইপিডির একাধিক ইউনিট ও প্রিসিংক্টে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০২৩ সালের ২৬ এপ্রিল তাঁকে ৮১তম প্রিসিংক্টের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের নিউইয়র্ক সিটির একটি নথিতেও তাঁকে ওই প্রিসিংক্টের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পান তিনি।

কর্মসংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে তিনি এনওয়াইপিডির কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পুলিশ বিভাগে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশি অভিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। নিউইয়র্কে বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটি কার্যক্রমে তাঁর অংশগ্রহণের কথা স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। দীর্ঘ পুলিশি কর্মজীবনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন তিনি।

খন্দকার আব্দুল্লাহর পারিবারিক শিকড় সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার তালতলা গ্রামে। তিনি মৌলভীবাজার জেলার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত দৈনিক সংবাদের সম্পাদক প্রয়াত গজনফর আলী চৌধুরীর ছোট বোনের একমাত্র ছেলে। এই পারিবারিক পরিচয়ের কারণে তাঁর পেশাগত অগ্রগতি সিলেটের মানুষের কাছেও বিশেষ আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্ক পুলিশের ইন্সপেক্টর পদে তাঁর পদোন্নতি দুই দশকের বেশি সময়ের পুলিশি কর্মজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন কর্মকর্তার এই পর্যায়ের দায়িত্বে পৌছানো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের মধ্যেও গর্বিত হওয়ার উপলক্ষ সৃষ্টি করেছে।

# নিউইয়র্ক পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে ফার্স্ট গ্রেড পদোন্নতি পেলেন ইকবাল হোসেন

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম পুলিশ বাহিনী নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা শাখায় “ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড” পদে পদোন্নতি পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ারবাজার ইউনিয়নের বৈরাগীবাজার আরিজখাঁটিলা এলাকার আব্দুল খালেক ও ইরামতি বেগমের দ্বিতীয় ছেলে ইকবাল গত ১ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ১০টায় নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পদোন্নতির সনদ গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে সনদ তুলে দেন নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিস।

ইকবাল হোসেনের পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ইতিহাসে তিনি ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড পদে পদোন্নতি পাওয়া দ্বিতীয় বাংলাদেশি।

১৯৯০ সালে মাত্র ছয় বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান ইকবাল হোসেন। যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম শ্রেণি থেকে কলেজ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন তিনি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষে হাই স্কুল ফর হেলথ প্রফেশনস অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস থেকে হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন করেন। পরে সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

২০০৬ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে যোগ দেন ইকবাল। ছয় মাসের একাডেমি প্রশিক্ষণ শেষে কর্মজীবনের শুরুতে প্রায় এক বছর ৩২ প্রিসিনক্টে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রায় চার বছর ২৬ প্রিসিনক্টে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন। ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বছর পুলিশ বিভাগের সন্ত্রাসবিরোধী ব্যুরোর আওতাধীন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার কমান্ডে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ব্যুরোতে যোগ দেন।

২০১৬ সালের জুনে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ব্যুরো থেকে প্রথমবার ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড পদে পদোন্নতি পান ইকবাল হোসেন। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ওই ব্যুরোর ফোর্স ইনভেস্টিগেটিভ গ্রুপের ৫৪ নম্বর দলে যোগ দেন। এটি পুলিশ বিভাগের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং তদন্তকারী দল হিসেবে পরিচিত। সেখানে দায়িত্ব পালনের সময় ২০২২ সালের এপ্রিলে তিনি ডিটেকটিভ সেকেন্ড গ্রেড পদে পদোন্নতি পান। দীর্ঘ কর্মজীবনে অধ্যবসায়, জ্ঞান, দক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এবার ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড পদে উন্নীত হলেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী নিলুফা বেগম ও তিন ছেলেকে নিয়ে সাউথ ওজন পার্কে বসবাস করেন ইকবাল হোসেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের এই পথচলায় স্ত্রী, বাবা-মা, ভাইবোন ও বন্ধুদের সহযোগিতা ও ত্যাগের কথা তিনি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন।

পুলিশের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা, ক্রীড়া সংস্থা ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত আছেন ইকবাল হোসেন। তাঁর এই অর্জনে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষের মধ্যে গর্ব ও আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে তরুণদের কাছে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম, পারিবারিক সহযোগিতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

# ডিসেম্বরেই দেশে ফিরে যেতে চান হাসিনা, পর্দার

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা। স্বেচ্ছানির্বাসিত নেত্রী আবারও জানিয়েছেন, ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফিরতে চান তিনি। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল ২০২৪ সালের জুলাই-অগস্ট আন্দোলনপর্বে হত্যা ও মানবতাবিরোধী ‘অপরাধে’ শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে। তবুও তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আদালতের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল। সাক্ষাৎকারে মুজিব-কন্যার মন্তব্য, ‘‘দেশের সবচেয়ে কঠিন সময়গুলির একটিতে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষাই আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।’’ সেই সঙ্গেই তাঁর মন্তব্য, ‘‘আমি আইনের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। তবে যে কোনও বিচারপ্রক্রিয়া অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। পূর্বনির্ধারিত রায়ের ভিত্তিতে হতে পারে না।’’ দু’বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে অনুপস্থিত তিনি। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি-পর্বে তাঁর দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নিপীড়নের অভিযোগ উঠছে ধারাবাহিক ভাবে। দলের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞার খাঁড়াও নেমে এসেছে। সাক্ষাৎকারে সে বিষয়টিও তাঁর ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন শেখ হাসিনা। জানিয়েছেন, তাঁর সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য ক্ষমতা পুনরুদ্ধার নয়, অনুগামীদের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশের জনগণকে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ করে দেওয়া। সেই সঙ্গেই আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর ঘোষণা, বাংলাদেশে ফেরার জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার বা তাঁর দল বিএনপির সঙ্গে কোনও রকম গোপন সমঝোতার পথে হাঁটবেন না। হাসিনার কথায়, ‘‘পর্দার আড়ালে কোনও সমঝোতা করে দেশে ফিরব না।’’ তিনি এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য দেশত্যাগী নেতার ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন কি না, সরাসরি সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেননি হাসিনা।

সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেন, ‘‘বাংলাদেশ আমার দেশ। আমি আমার গোটা রাজনৈতিক জীবন বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে কাটিয়েছি। জেলে গিয়েছি। সরকারি নিপীড়ন, ১৯ বার ঘাতকবাহিনীর হামলা-সহ নানা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। আমার পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের জনগণ যখন আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময়গুলির একটির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন দেশের বাইরে থাকার জন্য আমি রাজনীতিতে আসিনি।’’ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মধ্যে তিনিই প্রথমে ঢাকায় ফিরবেন কি না জানতে চাওয়া হলে হাসিনার মন্তব্য, ‘‘কে আগে ফিরবেন, অথবা নেতারা একসঙ্গে না কি ধাপে ধাপে ফিরবেন, তা একটি পরিস্থিতি-নির্ভর সাংগঠনিক প্রশ্ন। দায়িত্বশীল ভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে আমাদের রাজনৈতিক নীতি স্পষ্ট– আমরা বাংলাদেশকে পরিত্যাগ করব না। আমরা আমাদের জনগণকে পরিত্যাগ করব না। আমরা গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে পরিত্যাগ করব না। আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে ফিরে আসবে, কারণ আমাদের রাজনীতি জনগণেরই জন্য।’’ বাংলাদেশের মানুষ যখন ভয়, বঞ্চনা এবং নিপীড়নের মুখোমুখি, তখন তিনি দেশের বাইরে থাকতে পারবেন না জানিয়ে হাসিনা বলেছেন, ‘‘এটি জনগণের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়, আইনের মুখোমুখি হওয়ার বিষয় এবং বাংলাদেশের জনগণকে আমাকে বিচার করার সুযোগ দেওয়ার বিষয়।’’ ২০২৪ সালের জুলাই-অগস্ট হিংসার পরিস্থিতি এবং ভারত ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তিনি কী ভূমিকা প্রত্যাশা করেন, সে বিষয়েও কথা বলেছেন হাসিনা। তাঁর বার্তা– ‘‘আমি প্রাণের ভয় ভীত নই, ন্যায়বিচারের পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়ে আসার কারণেই আমার উদ্বেগ। আমাকে আদালতে হাজির হতে দিন। আমাকে তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে দিন।

# নিউ ইয়র্ক সিটিজুড়ে মসজিদে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় এক ব্যক্তির খোঁজ চলছে

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউ ইয়র্ক সিটি জুড়ে প্রায় দুই বছর ধরে ছয়টি ভিন্ন মসজিদে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ এক ব্যক্তির খোঁজ করছে।

নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (ঘণচউ) সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে ৪৮ বছর বয়সী নাবিল কার্তাহ-কে শনাক্ত করেছে। পুলিশের তথ্যমতে, এসব চুরির মাধ্যমে সে ১০,০০০ ডলারেরও বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে, কার্তাহ ব্রুকলিনের দুটি এবং ব্রঙ্কসের একটি মসজিদে চুরি সংঘটিত করেছে।

এনওয়াইপিডি-র ভাষ্যমতে, প্রতিটি চুরির ক্ষেত্রেই কার্তাহ একই কৌশল অবলম্বন করত-সে মসজিদে প্রবেশ করে মানিব্যাগ ও নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যেত।

পুলিশ জানায়, অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা পরবর্তীতে লক্ষ্য করেন যে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অননুমোদিত লেনদেন বা খরচ করা হয়েছে।

চুরির এই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের ১৮ অক্টোবর, মিডউডের ‘মাক্কি মসজিদ মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার’-এ। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, কার্তাহ সেখানে অরক্ষিত অবস্থায় রাখা একটি জ্যাকেট থেকে মানিব্যাগ চুরি করে এবং প্রায় ২,২৮০ ডলার সমমূল্যের সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যায়।

গোয়েন্দারা জানান, প্রায় এক বছর পর সে আবারও ব্রুকলিনে চুরির ঘটনা ঘটায়।

২০২৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, সাইপ্রেস হিলসের আল-আমান মসজিদের ভেতরে অরক্ষিত একটি ব্যাকপ্যাক থেকে কার্তাহ একটি মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের ভাষ্যমতে, সে প্রায় ৯৩০ ডলার মূল্যের সম্পদ চুরি করেছিল।

মসজিদে চুরির সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছিল এই বছরের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রঙ্কসে। গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, গ্র্যান্ড কনকোর্সের ওমর মসজিদের ভেতরে অরক্ষিত একটি জ্যাকেট থেকে কার্তাহ একটি মানিব্যাগ নিয়ে যায় এবং প্রায় ৪,৪৪০ ডলার মূল্যের সম্পদ হাতিয়ে নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মসজিদে চুরির অন্য তিনটি ঘটনা ঘটেছিল কুইন্সে।

তদন্তকারীদের মতে, কার্তাহর বিরুদ্ধে সপ্তম আরেকটি চুরির অভিযোগ রয়েছে, যা কোনো মসজিদের ভেতরে ঘটেনি। তারা জানায়, ঠিক গত মাসেই ম্যানহাটনের লোয়ার ইস্ট সাইডে পার্ক করা একটি তালাবিহীন গাড়ির ভেতর থেকে সে প্রায় ৫,০০০ ডলার চুরি করেছিল। এনওয়াইপিডি (ঘণচউ) জানিয়েছে যে, তাদের ‘হেট ক্রাইম টাস্ক ফোর্স’ বিভিন্ন বরো (নড়ৎড়ঁময) জুড়ে সংঘটিত এই ধারাবাহিক অপরাধের ঘটনাগুলোর তদন্ত করছে। পুলিশ এ বিষয়ে তথ্য জানা থাকলে এনওয়াইপিডি-র ‘ক্রাইম স্টপার্স হটলাইন’ নম্বর ১-৮০০-৫৭৭-টিপস (৮৪৭৭)-এ ফোন করার আহ্বান জানিয়েছে।

# জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি’র ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি অনুষ্ঠিত

## নভেম্বরে ২৫ বছরপূর্তী, ডিসেম্বরে নতুন কার্যকরী কমিটি : আর সভাপতির দায়িত্বে থাকবো না : দেলোয়ার

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের স্বনামধন্য ও জনপ্রিয় সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকাবাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক’র ২৫ বছর অতিক্রম করেছে। আগামীনভেম্বর মাসে ২৫ বছরপূর্তীর মূল অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।এই ২৫ বছর পূর্তী উৎসবের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় ‘ফ্যামিলিবারবিকিউ পার্টি’র। যুক্তরাষ্ট্রে ‘সামার ভ্যাকেশন’ উপভোগ করতে গত ২৯আগষ্ট শনিবার দিনব্যাপী কুইন্সের কানিংহাম পার্কে আয়োজন করা হয়৫মবারের মতো ‘ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি’র। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায়বনভোজনের আদলে অনুষ্ঠিত এই পার্টিতে ছিলো নানা আয়োজন। এতেসর্বস্তরের হাজারোধিক প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেয়। ফলেঅনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর হয়ে উঠে এবং বাংলাদেশীদের মিলন মেলায় পরিণতহয়। অনুষ্ঠানে খাবার দাবারের পাশাপাশি বারবাকিউ, বাচ্চাদের জন্য হাটডগ, অভিভাবকদের জন্য ঝাল মুড়ি ও আম ভর্তাসহ ছিলো দেশীয় নানা খাবারেরআয়োজন। আরো ছিলো খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আকর্ষনীয়র‌্যাফল ড্র। ছিলো অতিথিদের দিনভর আড্ডা।

ব্যাতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শাহনেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ। এছাড়াও বিশেষ অতিথিছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণসম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সভাপতি ডা. নাজমুলএইচ খান, ট্রাষ্টি বোডের চেয়ারম্যান ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন ও সাবেকসভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান ডিডিএস। এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেআমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, স্থানীয় পুলিশ প্রিসেক্টের ক্যাপ্টেনআব্বাস, স্থানীয় সিটি কউন্সিল সদস্য’র প্রতিনিধি কিথ, সাউথ জ্যামাইকারকমিউনিটির প্রতিনিধি প্রেস্টে ব্রেকার, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সহসভাপতি আফতাব মান্নান, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ রহমান লাবু ও সদস্য জাভেদবখত, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আহসান হাবিব, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামানকামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাবেক কর্মকর্তা আহসান হাবিব, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সভাপতি দুলাল মিয়া এনাম, জেবিবিএ’র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, মূলধারার রাজনীতিক ড. দিলীপ নাথ, সামাজিক সংগঠন ভালো’র কর্ণধার শাহরিয়ার রহমান, বিশিষ্টলোন অফিসার আকিব হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতিকুল ইসলাম জাকির, জালালাবাদ এসোসিয়েশনে অব আমেরিকার একাংশের ভারপ্রাপ্ত সাধারণসম্পাদক রোকন হাকিম, শাহ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহ জে. চৌধুরী, ব্রঙ্কসবাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি শামীম আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী একেএমশফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুজ্জামান সরদার, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ’র সাবেকসাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রুমানাআহমেদ প্রমুখ। সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ওসমান গনি, উপদেষ্টাযথাক্রমে ডা. ওয়াজেদ এ খান, ছদনূর নূর, সালেহ আহমেদ, ডা. টমাস দুলুরায়, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, শাহাব উদ্দিনসাগর, প্রফেসর আব্দুল বাছির ও জুলকার হায়দার, বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাআমিনুল ইসলাম চন্নু, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাবেক সাধারণসম্পাদক সেবুল মিয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের পুরষ্কার বিতরণী পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ওসভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এনায়েতমুন্সী ও ‘ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি’ আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক জে মোল্লাসানি, সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, প্রধান সমন্বয়কারী আলম সরকারঅনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেন। বেলা ১১টা থেকে শুরু হওয়াঅনুষ্ঠান চলে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত।

মূল আয়োজন বারবিকিউ পার্টি হলেও অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের জন্য ছিলো হাটডগ, অভিভাবকদের জন্য ঝালমুড়ি ভর্তা, আম ভর্তা, চা-পান সহ নানা আয়োজন।নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য ছিলো তাদের পছন্দের খাবার।যা তারা উপভোগ করছে। দিনব্যাপী ছিলো খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।বিশেষ করে মহিলাদের পিলো পাসিং আর পুরুষদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ পর্বটিছিলো খুবই উপভোগ্য। সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় রানো নেওয়াজ, শিল্পী শাহ মাহবুব, মারিয়া মৌ, অনিক রাজ প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে ছিলো র‌্যাফেল ড্র আর পুরস্কার বিতরণ। এই পর্ব পরিচালনা করেনসংগঠনের উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর।

পুরষ্কার বিতরনের আগে সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সবার সম্মিলিতউদ্যোগ আর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সফল হওয়ার সবার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ এবং নভেম্বরে অনুষ্ঠিত্য ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে আয়োজককরা হবে জানিয়ে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও তিনিঘোষণা করেন যে, আগামী ডিসেম্বরে ফ্রেন্ডস সোসাইটির নতুন কার্যকরী কমিটিগঠিত হবে এবং তিনি আর এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন না, প্রতিষ্ঠা করতে চান নতুন নেতৃত্ব। তিনি বলেন, ফ্রেন্ডস সোসাইটির ভীত রচিতহয়েছে, এখন শুধু ফ্রেন্ডস সোসাইটি এগিয়ে যাবে। এজন্য নতুন যোগ্য নেতৃত্বপ্রয়োজন। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় আরো ছিলেন রিজু মোহম্মদ, ইকবাল আহমেদ, নওশাদ হায়দার সহ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সকল কর্মকর্তা ওসদস্যবৃন্দ। খবর ইউএনএ’র।

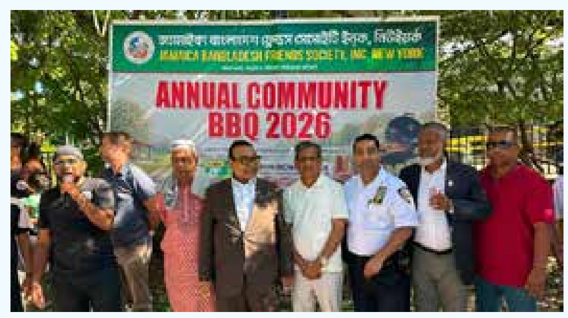

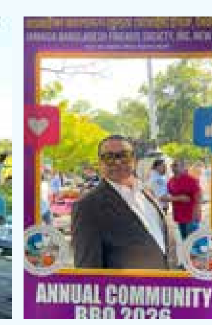

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NY HOME CARE
*Get paid to take care of your loved ones*
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

**Jamaica Office:**
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

**Jamaica Office:**
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

**Sutphin Branch**
**Mohammad Khair**(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

**Ozone Park Office**
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

**Ozone Park Office**
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

**Fulton Office:**
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

**Bronx Office**
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

**Buffalo Office:**
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

**Albany Office**
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

# লংআইল্যান্ডের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির জমজমাট বনভোজন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ আগস্ট লংলাইন্ডের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশের কুমিল্লাবাসীদের অন্যতম সংগঠন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির জমজমাট বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আনন্দঘন পরিবেশ ও সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বন্ধনে অনুষ্ঠিত বনভোজনে বাংলাদেশি কম্যুনিটির সর্বস্তরের সংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করে বনভোজনেকে আনন্দঘন করে তোলেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বনভোজনে ছিল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, পরিচিতি অনুষ্ঠান ও আলোচনা-আড্ডা, ভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, খোশগল্প, রাফেল ড্র এবং মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

বনভোজনের শুরুতে সকালের নাশতা পরিবেশন শেষে যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সভাপতি ইউনুস সরকারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এ সিদ্দিক পাটোয়ারি ও সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজীর পরিচালনায় বনভোজনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, নিউ ইয়র্কে ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যনির্বাহী পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গেস্ট অর্নার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারি,রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি এবং জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হারুণ ভূঁইয়া, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, এবারের বনভোজনের আহ্বায়ক আবুল খায়ের আকন্দ ও সদস্য সচিব বাছেদ ভূঁইয়া, সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক মামুন মিয়াজী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী, সহ-সভাপতি ও আসন্ন নির্বাচনে সহ-সভাপতি প্রার্থী কামরুজ্জামান কামরুল, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ও আসন্ন নির্বাচনে কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী এবং এবারের বনভোজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কার্যকরী কমিটির সদম্য আবুল কাশেম চৌধুরী, কাংলাদেশ সোসাইটির সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জামিল আনসারি, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, পাবনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিপ্লব সাহা, শাপলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েটর্সের সভাপতি মোস্তফা রিপন, বনভোজনের প্রধান সমন্বয়কারী এসএম মাহবুবুর রহমান টিটো ও যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল হান্নান ভূঁইয়া, সমন্বয়কারী ফারহানা আক্তার, যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুর রহমান রিয়াদ, মোহাম্মদ বাবুল মিয়া, কোষাধ্যক্ষ আবুল হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আলম সরকার, কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি জাকির হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার মাইনুদ্দীন, শাপল ওয়েলফেয়ারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইয়ার আহমেদ পাটোয়ারি, শাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ, রিয়েলেটর মোহাম্মদ আলম, মর্টগেজ লোন অফিসার ক্রিস রুদ্র, কুমিল্লা জেলা সোসাইটির সাবেক সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, তপন জামান প্রমুখ।

জ্যামাইকার আশা রেস্টুরেন্ট এর জনপ্রিয় শেফ জালাল এর রান্না করা সুস্বাদু খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর

সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ। সারাদিন খেলাধুলা শেষে বিকেলে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে নগদ একহজার ডলার, স্বর্ণের ব্রাসলেটসহ ১০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

এবারের বনভোজনের “গ্র্যান্ড স্পন্সর” ছিলেন আশা হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট আকাশ রহমান, প্রধান পৃষ্ঠপোষক সিরাজুল হক জামাল, পৃষ্ঠপোষক হাজি মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, তত্ত্বাবধায়ক কাজী আছাদ উল্যাহ, বনভোজনে কমিটির উপদেষ্টা মঞ্জুরুল আলম হারুণ, শামসুল উদ্দিন শামীম, মোহাম্মদ শাহরিয়ার চৌধুরী, লুৎফুর রহমান চুন্নু, প্রফেসর মোহাম্মদ বাছির, সাইফুল ইসলাম লিটন, জসিম উদ্দিন, আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, মির্জা দোস্তগীর, শাহ মোয়াল্লেম, সেলিম আহমেদ, আবু তাহের, তুহীন সরকার, ওমর ফারুক, দাবির হোসেন শামীম, আবু বকর, মামুন সরকার, হেলাল উদ্দিন, মোহাম্মদ আমিন। সহযোগিতায় ছিলেন-রাশেল ভূঁইয়া, সালাউদ্দিন জাহিদ, মাহবুবুল আলম, নূর মোহাম্মদ, আলমগীর হোসেন মোল্লা, মোহাম্মদ হেলাল, মামুন সরকার, মোহাম্মদ আজাদ, মোহাম্মদ ফারুক, তাসলিমা পাটোয়ারি, মোহাম্মদ ইসলাম, জাকির হোসেন, মাহবুবুর রহমান, জামিল খান, জামিল খান, মোহাম্মদ টিপু, মনিরুল ইসলাম, মাহবুব আলম, আ. আলী মিয়াজী, মোহাম্মদ আলম, মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন জাহিদ, তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মাসুম, কলিম উল্লাহ, মোহাম্মদ বারেক, আব্দুস সালাম, ফয়েজ আহমেদ, সাইফুল ইসলাম, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

বনভোজনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করে সংগঠনের সভাপতি ইউনুস সরকার বনভোজনকে সফল করার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমরা বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীর ঐক্য, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিকে ধরে রাখতে চাই। তিনি আরো বলেন, এ বনভোজনে যারা সহযোগিতা করেছেন আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি এবারের বনভোজনকে সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা নিজের মধ্যে ভ্রতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করতে চাই। তিনি আগামী বছরের বনভোজনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের আহ্বান জানান। পুরো দিনটি আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কাটিয়েছেন এবং এক অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেছেন।

শেষ বিকেলের চা এবং ঝালমুড়ি খেয়ে সবাই তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হন-আগামী বনভোজনে দেখা হবে এই প্রত্যাশায়।

# ফুটবলে তোমার উপরে আর কেউ নেই’

২২ পৃষ্ঠার পর

এসেছিলেন কলকাতায়। সেই দি পল লিখেছেন, “দেশের প্রতি তোমার নিঃশর্ত ভালবাসা, কখনও হাল না ছাড়ার জন্য তোমার মনের সেই লড়াই, অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য তোমার সেই শক্তি, তোমার নেতৃত্ব এবং অনুশীলনে প্রথম আসা প্রতিটি ফুটবলারের প্রতি তোমার যে মানবিকতা, তাদের স্বস্তিতে খেলতে দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া এবং আমাদের জাতীয় দলের প্রতিটা সদস্যের জন্য তোমার যে ভালবাসা এবং যত্ন আমরা দেখেছি, তার জন্য একটাই শব্দ, ধন্যবাদ। সর্বকালের সেরা তুমি। আমাদের এতটা খুশি করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তুমি নিজেও জানো না আমাদের মুখে কতটা হাসি তুমি এনে দিয়েছো। তুমি সর্বসেরা।”

আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপে মেসির পাশে খেলেছিলেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। তিনি লিখেছেন, “সত্যি বলতে, খুব খারাপ লাগছে। কখনও এ রকম মুহূর্তের জন্য আমাদের তৈরি থাকতে বলোনি। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাচ্ছি, ধন্যবাদ!! তুমি আমার কাছে এবং গোটা বিশ্বের কাছে একটা উদাহরণ। ফুটবলের বিজয়ী এবং জীবনের বিজয়ী!! ওর বাবা যে অসাধারণ মন থাকা একটা দলের সদস্য ছিল, এটা ভেবে আমার মেয়ে খুব গর্বিত হবে। তুমি বিশ্বের সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ। কারণ ফুটবলের তুলনা টানতে গেলে, তোমার মতো কেউ নেই। তোমাকে খুব ভালবাসি।”

বিশ্বকাপ ফাইনালে মারামারি করে ১০ ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস। মেসির অবসরে তিনিও চুপ থাকেননি। লিখেছেন, “সব কিছুর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ!!! তুমি ছিলে এবং বরাবরের জন্য সর্বকালের সেরাই থাকবে। অধিনায়ক, আমরা তোমায় ভালবাসি।” মেসিকে বহু গোলের বল বাড়িয়েছেন আঙ্খেল দি মারিয়া। একসঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছেন। তিনি লিখেছেন, “একজন আর্জেন্টিনীয় হওয়ার জন্য তোমার কাছে আমরা সকলে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বে সবার উপরে নিয়ে গিয়েছো তুমি। অন্য দেশকে অনায়াসে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও তুমি আর্জেন্টিনাকে বেছে নিয়েছো। ধন্যবাদ, অধিনায়ক। সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ। ইতিহাসের সেরা ফুটবলার তুমি।”

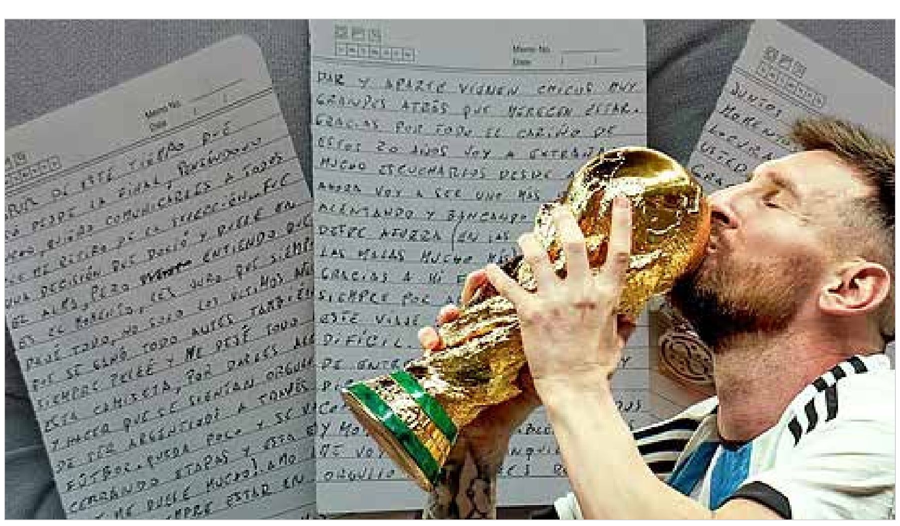

# আর্জেন্টিনার হয়ে আর খেলবেন না মেসি, ডায়েরি থেকে ছেঁড়া তিনটি পাতায় লিখলেন কেন বিদায়

২২ পৃষ্ঠার পর

ফাইনালের ঠিক দু’দিন পর। তখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তার পর বাবার অসুস্থতা এবং মৃত্যু সব কিছু থমকে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনের ধাক্কা সামলে ধাতস্থ হয়ে অবসরের সিদ্ধান্ত ভক্তদের জানালেন। ২০০৫ সালে আর্জেন্টিনার হয়ে অভিষেক হয় মেসির। টানা ছ’টি বিশ্বকাপ খেলেছেন। দেশের হয়ে মোট ২০৭টি ম্যাচে ১২৫টি গোল করেছেন। গত বিশ্বকাপেও তাঁর পা থেকে এসেছে আটটি গোল। তিন বার আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেছেন। ২০২২ সালে দেশকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছেন। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাঁকে। বিশ্বকাপ ছাড়াও আর্জেন্টিনাকে ফাইনালিসিমা এবং একাধিক বার কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন করেছেন মেসি। জিতিয়েছেন অলিম্পিক্স সোনাও। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিলেও আরও কিছু দিন পেশাদার ফুটবলে তাঁকে দেখা যাবে। বিশ্বকাপের পর ইটার মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকারে খেলছেন। গত শনিবার মন্ট্রিয়েলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক-সহ চার গোল করেছেন। ফুটবলজীবনে আট বার একটি ম্যাচে চারটি বা তার বেশি গোল করেছেন মেসি। সেরা ছন্দে থেকেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন লিয়ো।

# জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক দুই কর্মকর্তা কামাল উদ্দিন ও আজিজুর রহমানের মৃত্যুতে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

**পরিচয় ডেস্ক:** গত ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জালালাবাদ ভবনে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের সাবেক বাসিন্দাদের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক ও সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে সংগঠনের সাবেক সহ-সভাপতি ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার মরহুম সৈয়দ কামাল উদ্দিন আহমদ এবং সাবেক উপদেষ্টা মরহুম আজিজুর রহমানের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্মরণসভায় বক্তারা প্রয়াত দুই সমাজসেবীর কর্মময় জীবন ও সামাজিক অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

বক্তারা বলেন, সৈয়দ কামাল উদ্দিন আহমদ ও আজিজুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ, সজ্জন ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাদের মৃত্যুতে সংগঠন শুধু দুজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তাকেই নয়, বরং দুজন অভিভাবককে হারিয়েছে।

সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মইনুল ইসলাম প্রয়াতদের স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমাদের সংগঠন আজ দুজন অভিভাবক হারিয়েছে। তাদের শূন্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা ও অবদান সংগঠনের সদস্যরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

অনুষ্ঠানে প্রয়াত দুই নেতার সামাজিক কর্মকাণ্ড, সংগঠনের প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতা এবং কমিউনিটির প্রতি তাদের অবদানের কথা তুলে ধরে বক্তারা আরো বলেন, কামাল সাহেব ও আজিজ সাহেবের মতো সজ্জন ও নিবেদিতপ্রাণ মানুষের শূন্যতা দীর্ঘদিন অনুভূত হবে। তাদের কর্ম ও স্মৃতি জালালাবাদ কমিউনিটির মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

স্মরণসভায় জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সহসভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী মরহুম সৈয়দ কামাল উদ্দিন আহমদ, মরহুম আজিজুর রহমানসহ সংগঠনের প্রয়াত কর্মকর্তা এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য বিশেষ দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

দোয়া মাহফিলে বক্তারা মহান আল্লাহর দরবারে মরহুম সৈয়দ কামাল উদ্দিন আহমদ ও মরহুম আজিজুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের জান্নাতুল ফেরদৌস নসিবের জন্য প্রার্থনা করেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী, আব্দুল করিম, মনির উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, মো. এ ফয়েজ, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ, হেলিম উদ্দিন, শাহিনুর ইসলাম, লামেছ আহমেদ চিনু, মো. মাসুদ মিয়া, বদরুল উদ্দিন, কামরুল হোসেন, আব্দুল মালেক খান লায়েক, সাইফুর রহমান আলম সিদ্দিকী, জালিনুর রহমান অপু, উত্তম কুমার, সাইফুল আর, জয়নুল আবেদীন, আফরোতি, বিশিষ্ট শিল্পী মনিক উদ্দিন, জেসমিন, মইনুর রহমান, মোছা. সুলতানাসহ জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা, সদস্য ও কর্মী।

# আগস্টে অভিষেক, আগস্টেই বিদায়!

২২ পৃষ্ঠার পর

সোমবার সেই ঘোষণাটি করতে পেরেছেন। মাঝের এই সময়ে ক্লাবের জার্সিতে দেখে এক বারও মনে হয়নি তাঁর অবসর আসন্ন। দিন দুয়েক আগেই একটি ম্যাচে চার গোল করলেন। সমর্থকেরা বলাবলি শুরু করলেন, মেসির কাছে বয়স নেহাতই সংখ্যা। মেসি সোমবারের বার্তায় বুঝিয়ে দিলেন, বয়স সংখ্যা নয়। বয়সের কাছে হার মানতে হয় সকলকেই। “আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। কিন্তু আমি জানি সেই সময়টা এসে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর সেরা সময় এটাই।” মেসির লম্বা বার্তার আসল নির্যাস এই কয়েকটি বাক্যেই। এমন নয় যে তিনি এই ঘোষণা করে সকলকে চমকে দিয়েছেন। বরং বিশ্বকাপের আগে, মাঝে এবং পরেও জল্পনা চলছিলই। কবে বিদায় জানাবেন তিনি? অপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। সোমবার মেসি সব অপেক্ষার অবসান ঘটালেন। জানিয়ে দিলেন, আর তাঁকে নিয়ে বেশি ভাবার প্রয়োজন নেই। আর্জেন্টিনার হয়ে ২০৭টি ম্যাচে ১২৫টি গোল করেছেন মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোলের নিরিখে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পরেই। বিশ্বকাপে গোলের নিরিখে কিলিয়ান এমবাপের পিছনে। দেশের হয়ে ২০২১, ২০২৪-এর কোপা আমেরিকা, ২০২২-এর ফাইনালিসিমা এবং সর্বোপরি, ২০২২-এর বিশ্বকাপ রয়েছে। এ ছাড়াও দু’টি বিশ্বকাপ ফাইনালে পরাজিতের পদকও রয়েছে।

## ৪৭ সেকেন্ডে লাল কার্ড

এক অগস্টেই নীল-সাদা জার্সি গায়ে অভিযান শুরু হয়েছিল মেসির। বুদাপেস্টে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন ১৮ বছরের মেসি। পরনে ছিল ১৮ নম্বর জার্সি। ম্যাচের ৪৭ সেকেন্ডের মাথায় ভিলমোস ভানচাক তাঁর জার্সি টেনে ধরেছিলেন। ঝাঁকড়া সোনালি চুলের বিরক্ত মেসি সপাটে চালিয়েছিলেন হাত। রেফারির নজর এড়ায়নি। অভিষেক ম্যাচে ৪৭ সেকেন্ডেই লাল কার্ড! যে কোনও ফুটবলারের কাছেই এমন ঘটনা কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মেসির ক্ষেত্রে তা হয়নি। ভাগ্যিস হয়নি! আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা এমনিতেই সহজ নয়। প্রতিটি স্পর্শ পরীক্ষা করা হয়। প্রতিটি ব্যর্থতাকে জোরালো ভাবে তুলে ধরা হয়। বার্সেলোনার হয়ে প্রতিটি সাফল্যের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে, কী দিয়েছেন তিনি আর্জেন্টিনাকে? কেন ক্লাবের ফর্ম দেশের হয়ে দেখাতে পারেন না?

# ৩ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে জাহিদ আলমের পরিবেশনায় তুমুল জনপ্রিয় ইমরান মাহমুদুল, কনা ও ঝিলিক এর মিউজিক্যাল নাইট

**পরিচয় ডেস্ক:** আগামী ৩ অক্টোবর ২০২৬, শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল ক্রিশ্চিয়ান সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য মিউজিক্যাল নাইট উপলক্ষে নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেনের আগ্রা প্যালেস পার্টি হলে গত মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোশ্যাল কেয়ার নেটওয়ার্ক, এনওয়াইএসডিসি ও এএএ সুপ্রিমের সিইও জাহিদ আলম  এর পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটির আয়োজক দ্য বিউটিফুল লেডিস অব ইউএসএ। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের পক্ষে নাদিয়া চৌধুরী ও সিলভী আখন্দ এবং শিল্পী ইমরান মাহমুদুল, কনা ও ঝিলিক এবং দেশী এন্টারটেইনমেন্টের জামান মনির উপস্থিত ছিলেন। তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন সোনিয়া শারমিনা সিরাজ।

এই কনসার্টে বর্তমানে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে তুমুল জনপ্রিয় শিল্পী ইমরান, ঝিলিক ও কনা অংশ নেবেন। তারা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সম্পুর্ণ পেশাদার পরিবেশনায় আয়োজিত মিউজিক্যাল নাইটটি একটি ‘স্মরণীয় কনসার্ট’ হবে, এমন প্রত্যাশা আয়োজকদের।

কনসার্টটির মূলস্পন্সর থাকছেন বিশিষ্ট হোম কেয়ার ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক জাহিদ আলম। এছাড়াও উপস্থিতসাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্টার ফার্নিচারের কর্ণধার ও কনসার্টেরপৃষ্ঠপোষক লায়ন রকি অ্যালিয়ান।

সাংবাদিক সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অপর দুইপৃষ্ঠপোষক লায়ন জেএফএম রাসেল ও মাসুদ রানা তপন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, বাংলাদেশীদের মনোমুগ্ধকর বিনোদনের কথা মাথায়রেখেই ‘মিউজিক্যাল নাইট’ কনসার্ট আয়োজন করা হচ্ছে।

‘মিউজিক্যাল নাইট’ এ টিকিটের মূল্য থাকবে ৩০ ডলার, ৫০ ডলার ও ১০০ ডলার।

এক প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান, আমরা বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পদেরযথাযথ সম্মান জানিয়ে তাদের নিয়ে কনসার্ট আয়োজন করতে চাই। এবারেরকনসার্টের তিনজন শিল্পীই দেশ-বিদেশে জনপ্রিয় এবং জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে আয়োজকরা জানান, এই কনসার্টে এমন কোন পর্বথাকবে না যাতে দর্শক-শ্রোতাগণ বিরক্ত হন, থাকবে না গতানুগতিক অ্যাওয়ার্ডপ্রদান পর্ব।

সংবাদ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে মিউজিক্যাল নাইট’ কনসার্টের মূল স্পন্সর জাহিদ আলম উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলের সহযোগিতায় একটি সফল কনসার্ট এর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

“মিউজিক্যাল নাইট’ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন, ভিজুয়াল ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ধারাবাহিক প্রচার-প্রচারণা চালানো হবে বলে জানান আয়োজকরা।

সাংবাদিক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পর জাহিদ আলম ও  ফাহমিদা শারর্মিন দম্পতি’রবিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়।

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

# SHSAT Summer Add-Ons

## Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round - 2 Days/Week

### Workshop
### Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer - 4 Days/Week

### Bootcamp
### Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to
Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

**Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!**

# 5,005+

Students placed in
Specialized High Schools.

**Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com**

## নিউইর্য়কের বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর গ্র্যাজুয়েশন ও পিটিসি সম্পন্ন

# নতুন প্রজন্মকে কুরআনের শিক্ষায় আরো বেশী মনোনিবেশ করতে হবে

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউইর্য়কের ব্রুকলীনের বায়তুল মা'মুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর সামার প্রোগ্রাম"এর সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী গত ২৪শে আগস্ট সোমবার বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। বিকেল চারটায় সেন্টারের হল রুমে অনুষ্ঠিত উক্ত গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ। ইসলামিক স্কুলের উস্তায হাফেজ তাওহিদুর তালহা চৌধুরীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।স্কুলের উস্তায হাফেজ ফজলে রাব্বীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন বায়তুল মামুর মসজিদএন্ড কমিউনিটি সেন্টার (বিএমএমসিসি) এর সেক্রেটারি জেনারেল, হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুনা ব্রুকলিন ইস্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি মু'তাসিম বিল্লাহ সিরাজী।

একই সময়ে ক্রমান্বয়ে পৃথকভাবে গার্লস বিভাগের গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামটিও অনুষ্ঠিত হয়।গার্লস সেকশনের প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন সিস্টার কাওসার হিরা ও মাসুমা ইয়াসমীন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ রাহাত ইকবাল, মাওলানা আমিনুর রহমান, হাফেজ হুযায়ফা জারীর, আবদুল্লাহ মারযুক, সিস্টার ইসরা আহমদ মুরসী ও হাবীবা আহমদ। এছাড়াও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বেশ সংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সফলতার সাথে সামার প্রোগ্রাম শেষ করায় ক্লাস ভিত্তিক ১ম থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত এবং হিফজ শাখার দু'টি গ্রুপ,উইকেন্ড শাখার ৫টি ক্লাসের মধ্যে প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ৩০জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সনদও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।পাশাপাশি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রিপোর্ট কার্ড প্রদান করা হয়।আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি সহ অন্যান্য অতিথিরা শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন। এবারে ১৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উক্ত সামার সেশনে অংশ গ্রহণ করেন এবং সুচারুরূপে পাঠদান করেছেন অভিজ্ঞ ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা যদি কুরআনকে লালন ও ধারণ করতে পারো এবং এই অনুযায়ী খুলুসিয়াতের আমল করতে পারো,তাহলে তোমাদের জীবনে সফলতা আসবেই। পাশাপাশি আখেরাতেও কামিয়াবী হাসিল করা সম্ভব। তিনি অভিবাকদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রবাসে কুরআনকে বুঝা বা শেখার জন্য আমাদের সন্তানদের জন্য ইসলামিক স্কুলের বিকল্প নেই। একই সঙ্গে পারিবারিকভাবেও কুরআন ও হাদিসের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে। সামার স্কুল থেকে শিক্ষা নেয়ার পর ইসলামের মৌলিক বিষয়ের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যপারে হালাল হারাম শিখানো হয়েছে, তা তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। মা-বাবাদেরও হারাম হালালের জ্ঞান থাকতে হবে, সে অনুযায়ী বাচ্চাদের খাবার পরিবেশন হবে।তিনি আরো বলেন,নতুন প্রজন্মকে আরো বেশী বেশী কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে। কেননা ঐ কুরআনিক জ্ঞানই পারে মানুষকে সঠিক ও সত্য পথের পথ দেখাতে।

সভাপতির বক্তব্যে স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সকলের আরো সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে বিএমএমসিসি একদিন নিউইয়র্কের নামকরা বিদ্যাপীঠে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ।তিনি বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এই সামারের অল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের সবকিছু শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাই আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্তারোপ করেন।

প্রিন্সিপাল রশীদ তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, প্রতি বছরই ভুর্তুকী দিয়ে ইসলামিক স্কুল পরিচালনা করতে হয়। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যেন আগামী প্রজন্ম আমেরিকায় বসেও ইসলামের আলোকে জীবন গঠন করতে পারে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে নিয়ে আসা এবং ক্লাস শেষে সঠিক সময়ে বাসায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং বাচ্চাদের হোমওয়ার্কে ঠিকমতো দেখভাল করা, তাতে স্কুলের সুনাম ও শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন বৃদ্ধি পায়।

তিনি বলেন, আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে স্কুলের অপর প্রোগ্রাম উইকেন্ড স্কুল শুরু হচ্ছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাবলিক স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের উইকেন্ড ক্লাসে ভর্তি করার আহবান জানান তিনি।মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

# ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

## সঠিক ও নির্ভুলভাবে
## ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

# Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

# WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

## ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

## Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

**91-12, 175th St, Suite-1B**
**Jamaica, NY 11432**

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

# WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

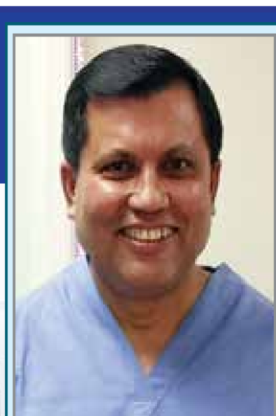

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

| জ্যাকসন হাইটস | ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার |
|---|---|
| 37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372 | 1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472 |
| TEL : 718-478-6100 | TEL : 718-792-6991 |

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

# হৃদরোগ দূরে রাখে আপেল!

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো হার্ট। এই অঙ্গটি অক্সিজেন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ রক্ত সারা দেহে পৌঁছে দেয়। যার ফলে আমরা বেঁচে থাকি। মুশকিল হলো, এহেন গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গও আমাদের ভুলে ভরা খাদ্যাভ্যাসের জন্য বিপদে পড়ছে। পিছু নিচ্ছে হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেলিয়র থেকে শুরু করে একাধিক জটিল অসুখ। তাই চেষ্টা করুন যে ভাবেই হোক হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার। আর সেই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে আপেলের মতো একটি উপকারী ফল।

এ বার আপনি জিজ্ঞেস করতেই পারেন, হার্টের স্বাস্থ্য ফেরাতে ঠিক কতটা সাহায্য করে এই ফল? সেই উত্তর জানতে চাইলে ঝটপট এই নিবন্ধটি পড়ে ফেলুন। তার পরই না হয় রোজ আপেল খাওয়া শুরু করবেন।

কী ভাবে হার্টের স্বাস্থ্য ফেরায় আপেল?

এই ফলে রয়েছে ফাইবার, পলিফেলনস এবং অন্যান্য উপকারী পুষ্টি উপাদানের ভাণ্ডার যা কিনা হার্টের হাল ফেরাতে সাহায্য করে। আসলে আপেলে উপস্থিত ফাইবার খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। উল্টে ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায়। শুধু তাই নয়, এতে মজুত খনিজের গুণে কমে প্রেশার। তাই যত দ্রুত সম্ভব হার্টের স্বাস্থ্য ফেরাতে আপেল খাওয়া শুরু করে দিন। তাতেই মিলবে উপকার।

হার্টের হাল ফেরাতে চাইলে প্রতিদিন অন্তত পক্ষে ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম আপেল খেতে হবে। আর ভুলেও এর জুস করে খাবেন না। তাতে উপকার তো মিলবেই না, উল্টে শরীরের ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই বিপদ এড়াতে চাইলে নিয়মিত গোটা আপেল খান।

# যেসব পুষ্টির অভাবে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক

পরিচয় ডেস্ক: দিন দিন হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা বেড়েই চলছে। বর্তমানে হৃদরোগের সমস্যা ঘরে ঘরে। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিসের মতো রোগ শরীরে বাসা বাঁধার কারণে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি বাড়ে।

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, ভাজাভুজি ও তেল-মসলাদার খাবার বেশি খাওয়ার অভ্যাস বাড়িয়ে দিতে পারে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। এছাড়া শরীরে নির্দিষ্ট কিছু পুষ্টির ঘাটতির কারণেও হৃদরোগ হতে পারে।

বিশেষ করে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে হার্টের সমস্যাও দেখা দেয়। শরীরে ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কমে গেলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয়, বেড়ে যেতে পারে হৃদস্পন্দনের হার। ম্যাগনেশিয়াম শারীরের নানা কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম। শরীরে এই খনিজটির অভাব হলে অবসাদ, ক্লান্তি, প্রদাহ, মাইগ্রেনের মতো সমস্যা হতে পারে। চিকিৎসা পরিভাষায় এই রোগ ‘অ্যারিদমিয়া’ নামে পরিচিত। এই সব উপসর্গই হৃদরোগের অন্যতম কারণ। তাই ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোজকার ডায়েটে অবশ্যই রাখুন পালং শাক, স্যালমন, অ্যাভোকাডো, কলা, টকদই, বিভিন্ন বাদাম ও বীজ।

পটাশিয়াম গবেষণা বলছে, পটাশিয়ামের অভাবে অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের সমস্যা বা অ্যারিদমিয়া নামের রোগ দেখা দিতে পারে। হাড় ও পেশির সমস্যাও দেখা দেয়। নিয়মিত আলু, কিডনি বিনস, কলা, অ্যাভোকাডো, দুধ, স্যালমন ও টুনার মতো পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার অবশ্যই খান। তবে শরীরে পটাশিয়াম বেশি হয়ে গেলেও তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ভিটামিন ডি শরীরে অপর্যাপ্ত ভিটামিন ডি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

# বয়স ত্রিশের পর বুকে ব্যথা, গ্যাস্ট্রিক নাকি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ?

পরিচয় ডেস্ক: এক সময় ধারণা করা হত হার্ট অ্যাটাক শুধুমাত্র বয়স্কদের হয়। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা বদলে গেছে। অল্প বয়সেই হার্ট অ্যাটাকসহ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তরুণরা। এমনকি ৩০ বছরের আশপাশের বয়সীদের আজকাল প্রায়ই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

সাধারণত অল্প বয়সে যেকোনো বুকের ব্যথাকেই গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা মনে করে অবহেলা করে থাকেন বেশিরভাগ মানুষ। তবে এখন আর সেই সুযোগ নেই। অল্প বয়সেই বুকে ব্যথা হলেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত।

এছাড়া তুলনামূলক অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক কেন হয় এবং এর ঝুঁকিগুলো কীড়এসব বিষয়ে ধারণা রাখা উচিত।

৩০ বছরে হার্ট অ্যাটাকের কারণ

অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার কতগুলো স্পষ্ট কারণ রয়েছে। বর্তমান জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, কম ঘুম ইত্যাদি কারণে তরুণদের মধ্যেও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া আরও কিছু জটিলতা আছে, যেগুলো কারও ভেতর থাকলে তিনি সহজেই হার্ট অ্যাটাকের শিকার হতে পারেন। যেমন-

১. হৃদরোগ অনেক সময় বংশগত ও হতে পারে। পরিবারের কোন সদস্যের কিংবা আত্মীয়স্বজনের হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব ইতিহাস থাকলে হৃদ্রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

২. ডায়াবেটিস থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে বয়স কম বা বেশি, সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। ডায়াবেটিস থাকলে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে দুই থেকে চার গুণ বেশি বেড়ে যায়।

৩. বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ তরুণই অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগে থাকেন। অতিরিক্ত শারীরিক ওজন ও স্থূলতা নানা রকম স্বাস্থ্যগত জটিলতা তৈরি করে, যা একপর্যায়ে হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

# রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় পেয়ারা

পরিচয় ডেস্ক: পেয়ারা - যদিও সারা বছরই কমবেশি এই ফলটির দেখা মেলে বাজারে। ভিটামিন সি'র চমৎকার উৎস পেয়ারা খেলে বাড়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এছাড়া এটি ভালো রাখে ত্বক, চুল এবং চোখ।

ঠাণ্ডা, কাশির মতো রোগ থেকে দূরে থাকতে পারবেন নিয়মিত পেয়ারা খেলে। কারণ এতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

নিয়মিত পেয়ারা খেলে শরীরের পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়ে। ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

পেয়ারাতে থাকা লাইকোপেন, কুয়েরসেটিন, ভিটামিন সি এবং পলিফেনল শরীরের ভেতরে জমতে থাকা ক্ষতিকর টক্সিক উপাদান বের করে দেয়। ফলে ক্যানসার সেল জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। ফাইবারসমৃদ্ধ পেয়ারা খেলে দূর হয় কোষ্ঠকাঠিন্য।

প্রতিদিন পেয়ারা খেতে পারলে ত্বক সুন্দর ও টানটান থাকবে।

# সুস্থ থাকতে কোন ফল খেতে পারেন ডায়াবেটিকরা?

পরিচয় ডেস্ক: এক বার ডায়াবিটিস ধরা পড়লে খাবারে চলে আসে হাজার রকম বিধিনিষেধ। শরীর চাঙ্গা রাখতে ডায়েটে বেশি করে ফল রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। তবে ডায়াবিটিসে যেমন মিষ্টি খেতে নিষেধ করা হয়, তেমনই নিষেধাজ্ঞা থাকে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেটের উপর।

এর পাশাপাশি ডায়াবেটিকদের ফলও খেতে হয় বাছাই করে। শরীর চাঙ্গা রাখতে প্রতিদিনের ডায়েটে কোন কোন ফল রাখতে পারেন ডায়াবেটিকরা, চলুন জেনে নেয়া যাক

পেয়ারা: এই ফলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ১২। সারা বছর ধরেই বাজারে এই ফলের দেখা মেলে। ডায়াটারি ফাইবার, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর মাত্রায় থাকে পেয়ারায়। হজমশক্তি ভাল রাখতেও এই ফলের জুড়ি নেই। ডায়াবেটিকরা রোজের ডায়েটে এই ফল রাখতে পারেন।

পাকা পেঁপে: একটি বড় টুকরো পেঁপের মধ্যে ৬ গ্রাম চিনি থাকে। যেখানে একটি পাকা আমে থাকে ৪৫ গ্রাম। ফলে ডায়াবিটিসের রোগীরা পরিমিত মাত্রায় পাকা পেঁপে খেতে পারেন খাবারের পর।

অ্যাভোকেডো: একটি গোটা অ্যাভোকেডোতে থাকে মাত্র ১.৩৩ গ্রাম চিনি। ডায়াবেটিকদের জন্য এই ফল আদর্শ। স্যালাডে দিন কিংবা স্যান্ডউইচে, যত ইচ্ছা অ্যাভোকেডো খাওয়ায় কোনও বাধা নেই।

স্ট্রবেরি: যে কোনও বেরি জাতীয় ফল ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ভাল। স্ট্রবেরি, ব্লুবেরির মতো ফলে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম ফাইবার এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। তাই নিশ্চিন্তে এই ফল খাওয়াই যায়।

লেবুজাতীয় ফল: ডায়াবেটিকরা কমলালেবু, মুসম্বির মতো ফলও খেতে পারেন। শর্করা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এই ফল রক্তচাপ বেশি রয়েছে, এমন রোগীদের জন্যেও উপকারী।

# ক্যান্সার প্রতিরোধ করবে যেসব ফল

পরিচয় ডেস্ক: গোটা বিশ্বে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। কিছু ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্ভব হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগটি প্রতিকারের কোনও উপায় নেই। এ কারণে ক্যান্সার প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। কিছু ফল আছে যেগুলি নিয়মিত খেলে ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে-

আপেল: এই ফলটি সারা বছরই পাওয়া যায়।

# যে সকল রোগমুক্তিতে সজায়তা করে পটল

পরিচয় ডেস্ক: জনপ্রিয় ও সহজলভ্য সবজি পটল। ভর্তা, ভাজি, মাছের সঙ্গে বা বিভিন্ন সবজির সঙ্গেও রান্না করে খাওয়া হয় পটল। এটি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। এই পটলে রয়েছে ভিটামিন এ, বি ১, সি, ক্যালসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এটি সবজি হিসেবেই আমরা খাই। পটল ও এর বীজের রয়েছে অগণিত স্বাস্থ্য উপকারিতা। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক পটলের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে-

সবুজ রঙের এই সবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ। এই ফাইবার খাদ্য হজম করতে সাহায্য করে এবং গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দূর করে। এক্ষেত্রে পটল ও ধনে পাতা হালকা ছেঁচে পানিতে ভিজিয়ে ৩ বার খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

পটলের বীজে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।

নিয়মিত পটল খেলে আমাদের শরীরের রক্ত পরিষ্কার হয় এবং ত্বক ভালো থাকে। তাই ত্বকের যত্ন নিতে বেশী করে পটল খান।

পটলে ক্যালোরির পরিমাণ অনেক কম থাকায় পেট ভরা মনে হয় এবং ক্ষুদা কম লাগে। নিয়মিত পটল খেলে আমাদের শরীরের ওজন বাড়ে না।

পটলের বীজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক থাকে ও চিনির পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে। ফলে হৃদরোগ ও ডায়বেটিসের ঝুঁকি থাকে না।

আয়ুর্বেদী চিকিৎসায় ঠাণ্ডা, জ্বর ও গলা ব্যথা কমতে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় পটল।

পটলের রস মাথায় লাগালে মাথা ব্যাথা দূর হবে এবং যাদের অল্প বয়সে টাকের সমস্যা রয়েছে তাদের টাক সমস্যা দূর হবে।

# রান্নাবান্না

পরিচয় ডেস্ক: গরুর মাংসের সুস্বাদু একটু পদ মুলা দিয়ে রান্না করা যা সচরাচর খাওয়া হয়না।

উপকরণ : গরুর মাংস এক কেজি, পেয়াজ কুচি ২ কাপ, পেয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, কাজু বাদাম পোস্ত জয়েত্রী জায়ফল এলাচি মিলে ২ চা চামচ বাটা, টক দই ২ টেবিল চামচ, হলুদ মরিচ ধনিয়া গুড়া মিলে ১ চা চামচ, গরম মশলা গুড়া ২ চা চামচ, জিরা বাটা ১ চা চামুচ, তেজপাতা লবঙ্গ দারচিনি কয়েক টুকরা, লবন স্বাদমত, পেয়াজ বেরেস্তা হাফ কাপ, তেল হাফ কাপ, মুলা একটি, কাঁচা মরিচ বাটা পরিমাণমতো, টমেটো কুচি পরিমাণমতো।

প্রণালী : প্রথমে হাড়িতে তেল দিয়ে তেল গরম হলে এতে তেজপাতা লবঙ্গ দারচিনি দিন।

এবার পেয়াজ কুচি, পেয়াজ টা বেশ লাল করে ভাজা হলে একে একে পেয়াজ বাটা রসুন বাটা আদা ,কাঁচা মরিচ বাটা ,ধনিয়া গুড়া মিলে গরম মশলা গুড়া জিরা বাটা দিয়ে অল্প পানি দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন। তাড়াহুড়া করবেন না। মশলা সময় নিয়ে কষাতে হবে।

এবার মাংশ দিয়ে নারাচারা করে কষিয়ে নিন আরো ২০ মিনিট।

এখন একটা বাটিতে টক দই নিয়ে তার সাথে পেয়াজ বেরেস্তা হাফ কাপ কাজু বাদাম পোস্ত জয়েত্রী জায়ফল এলাচি বাটা মিশিয়ে নিয়ে এই মিশ্রন টা কষানো মাংশ তে দিন।

এখন মাংশ তে ১ কাপ গরম পানি কম আঁচে রান্না করুন আরো ৪০ মিনিট।

৪০ মিনিট রান্না করার পর মাংশ টা কষানো গেলে তাতে মুলা দেলে দিন . তারপর আরো কিছুক্ষন দমে রাখুন .মাংস নরম হয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

## গরুর গোশতে মিষ্টি কুমড়া

পরিচয় ডেস্ক:রুর মাংসের সুস্বাদু একটু পদ মিষ্টি কুমড়া দিয়ে রান্না করা যাও  সচরাচর খাওয়া হয়না।

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, মিষ্টি কুমড়া আধা কেজি, জিরা বাটা ২ চা-চামচ, আদা বাটা ২ চা-চামচ, রসুন বাটা ২ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, পেঁয়াজ (কুচি করা) ৮টি, ছোট এলাচি বাটা ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, গোলমরিচ ৭টি, দারুচিনি ৩ টুকরো, হলুদ ২ চা-চামচ, শুকনা মরিচ গুঁড়া ২ চা-চামচ ও কাঁচা মরিচ ৫টা।

প্রণালি: এক কেজি মাংস (চিবানো যায় এমন হাড়সহ) ধুয়ে পানি ঝরাতে হবে। তেল ও পেঁয়াজ বাদে সব উপকরণ দিয়ে মাংস মেখে আধা ঘণ্টা রাখতে হবে। অন্য্য একটি পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে তুলে রাখতে হবে। এবার ওই তেলে মেখে রাখা মাংস দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হওয়ার পর সেখানে টুকরো টুকরো মিষ্টি কুমড়া ছেড়ে দিতে হবে। এরপর পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পানি কমে এলে পেঁয়াজ ভাজা বেরেস্তা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে একটু দমে রাখতে হবে।

## গার্লিক বিফ

পরিচয় ডেস্ক: যারা গরুর মাংস ঝাল করে খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য গার্লিক বিফের তুলনা হয় না।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, হলুদ ও মরিচ গুঁড়া ১ কাপ, আদা ও রসুন বাটা আধা চা চামচ, রসুনের কোয়া ৪/৫টি, ধনে ও জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, টেস্টিং সল্ট সামান্য, তেল আধা কাপ, মাংসের মসলা আধা চা চামচ, টমেটো সস আধা কাপ, টক দই ১ কাপ, গরম মসলা গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী: মাংস ধুয়ে কেটে নিন। একটি পাত্রে মাংস, হলুদ, মরিচ, টক দই, আদা, রসুন, লবণ, ধনে, জিরা গুঁড়া, টেস্টিং সল্ট ভালো করে মিশিয়ে ২০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাদামী করে ভেজে মাংস দিয়ে নেড়ে কষাতে হবে। কষানো হলে সামান্য পানি দিয়ে নেড়ে ঢেকে রাখতে হবে। মাংস সিদ্ধ হয়ে আসলে টমেটোসস, কাঁচামরিচ ফালি ও রসুনের কোয়া দিয়ে ১০ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

## গরুর মেজবানি মাংস

পরিচয় ডেস্ক: রেস্টুরেন্টে গেলে অনেক সময় খেতে পারেন গরুর মেজবানি মাংস। কিন্তু চাইলে আপনিও ঘরে তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু ও ঐতিহাসিক গরুর মেজবানি মাংস।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: গরুর মাংস ২ কেজি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ ও মরিচ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, ধনে ও জিরা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, মাংসের মসলা ১ চা চামচ, টক দই ১ কাপ, কাঁচামরিচ ১০/১২টি, গোলমরিচ ১ চা চামচ, দারচিনি ও এলাচ ৫/৬টি, জয়ফল ও জয়ত্রী আধা চা চামচ, মেথি গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রস্তুত প্রণালী: মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি পাত্রে মাংস, তেল, টক দই, হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, লবণ ও সব মসলা নিয়ে মেরিনেট করে রাখুন। অর্ধেক পেঁয়াজ তেলে ভেজে বেরেস্তা করে নিন। চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে মেরিনেট করা মাংস কষাতে থাকুন। হাঁড়িতে ২ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে আরো কিছুক্ষণ কষাতে হবে। মাংস থেকে পানি ঝরে গেলে মৃদু আঁচে মাংস সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাংসের পানি শুকিয়ে এলে কাঁচামরিচ, ধনে, জিরা গুঁড়া দিয়ে মৃদু আঁচে ১০ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু গরুর মেজবানি মাংস।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

**Jamaica:**
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
**Tel: 718-262-9100**
**718-657-1000**

GHOROA RESTAURANT
the taste of home

**Brooklyn:**
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
**Tel:718-438-6001**
**718-438-6002**

www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

৭ পৃষ্ঠার পর

করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কোচে চেপে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে দক্ষিণের পুলিয়া অঞ্চলের রাজধানী বারিতে আসছেন মেলোনির কট্টর ডানপন্থি দল ব্রাদার্স ফর ইতালি (এফডিআই)-এর সমর্থকরা।

আয়োজকরা বলছেন, বন্দর এলাকার ওই অনুষ্ঠানস্থলে ১০ হাজার মানুষ জমায়েত হতে পারেন।

সন্ধ্যায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন মেলোনি। এ সময় তার সঙ্গে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে যোগ দেবেন উপ-প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও সালভিনি ও আন্তোনিও তাজানি।

বিশ্লেষকদের মত, ২০২৭ সালের নির্বাচনের আগাম প্রচারণা হিসেবে এই সমাবেশকে ব্যবহার করতে চাইছেন মেলোনি।

ডিজেরা গান বাজিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করবেন।

অনুষ্ঠানের স্লোগান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে 'ইল গোভের্নো পিউ স্তাবিলে, ল'ইতালিয়া পিউ ফোর্তে (সবচেয়ে স্থিতিশীল সরকার, সবচেয়ে শক্তিশালী ইতালি)।

চার বছরের শাসনামলে সরকারের নানা অর্জন নিয়ে কথা বলবেন মেলোনি।

এ সময়ে মেলোনির সরকার নতুন করে ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি, ব্যক্তি পর্যায়ের আয়করের পরিমাণ কমেছে ২১ বিলিয়ন ইউরো (প্রায় ২ লাখ ৯৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা)।

মেলোনির আমলে দেনায় জর্জরিত ইতালি আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। তবে সমালোচকরা বলেন, স্থিতিশীলতা এলেও সে অনুযায়ী অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি দেখা যায়নি।

মাইলফলক অর্জনের অনুষ্ঠান নিয়ে নিজের মত দিয়েছেন সিজিআইএল ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান মরিজিও লানদিনি। তিনি বলেন, 'কারও বেতন কি বেড়েছে? না। পেট্রোলের দাম আগের তুলনায় বেড়েছে। চাকরির নিরাপত্তা কমেছে। মানুষ এখন অবসর নিতে পারছে না আর স্বাস্থ্যসেবাও আগের মতো কার্যকর নেই।'

ওসধমবনির্বাচিত হওয়ার পর পার্লামেন্ট সদস্যরা মেলোনিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

নির্বাচিত হওয়ার পর পার্লামেন্ট সদস্যরা মেলোনিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ফাইল ছবি: এএফপি (২০২২)

অবৈধ অভিবাসন কমানোর অঙ্গীকার করে ব্রাদার্স ফর ইতালি ২০২২ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে। তাদের দাবি, চার বছরে অবৈধ অভিবাসন ৮০ শতাংশ কমেছে। অনুষ্ঠানে বারি শহরের ঐতিহ্যবাহী অ্যাসাসিন স্প্যাগেটি পরিবেশন করা হবে। এই স্প্যাগেটির বিশেষত্ব হলো এর সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত ঝাল, স্মোকি স্বাদের সস। মেলোনির সমালোচকরাও একই সময়ে বারিতে বিক্ষোভে অংশ নেবেন।

তাদের অভিযোগ, মেলোনি একটি 'যুদ্ধ ও অস্ত্রের অর্থনীতি' তৈরি করেছেন। ইতালি এখন একটি 'পুলিশি রাষ্ট্র' এবং সেখানে অভিবাসীদের ঘৃণার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

## ভেনিজুয়েলা নিয়ে ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

ইয়র্কে নিয়ে আসার আট মাস পর, বর্তমান প্রশাসন এখন সেই একই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে-যাদের ওপর কখনোই আস্থা রাখা উচিত নয় বলে রুবিও বছরের পর বছর ধরে যুক্তি দিয়ে এসেছেন। আর রুবিও-যাকে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়-তাঁর জন্য এটি একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে: ভেনেজুয়েলা ও কিউবার যেসব ভোটার তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের কাছে তাঁকে এর জন্য কতটা চড়া মূল্য দিতে হবে? প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ এই চুক্তির ঘোষণা দিয়ে এটিকে "বিশ্ব ইতিহাসের বৃহত্তম তেল চুক্তি" হিসেবে অভিহিত করেন। উভয় সরকারের বিবৃত শর্তানুযায়ী, একটি নতুন যৌথ উদ্যোগ ভেনেজুয়েলার ১৭টি তেল ক্ষেত্র উন্নয়নের কাজ করবে, যেখানে ৬৫ বিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুদের প্রমাণিত সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যক্ষ মালিকানা এবং উৎপাদন খরচে অপরিশোধিত তেল কেনার অধিকার-উভয় উপায়ের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র এই তেল উৎপাদনের ৫৫ শতাংশ অংশের মালিকানা লাভ করবে।

## 'আমি চলে গেলে আমার

৭ পৃষ্ঠার পর

তৈরি করেছে, যার পাতায় রয়েছে সংবিধানের সামনে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়ানো ট্রাম্পের একটি গম্ভীর ছবি। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েন বিভাগ বা ইউএস মিন্ট তাঁর ছবি দেওয়া ১ ডলারের বিশেষ কয়েনও বাজারে ছেড়েছে।

শুধু তাই নয়, নিজের নানা উদ্যোগেরও নাম দিচ্ছেন নিজের নামেই। এর মধ্যে রয়েছে 'ট্রাম্প অ্যাকাউন্টস', 'ট্রাম্পআরএক্স' এবং 'ট্রাম্প গোল্ড কার্ড'। এই গোল্ড কার্ডটি ১০ লাখ ডলার দিয়ে কিনলে যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত স্থায়ী বসবাসের সুবিধা পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীও 'ট্রাম্প-ক্লাস' যুদ্ধজাহাজ এবং 'ইউএসএস ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প' নামের বিমানবাহী রণতরি তৈরি করছে।

কিন্তু ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল খেলা চলছে হোয়াইট হাউসেই। এর ঐতিহাসিক 'ইস্ট উইং' বা পূর্ব অংশটি ভেঙে তিনি গড়ে তুলছেন ৯০ হাজার বর্গফুটের এক বিশাল ভবন।

সেখানে থাকবে সোনা দিয়ে মোড়ানো বুলেট-প্রুফ একটি বলরুম। নিচে থাকবে পরমাণু হামলা

প্রতিরোধী বাঙ্কার এবং ছাদে থাকবে 'ড্রোন পোর্ট'। সম্প্রতি এই ভবনের নকশা ফাঁসের পর শোরগোল পড়ে গেছে। কারণ এতে সোনালি মার্বেল পাথরের মেঝে ও সোনার প্রলেপ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, যা আগের অনুমোদিত নকশায় ছিল না।

সুপ্রিম কোর্ট যদিও এই নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, তবে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসসহ অন্য বিচারকেরা পুরো বিষয়টির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ নিয়ে ট্রাম্পের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বলেন, 'এই ভবনে আমার নাম থাকা উচিত। আমি জানি না থাকবে কি না, তবে থাকাটাই উচিত।'

হোয়াইট হাউসের একজন বড় কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ট্রাম্প এই মেয়াদের মধ্যেই কাজ শেষ করতে চান, যেন ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় এলেও এটি সহজে ভেঙে ফেলতে না পারে।

তিনি বলেন, 'এই বলরুমটি তৈরি হয়ে গেলে সবাই চিরকাল জানবে যে এটি ট্রাম্পেরই কীর্তি। ডেমোক্র্যাটরা কি এসে এটি গুঁড়িয়ে দেবে? আমার মনে হয় না তারা তা পারবে।'

ট্রাম্পের নিজেরও একই বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'তারা শারীরিকভাবেও এটি ভাঙতে পারবে না। এটি তৈরিতে এত শক্ত ইস্পাত আর কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে যা পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়। আপনি একটি জ্যাকহ্যামার দিয়ে এর স্তম্ভে টানা দুই দিন আঘাত করলেও কোনো আঁচড় কাটতে পারবেন না।'

৮০ বছর বয়সী ট্রাম্পের ওপর এখন ইমপিচমেন্ট আর তদন্তের খাঁড়া ঝুলছে। হয়তো এ কারণেই তার মধ্যে জীবন নিয়ে এক নতুন দর্শন কাজ করছে। একাধিকবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর ট্রাম্প এখন নিজের পরকাল নিয়েও বেশ ভাবছেন। গত বছর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সময় তিনি ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস চ্যানেলে খোলাখুলি বলেছিলেন, 'সম্ভব হলে আমি স্বর্গে যেতে চাই। আমি অবশ্য শুনছি, আমার অবস্থা নাকি ভালো না। স্বর্গে যাওয়ার দৌড়ে নাকি আমি একেবারে তলানিতে আছি। তবে যদি যেতে পারি, তবে এই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা হবে তার অন্যতম একটি কারণ।'

## ইরানের সঙ্গে সংঘাতকে

৬ পৃষ্ঠার পর

পারে, তা নিশ্চিত করাই এখন ওয়াশিংটনের লক্ষ্য।

ভ্যান্স বলেন, 'আমি এটাকে "যুদ্ধ" বলব না। এখন কোনো গোলাগুলি চলছে না। আমি স্বীকার করছি, কিছু জায়গায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে।'

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ হাজারের বেশি সেনা রয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসন এ অঞ্চলে সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়েছে। বর্তমানে অঞ্চলটিতে প্রায় ২০টি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। সেখানে কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় সেনাদের মোতায়েন রাখা হয়েছে। ইউরোপ ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে সেনা সরিয়ে আনা হয়েছে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়সীমা নিয়ে বারবার প্রশ্ন করা হলে ভ্যান্স বলেন, বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের হামলা বন্ধ হলেই এর অবসান ঘটবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইরানিরা কবে জাহাজে গুলি চালানো বন্ধ করবে? বাস্তবতা হলো, এর উত্তর আমি জানি না।' তেহরান বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানো অব্যাহত রাখলে কোনো আলোচনা হবে না বলেও জানান জেডি ভ্যান্স।

এদিকে বারবার গোলাগুলি এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত সমাপ্তি না হওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম এখনো বেশি রয়েছে। গত মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র ইরানে বিমান হামলা চালায়। হরমুজ প্রণালিতে ইরানের হামলার জবাবে দেশটির উপকূলীয় এলাকায় সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে এসব হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন। যুদ্ধ বেড়ে যাওয়ায় তেলের দাম বেড়ে জুলাইয়ের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

## ১০০ বছর পর প্রথম জীবিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় জায়গা পেলেন ট্রাম্প

৬ পৃষ্ঠার পর

উদযাপনে প্রকাশিত একটি অর্ধ-ডলারের মুদ্রায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজের ছবি ছিল। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের 'সার্কুলেটিং কালেক্টেবল কয়েন রিডিজাইন অ্যাক্ট ২০২০' আইনটির উদাহরণও এনেছে ট্রাম্প প্রশাসন ।

যদিও এ আইন অনুযায়ী মুদ্রার পেছনের পিঠে জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ, তবে এটি মুদ্রার সামনের পিঠের জন্য প্রযোজ্য নয়। নতুন ১ ডলারের মুদ্রায় ট্রাম্পের ছবি ফুটে উঠেছে সামনের পিঠেই। ১৮৬৬ সালের 'থেয়ার সংশোধনী' অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কাগুজে নোটে যেকোনো জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও প্রথাগতভাবে এটি ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।


Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com



সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

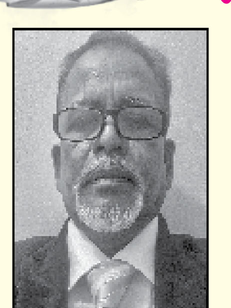

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

# জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিতের ট্রাম্পের

১০ পৃষ্ঠার পর

তোলেননি; বরং মামলাকারীদের সাংবিধানিক দাবির সম্ভাব্য শক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আদালতের মতে, সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিশুদের নাগরিকত্ব বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আগের সিদ্ধান্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের ভিত্তি চতুর্দশ সংশোধনীর নাগরিকত্ব ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৮৬৮ সালে অনুমোদিত এই সংশোধনী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আইনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হয়। বহু দশক ধরে এর ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্ম নেওয়া শিশুদের নাগরিকত্ব স্বীকৃত হয়েছে, কিছু ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম ছাড়া।

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন আদেশকে তাই শুধু অভিবাসন নীতি হিসেবে দেখলে পুরো বিষয়টি বোঝা যায় না। এর সঙ্গে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা, নির্বাহী ক্ষমতার সীমা এবং সুপ্রিম কোর্টের নজিরও সরাসরি যুক্ত।

এই মামলায় অভিবাসী পরিবারগুলোর উদ্বেগও সামনে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া কোনো শিশুর বাবা-মা যদি বিদেশি নাগরিক হন, তাদের অভিবাসন অবস্থার ওপর ভিত্তি করে শিশুটির নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কি না–এটাই বড় প্রশ্ন। নতুন আদেশের কারণে এমন পরিবারগুলো ভবিষ্যতে নথিপত্র, পাসপোর্ট এবং নাগরিকত্বের স্বীকৃতি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে পারে বলে অধিকার সংগঠনগুলো আশঙ্কা করছে।

তবে আদালতের বর্তমান সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে পুরো আইনি বিতর্ক শেষ করেনি। এটি একটি প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা। মূল মামলার শুনানি, পরবর্তী আদালতের সিদ্ধান্ত এবং শেষ পর্যন্ত আপিল প্রক্রিয়া–সবকিছু সামনে রয়েছে। প্রশাসন চাইলে উচ্চ আদালতে বিষয়টি নিয়ে যেতে পারে।

রাজনৈতিক দিক থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন নিয়ন্ত্রণকে দ্বিতীয় মেয়াদের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক অগ্রাধিকার হিসেবে ধরে রেখেছে। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে অবস্থানটি তার সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয় হলেও বিরোধীদের কাছে এটি সাংবিধানিক অধিকার সীমিত করার চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, অভিবাসন ইস্যুটি আরও রাজনৈতিক গুরুত্ব পেতে পারে। রিপাবলিকানরা সীমান্ত নিরাপত্তা ও অভিবাসন নিয়ন্ত্রণকে নিজেদের রাজনৈতিক সাফল্যের অংশ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। ডেমোক্র্যাটরা আবার আদালতের রায় ও সাংবিধানিক অধিকারকে সামনে এনে প্রশাসনের নীতির বিরোধিতা করছে। এদিকে এই আইনি লড়াইয়ের প্রভাব পাসপোর্ট নীতিতেও পড়তে পারে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ইতিমধ্যে শিশুদের পাসপোর্ট আবেদনের সময় বাবা-মায়ের নাগরিকত্ব বা অভিবাসন অবস্থার প্রমাণ চাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত তাই ভবিষ্যৎ পাসপোর্ট প্রক্রিয়ার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

গত ৩ সেপ্টেম্বরের পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নীতি কার্যকরভাবে আটকে আছে। তবে এখানেই শেষ নয়।

# মক্কা চুক্তি বাংলাদেশের জন্য সুযোগ,

২৫ পৃষ্ঠার পর

এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর আকাঙ্ক্ষা–সবকিছুই এর পেছনের কৌশলগত প্রেক্ষাপট।

সুতরাং একে সরাসরি ইরানবিরোধী বা ইসরায়েলবিরোধী জোট না বলে একটি নতুন 'রিজিওনাল ব্যালান্সিং মেকানিজম' (এমন একধরনের কৌশল বা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোনো একক দেশের অতিমাত্রায় শক্তিশালী হয়ে ওঠা বা আধিপত্য বিস্তার রোধ করে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে) হিসেবে দেখা সম্ভব। এই জোট একই সঙ্গে ইরান ও ইসরায়েলের প্রতি একটি রাজনৈতিক বার্তা এবং যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর আঞ্চলিক নিরাপত্তাব্যবস্থা থেকে 'ডাইভারসিফিকেশন' (কোনো দেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একাধিক দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক বিস্তার)-এর প্রচেষ্টা।

এখানেই বাংলাদেশের প্রশ্নটি জরুরি হয়ে উঠেছে। ২৭ আগস্ট জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেন, 'এ প্যাক্ট তিনটি দেশের মধ্যে হয়েছে। এ প্যাক্টটিকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছি। এতে যোগদান বা যোগদান না করার বিষয়টি এখনো আসেনি, কারণ এটা নির্ভর করছে প্যাক্টের সদস্যদের অভিপ্রায়ের ওপর। তারা যদি বাংলাদেশকে এ প্যাক্টে নেওয়ার বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এটাকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করব।'

তিনি (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) আরও বলেন, 'তার আগে এর (প্যাক্ট) ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করাটা, সম্ভবত সে সময় আসেনি। আমরা নিশ্চয়ই এসব বিষয় বিবেচনা করব। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে একটা কথা, এ প্যাক্ট যদি বিস্তৃত হয়, এটা হচ্ছে বিশ্ব মুসলিম সমাজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। এটা আমাদের পরিবার। এটা মুসলিম পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তা নিয়ে কারও, অন্যদের উদ্বেগের অবকাশ নেই।' (মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগ দেওয়া নির্ভর করছে সদস্যদেশগুলোর অভিপ্রায়ের ওপর: পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রথম আলো অনলাইন, ২৭ আগস্ট ২০২৬)

ফলে বিষয়টি এখন আর দূরের কোনো আঞ্চলিক ঘটনার আলোচনা নয়; বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বাস্তব নীতি নির্ধারণের সময়।

## বাংলাদেশ কী পেতে পারে?

মক্কা চুক্তিতে যোগদানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি রয়েছে। সৌদি আরব বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শ্রমবাজার এবং মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংশীদারদের একটি। তুরস্ক বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা আধুনিকায়নে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কও সাম্প্রতিক সময়ে নতুনভাবে বিস্তৃত হচ্ছে।

ফলে একটি কাঠামোবদ্ধ নিরাপত্তা অংশীদারত্ব বাংলাদেশের সামরিক প্রশিক্ষণ, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, ড্রোন, সাইবার নিরাপত্তা, গোয়েন্দা সহযোগিতা এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপত্তা পরিবেশও সহজ নয়। মিয়ানমারের দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতা, রোহিঙ্গা সংকট, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে বৃহৎ শক্তির প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের জন্য নতুন 'সিকিউরিটি অপশনস' (নিরাপত্তা বিকল্প) প্রয়োজনীয় করে তুলছে।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেখা টানা দরকার: প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আর যৌথ প্রতিরক্ষা বাধ্যবাধকতা এক বিষয় নয়। বাংলাদেশ তুরস্কের সঙ্গে প্রতিরক্ষাশিল্পে কাজ করতে পারে, সৌদি আরবের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক প্রশিক্ষণ ও বিনিময় জোরদার করতে পারে। কিন্তু এর কোনোটিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই অর্থ বহন করে না যে সৌদি আরব, পাকিস্তান বা তুরস্কের ভবিষ্যৎ কোনো যুদ্ধ বাংলাদেশের যুদ্ধ হয়ে যাবে।

## ঝুঁকিটা কোথায়?

সবচেয়ে তাৎক্ষণিক প্রশ্ন আসবে ভারতের দিক থেকে। পাকিস্তান মক্কা চুক্তির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তুরস্কের সঙ্গেও ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে বাংলাদেশ যদি পূর্ণ যৌথ প্রতিরক্ষা সদস্য হয়, নয়াদিল্লি সেটিকে পাকিস্তান এবং তুরস্ককে কেন্দ্র করে যৌথ নিরাপত্তাবলয়ের দিকে বাংলাদেশের কৌশলগত ঝোঁক হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অবশ্যই ভারতের অনুমোদননির্ভর হওয়া উচিত নয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নিজের নিরাপত্তা অংশীদার নিজেই নির্ধারণ করবে। কিন্তু কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং কৌশলগত অসংবেদনশীলতা এক জিনিস নয়। বাংলাদেশের প্রায় পুরো স্থলসীমান্ত ভারত দিয়ে ঘেরা; পানি, বিদ্যুৎ, বাণিজ্য, সংযোগ, ট্রানজিট এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে দুই দেশের গভীর পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে। তাই বাংলাদেশের এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, যা বাস্তব নিরাপত্তা সুবিধার তুলনায় অপ্রয়োজনীয় প্রতিবেশী-অবিশ্বাস বেশি তৈরি করে।

দ্বিতীয় বড় প্রশ্ন ইরান। বাংলাদেশের সঙ্গে ইরানের কোনো মৌলিক নিরাপত্তা বিরোধ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে সংঘাত হলে 'কালেকটিভ ডিফেন্স ক্লজ' বাংলাদেশের জন্য ঠিক কী অর্থ বহন করবে? বাংলাদেশকে কি সেনা পাঠাতে হবে? সামরিক ঘাঁটি বা আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে? গোয়েন্দা তথ্য দিতে হবে? নাকি শুধু রাজনৈতিক সমর্থন জানালেই চলবে? একই প্রশ্ন তুরস্ককে ঘিরেও উঠতে পারে। তুরস্কের কোনো আঞ্চলিক সংঘাত কি বাংলাদেশের জন্য 'কালেকটিভ ডিফেন্স অবলিগেশন' সৃষ্টি করবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সদস্যপদের প্রকৃত মূল্য বা ঝুঁকি নির্ধারণ করা অসম্ভব। বাংলাদেশকে চীনের কথাও ভাবতে হবে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের গভীর অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার এবং জাপান অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বড় শক্তি হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সঙ্গে একই সময়ে কাজ করার ক্ষমতা। কোনো সামরিক জোটে প্রবেশ করে সেই 'ফ্লেক্সিবিলিটি' (পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং জাতীয় স্বার্থ অর্জনে কৌশল পরিবর্তন করার ক্ষমতা) সংকুচিত করা উচিত হবে না।

বাংলাদেশের সামনে তৃতীয় পথ আছে

বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত 'যোগ দেব' অথবা 'যোগ দেব না'–এ দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথমে বাংলাদেশের উচিত চুক্তিটির সম্পূর্ণ আইনি ও সামরিক কাঠামো পরীক্ষা করা। অন্তত চারটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর প্রয়োজন: কোন পরিস্থিতিতে 'কালেকটিভ ডিফেন্স ক্লজ' কার্যকর হবে; চুক্তিটির ভৌগোলিক পরিধি কী; সদস্যরাষ্ট্রকে কী ধরনের সামরিক সহায়তা দিতে হবে এবং কোনো সংঘাতে অংশগ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ নিজের 'সভরেন ভেটো' (সার্বভৌম রাষ্ট্রের এমন একচ্ছত্র ক্ষমতাকে, যার মাধ্যমে কোনো আইন, প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তকে একতরফাভাবে বাতিল বা স্থগিত করা যায়) বজায় রাখতে পারবে কি না।

বাংলাদেশ চাইলে শুরুতে পূর্ণ সদস্য না হয়ে পর্যবেক্ষক, সংলাপের অংশীদার অথবা প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অংশীদা হওয়ার প্রস্তাব করতে পারে। যৌথ প্রশিক্ষণ, সাইবার নিরাপত্তা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শান্তি রক্ষা, সামরিক প্রযুক্তি এবং গোয়েন্দা সহযোগিতায় অংশ নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু অটোমেটিক ওয়ার অবলিগেশন (স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বাধ্যবাধকতা) এড়িয়ে।

যদি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে তার আগে 'প্রিভেন্টিভ ডিপ্লোমেসি' (এমন একধরনের কূটনৈতিক পদক্ষেপ, যা কোনো বিবাদকে সশস্ত্র সংঘাতে রূপ নিতে বাধা দেয়) প্রয়োজন। ভারত, ইরান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারকে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে–বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় এবং এটি বিদ্যমান সম্পর্কসমূহের বিকল্পও নয়। ভারতের সঙ্গে এ বিষয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের কৌশলগত সংলাপ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য মূল নীতিটি হওয়া উচিত খুব সহজ: বন্ধু বাড়াতে হবে, কিন্তু বন্ধুদের শত্রু আমদানি করা যাবে না। মক্কা চুক্তি যদি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, কূটনৈতিক গুরুত্ব এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বাড়ায়, তাহলে এর সঙ্গে গভীর সহযোগিতার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কিন্তু যদি সদস্যপদের অর্থ হয় মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং 'সিকিউরিটি অবলিগেশনস' (নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আইনি, চুক্তিভিত্তিক বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা) বাংলাদেশের ওপর নিয়ে আসা, তাহলে এর মূল্য অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে।

মক্কার ধর্মীয় আবেদন বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বাভাবিকভাবেই গভীর। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা চুক্তি ধর্মীয় আবেগ বা বন্ধুত্বের ভাষা দিয়ে নয়, তার 'ছোট ছোট অক্ষরে' লেখা 'বাধ্যবাধকতা' দিয়ে বিচার করতে হয়।

বাংলাদেশের সামনে আসল প্রশ্ন তাই এটা নয় যে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা উচিত কি না। অবশ্যই করা উচিত। আসল প্রশ্ন হলো–বাংলাদেশ কীভাবে তাদের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াবে? কখন, কোথায় এবং কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা নিজের হাতেই রাখবে থাকবে কি না? মক্কা চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের সিদ্ধান্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সেটিই।

ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক, নিরাপত্তা এবং অভিবাসন। ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম, ব্রুনেই

# ভারত প্রশ্নে বাংলাদেশের কৌশল কী

২৩ পৃষ্ঠার পর

করে। বাংলাদেশের আরেকটি বড় শক্তি হলো এর ভৌগোলিক অবস্থান। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাশে বাংলাদেশ, দুই দেশের দীর্ঘ সীমান্ত, আর বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বাংলাদেশের অবস্থান। নদী, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও নিরাপত্তায় দুই দেশ একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। তাই ভারতের যেমন বাংলাদেশকে দরকার, বাংলাদেশেরও ভারতকে দরকার।

কিন্তু নতুন সুযোগ এসেছে বলে ভৌগোলিক অবস্থান বদলে যায়নি। চীন বড় অর্থনৈতিক অংশীদার, কিন্তু তিস্তার উজানে চীন নেই। সৌদি আরব বড় শ্রমবাজার, কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিবেশী নয়। তুরস্ক প্রতিরক্ষা সহযোগী হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের নদী তুরস্ক থেকে আসে না। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়তে পারে, কিন্তু সেটিও পাশের দেশ নয়। তাই বাংলাদেশের বিকল্প বেড়েছে, কিন্তু ভারত কোনোভাবেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়নি। একইভাবে দিল্লিরও মনে করা ঠিক হবে না যে বাংলাদেশের আর কোনো বিকল্প নেই, শেষ পর্যন্ত তাকে ভারতের কাছেই আসতে হবে।

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবি আর কূটনীতি

এখানেই তারেক রহমানের সামনে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলোর একটি। শেখ হাসিনার বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের আরেকটি বিরোধ নয়; এর সঙ্গে জুলাই-আগস্টের হত্যাকাণ্ড, বিচার ও জবাবদিহির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তাই এটিকে শুধু কূটনৈতিক দর-কষাকষির একটি 'তাস' হিসেবে দেখলে বিষয়টির গুরুত্ব ছোট হয়ে যায়।

১৬ আগস্ট রয়টার্স 'বাংলাদেশ সেজ বেটার এনভায়রনমেন্ট নিডেড ফর ইন্ডিয়া ভিজিট অ্যামিড রিফট ওভার আউস্টেড লিডার' শিরোনামের প্রতিবেদনে শেখ হাসিনাকে ঘিরে বিরোধকে দুই দেশের বর্তমান সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ অনুরোধ পেয়েছে এবং নিজের আইনি কাঠামোর মধ্যে বিষয়টি দেখছে।

২১ আগস্ট রয়টার্স আবার জানায়, শেখ হাসিনা ও অন্য পলাতক ব্যক্তিদের ফেরত দেওয়ার বিষয়ে ভারতের জবাবের অপেক্ষায় আছে ঢাকা। ২২ আগস্ট পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, শেখ হাসিনাকে ফেরানোর বিষয়টি নতুন কোনো শর্ত নয়; এটি দুই দেশের চলমান আলোচনার অংশ এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা ও অনুভূতির সঙ্গেও যুক্ত।

২৩ আগস্ট জয়শঙ্করকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি উত্তর দেননি। এই নীরবতার অর্থ কী, তা নিয়ে অনুমান না করাই ভালো। কূটনীতিতে সব কথা প্রকাশ্যে বলা হয় না, এটুকুই বলা যায়।

কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এখানেও ভারসাম্য দরকার। শেখ হাসিনা ইস্যু পুরো বাদ দিয়ে দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা দেশের মানুষের বড় অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আবার বাংলাদেশের পুরো ভারতনীতিকে যদি শুধু শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার প্রশ্নে আটকে রাখা হয়, তাহলে তিস্তা, গঙ্গা, সীমান্ত, বাণিজ্য, ভিসা, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের মতো দীর্ঘমেয়াদি বিষয়ও আটকে যাবে। অর্থাৎ বিচারের দাবি চলবে, আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় যোগাযোগও রক্ষা করতে হবে; একটির জন্য অন্যটি পুরোপুরি বন্ধ করা জরুরি নয়।

মালদ্বীপের একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এখানে সীমিতভাবে কাজে লাগে। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামদ মুইজ্জু 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচারের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসে ভারতীয় সামরিক সদস্যদের সরানোর কথা বলেছিলেন। এতে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। পরে দুই পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সামরিক সদস্যদের জায়গায় বেসামরিক প্রযুক্তিবিদ রাখার ব্যবস্থা করে। এরপর ২০২৪ সালের অক্টোবরে মুইজ্জু দিল্লি সফর করেন এবং অর্থনীতি ও সামুদ্রিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা এগিয়ে নেন।

শেখ হাসিনার ইস্যু অবশ্য মালদ্বীপের ওই বিরোধের মতো নয়। এখানে বিচার ও জবাবদিহির বিষয় অনেক বেশি গুরুতর। মালদ্বীপের উদাহরণ শুধু এটুকু দেখায় যে বড় বিরোধ থাকলেও দুই রাষ্ট্রের যোগাযোগ অব্যাহত রাখা যায়। বাংলাদেশের জন্য কঠিন কাজ হলো, বিচারের দাবি, ভারতের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থ–তিনটি বিষয় একসঙ্গে সামলানো।

## বাংলাদেশের কৌশল কী হতে পারে

বাংলাদেশের সামনে নতুন দরজা খুলছে। কিন্তু সব দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে, এমন নয়। কোথায় লাভ, কোথায় নতুন দায়–সেই হিসাব-নিকাশ আগে দরকার। সাম্প্রতিক উদাহরণ সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি। ৭ আগস্ট তিন দেশ এই চুক্তি করে। চুক্তির মূলকথা, একটি দেশের ওপর সশস্ত্র হামলাকে তিন দেশের ওপর হামলা হিসেবে দেখা হবে। ২৩ আগস্ট নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস 'বাংলাদেশ ওপেন টু জয়েনিং সৌদি অ্যারাবিয়া-পাকিস্তান-তুরকিয়ে ডিফেন্স প্যাক্ট, মিনিস্টার্স সে' শিরোনামে জানায়, বাংলাদেশ এতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখছে; তবে সিদ্ধান্ত হবে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায়।

এখানে ভারত কী ভাববে, তা প্রথম প্রশ্ন বা বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কী পাবে, কী দায় নেবে? সৌদি আরব বড় শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক অংশীদার, তুরস্কের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার সুযোগ আছে, পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখাও বাংলাদেশের অধিকার। কিন্তু ভালো সম্পর্ক আর যৌথ নিরাপত্তার দায় এক কথা নয়। বন্ধুদেশের সঙ্গে ব্যবসা করা এক কথা, কিন্তু বন্ধুদেশের সব ঝামেলায় নিজের নাম জড়ানো আরেক কথা।

তাই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দরকার। বাংলাদেশ আক্রান্ত হলে অন্য সদস্যরা কী করবে? পাকিস্তান-ভারত সংঘাত হলে বাংলাদেশের দায়িত্ব কী হবে? মধ্যপ্রাচ্যে বড় যুদ্ধ হলে কোনো পক্ষ নিতে হবে কি না? আর ৫ বা ১০ বছর পর পরিস্থিতি বদলালে বাংলাদেশ কি নিজের অবস্থান বদলাতে পারবে? জোটে ঢোকার আগে ঢোকার দরজার সঙ্গে বের হওয়ার দরজাটাও দেখতে হবে। এখানেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 'স্ট্র্যাটেজিক হেজিং' ধারণাটি কাজে আসে।

সহজ বাংলায়, কোনো একটি শক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে একাধিক পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং নিজের সিদ্ধান্তের জায়গা ধরে রাখা। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ড্যারেন লিম ও রোহান মুখার্জি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস অব দ্য এশিয়া-প্যাসিফিক সাময়িকীতে তাঁদের 'হেজিং ইন সাউথ এশিয়া: ব্যালান্সিং ইকোনমিক অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন্টারেস্টস অ্যামিড সাইনো-ইন্ডিয়ান কম্পিটিশন' গবেষণায় শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের অভিজ্ঞতায় দেখিয়েছেন, ছোট রাষ্ট্র বড় শক্তির প্রতিযোগিতা থেকে সুবিধা নিতে পারে; কিন্তু এক দিকে বেশি ঝুঁকলে নিজের পরিসরও ছোট হয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সামনে আরেকটি বড় বিষয় হলো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। বড় প্রতিরক্ষা জোটে যোগ দেওয়া শুধু সরকার বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয় নয়; এর সঙ্গে সংসদ, প্রতিরক্ষানীতি ও মানুষের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ জড়িত। আজ একটি সরকার যে নিরাপত্তা দায় নেবে, কাল অন্য সরকারকেও তা বহন করতে হতে পারে। তাই তাৎক্ষণিক লাভের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক মূল্যও দেখতে হবে।

বাংলাদেশের বিকল্প যত বাড়বে, দিল্লির সঙ্গে দর-কষাকষির জায়গাও বাড়তে পারে।

কিন্তু ভারতকে চাপ দেওয়ার অস্ত্র হিসেবে সেই বিকল্পকে ব্যবহার করলে উল্টো ফল হতে পারে। দিল্লি তখন বাংলাদেশের নতুন সম্পর্কগুলোকে নিজের বিরুদ্ধে জোট হিসেবে দেখতে পারে। দর-কষাকষির শক্তি আর কাউকে কোণঠাসা করা এক কথা নয়।

তারেক রহমানের পরীক্ষাটা তাই খুব সহজ নয়। শত্রু নয়, নতুন বন্ধু তৈরি করতে হবে। সুযোগ নিতে হবে, কিন্তু এমন দায় নয়, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের হাত বেঁধে দেবে। দিল্লির সঙ্গে সহযোগিতা থাকবে, আবার অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার স্বাধীনতাও থাকবে। 'বাংলাদেশ ফার্স্ট'-এর আসল পরীক্ষা সম্ভবত এখানেই।

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার শিক্ষক ও
গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

মতামত লেখকের নিজস্ব

## নিউইয়র্ক সিটির অষ্টম শ্রেণির

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ও জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ বাড়াতে এ অর্থ অনুমোদন করেছে সিটি প্রশাসন। উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মকে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার ইতিহাস সম্পর্কে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া।

দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্টের গত ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের আইনপ্রণেতারা শিক্ষার্থীদের ৯/১১ মেমোরিয়ালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের উদ্যোগ নিয়েছেন।

৯/১১ হামলা নিউইয়র্কের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটি। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আল-কায়েদার সন্ত্রাসীরা চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে। দুটি বিমান নিউইয়র্ক সিটির ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে আঘাত করে।

এই হামলায় প্রায় ৩ হাজার মানুষ নিহত হন।

নিউইয়র্ক সিটির বহু বর্তমান স্কুলশিক্ষার্থী হামলার সময় জন্মই নেয়নি। ফলে তাদের জন্য ৯/১১ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ব্যক্তিগত স্মৃতি নয়।শহরের নতুন কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সেই ইতিহাস সরাসরি শেখানো। শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা ঘটনাটির মানবিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবে। ৯/১১ মেমোরিয়াল ও মিউজিয়ামে নিহতদের নাম, হামলার ছবি, উদ্ধারকাজ এবং সেই সময়কার বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে।

তবে শিশুদের জন্য এমন শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতাও প্রয়োজন। সন্ত্রাসী হামলার ছবি ও ব্যক্তিগত গল্প অনেক শিক্ষার্থীর জন্য মানসিকভাবে কঠিন হতে পারে। তাই বয়স উপযোগী শিক্ষামূলক পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ।অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরনের ভ্রমণ ইতিহাস, নাগরিক শিক্ষা এবং জননিরাপত্তার পাঠের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

৯/১১ শুধু নিউইয়র্ক নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নীতিতেও বিশাল পরিবর্তন এনেছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা, গোয়েন্দা ব্যবস্থা, সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং আন্তর্জাতিক সামরিক নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।শিক্ষার্থীরা স্মৃতিসৌধে গিয়ে শুধু হামলায় নিহতদের সম্পর্কে নয়, উদ্ধারকর্মীদের ভূমিকা, বেঁচে যাওয়া মানুষদের অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তী পুনর্গঠন সম্পর্কেও জানতে পারে।

এখানে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ১০ লাখ ডলার দিয়ে কতজন শিক্ষার্থীকে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া যাবে, তা স্কুলের সংখ্যা ও পরিবহন ব্যয়ের ওপর নির্ভর করবে।

নিউইয়র্ক সিটির সরকারি স্কুলে অনেক শিক্ষার্থী নিম্নআয়ের পরিবার থেকে আসে। স্কুলের পক্ষ থেকে এমন শিক্ষামূলক ভ্রমণের খরচ বহন করা অনেক সময় কঠিন হতে পারে। সরকারি অর্থায়ন সেই বাধা কমাতে পারে।

এই উদ্যোগ নিউইয়র্কের ইতিহাস শিক্ষার অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। সিটির বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিশুই ৯/১১ সম্পর্কে শুধু বই বা ভিডিও থেকে জানে।

তবে ঘটনাটিকে রাজনৈতিক প্রচারণা হিসেবে ব্যবহার না করে ঐতিহাসিক তথ্য, নিহতদের মানবিক গল্প এবং সন্ত্রাসবাদের প্রভাব সম্পর্কে নিরপেক্ষ শিক্ষা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশি ও অন্যান্য অভিবাসী পরিবারের শিক্ষার্থীরাও নিউইয়র্ক সিটির স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের জন্যও এটি আমেরিকার আধুনিক ইতিহাস বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।৯/১১-র শিক্ষা শুধু অতীত স্মরণ করার বিষয় নয়। এর মাধ্যমে ধর্মীয় বিদ্বেষ, সন্ত্রাসবাদ, নাগরিক স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজে সহাবস্থানের বিষয় নিয়েও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটির জন্য ৯/১১ মেমোরিয়াল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন। সেখানে নিহতদের স্মরণ করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাস শেখানোও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।অতএব, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ শুধু একটি স্কুল ভ্রমণ কর্মসূচি নয়; এটি শহরের ইতিহাস ও নাগরিক শিক্ষার অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

## নিউইয়র্কে বাংলাদেশি ইউসুফসহ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

একটি ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে ঢুকে গুলি। মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন ৪৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি প্রবাসী মোহাম্মদ ইউসুফ। তাঁর সহকর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েও প্রাণে বেঁচে যান। দুদিন পর ব্রঙ্কসের একটি দোকানে আবার একই দৃশ্য। এবার গুলিতে মারা গেলেন ৩৩ বছর বয়সী এক ক্রেতা। দুই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ মিলিয়ে পুলিশ যখন একই ব্যক্তির দিকে আঙুল তুলল, তখন শুরু হলো নিউইয়র্কজুড়ে খোঁজ। সেই খোঁজ শেষ হয়েছে গত ২৯ আগস্ট শনিবার সকালে। নিউইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, দুই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ৩১ বছর বয়সী জেসুস অ্যাকোস্টাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েক দিন ধরে তার ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শহরজুড়ে। পুলিশের পাশাপাশি মাঠে নামে এফবিআই। কোথাও তার সন্ধান মিললে জানাতে বলা হয় সাধারণ মানুষকে। এফবিআই ঘোষণা করে ২৫ হাজার ডলারের পুরস্কার। ইউনাইটেড বোদেগাস অব আমেরিকা আরও ১০ হাজার ডলার যোগ করে। সব মিলিয়ে তার মাথার ওপর পুরস্কার দাঁড়িয়েছিল ৩৫ হাজার ডলার। শেষ পর্যন্ত ২৯ আগস্ট শনিবার সকালে অ্যাকোস্টাকে হেফাজতে নেয় এনওয়াইপিডি। তবে কোথা থেকে তাকে ধরা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারের সময় কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সে বিষয়ে ঐদিন বিকেল পর্যন্ত পুলিশ বিস্তারিত জানায়নি। তার বিরুদ্ধে ঠিক কোন কোন অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই পূর্ণ তালিকাও তখন প্রকাশ করা হয়নি।

এই গ্রেপ্তারের সূত্রপাত ব্রুকলিনের ব্রাউনসভিল থেকে। গত ২৩ আগস্ট, রোববার রাত পেরিয়ে মধ্যরাতের কিছু পর। ৮৪২ রকওয়ে অ্যাভিনিউয়ের 'আমেরিকান বেস্ট উইংস অ্যান্ড পিৎজা' রেস্টুরেন্টে তখন কাজ করছিলেন মোহাম্মদ ইউসুফ ও তাঁর বন্ধু-সহকর্মী মোহাম্মদ রাসেল। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, অ্যাকোস্টা রেস্টুরেন্টে ঢুকে প্রথমে রাসেলের পায়ে গুলি করে। এরপর ইউসুফের মাথায় গুলি চালায়। পরে রেস্টুরেন্ট থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় সে। ইউসুফকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। গুলিবিদ্ধ রাসেল পরে অইঈ৭ ঘবংি ণড়ৎশ-কে সেই রাতের ভয়ংকর মুহূর্তের কথা জানান। তাঁর উরুতে গুলি লেগেছিল এবং প্রতিবেদন প্রকাশের সময়ও গুলিটি তাঁর শরীরে ছিল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি মেঝেতে পড়ে মৃতের ভান করেন। বন্দুকধারী কাছে এসে তাঁকে পরীক্ষা করেছিল বলেও জানান রাসেল। তাঁর ধারণা, তিনি মারা গেছেন ভেবেই হামলাকারী তাঁকে আর গুলি করেনি। সেই কয়েক মুহূর্তের অভিনয়ই সম্ভবত তাঁর জীবন বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু পাশে পড়ে থাকা বন্ধু ইউসুফ আর উঠতে পারেননি।

স্থানীয় আমেরিকান গণমাধ্যমে নিহতের নাম কখনও গউ ণড়ঁংঁভ, কখনও গউ ণড়ঁংঁবভ বা গউ ণড়ঁংড়ভ হিসেবে লেখা হয়েছে। পরিবারের তথ্য ও বাংলাদেশি কমিউনিটির সূত্রে তাঁর পূর্ণ নাম মোহাম্মদ ইউসুফ রাজু। তিনি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর এলাকার বাসিন্দা। প্রায় তিন বছর আগে পরিবারের ভবিষ্যৎ বদলানোর আশায় ৩০ লাখ টাকা খরচ করে মেক্সিকো সীমান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। দেশে থাকা পরিবারটি তাঁর আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক গণমাধ্যম এবং তাঁর পরিবারের জন্য খোলা তহবিল সংগ্রহের পৃষ্ঠায় তাঁকে দুই কন্যাসন্তানের জনক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মেয়েদের বয়স ১২ ও ৩ বছর।

ইউসুফ হত্যার তদন্ত তখনও চলছিল। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করছিল, প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু মাত্র দুদিন পরই নিউইয়র্কের আরেক প্রান্তে একই ধরনের আরেকটি ঘটনা তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

২৫ আগস্ট মঙ্গলবার রাত ১২টা ১৬ মিনিটের দিকে ব্রঙ্কসের ইস্ট ১৪৯তম স্ট্রিট ও ওয়ালটন অ্যাভিনিউয়ের কাছে '১৪৯ এৎবধঃ উবষর'-তে ঢোকে এক বন্দুকধারী। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দোকানে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অস্ত্র বের করে এক ক্রেতাকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ৩৩ বছর বয়সী টেভন শুলার। গুলি লাগে তাঁর বুকে। এরপর বন্দুকধারী কাউন্টারের পেছনে গিয়ে ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা নেয় এবং পালিয়ে যায়। শুলারকে লিংকন হাসপাতালে নেওয়া হলেও পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর দুটি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ মিলিয়ে দেখতে শুরু করে পুলিশ। পোশাক, শারীরিক গঠন, চলাফেরা এবং অন্যান্য তথ্য মিলিয়ে তদন্তকারীরা ৩১ বছর বয়সী ব্রঙ্কসের বাসিন্দা জেসুস অ্যাকোস্টাকে সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করেন।

পুলিশের কাছে অ্যাকোস্টা একেবারে অপরিচিত নাম ছিল না। তার পুরোনো অপরাধের রেকর্ডও এবার নতুন করে সামনে আসে।

অইঈ৭ ঘবংি এর তথ্য অনুযায়ী, অ্যাকোস্টা এর আগে ১৩ বার গ্রেপ্তার হয়েছে। তার অপরাধের শুরু কিশোর বয়সেই। মাত্র ১৪ বছর বয়সে সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনায় প্রথমবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

এই দুই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ব্রুকলিনের ঘটনাটি নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য আলাদা এক বেদনা হয়ে আছে। ইউসুফ ছিলেন রাতের শিফটে কাজ করা একজন অভিবাসী শ্রমজীবী মানুষ। পরিবারের জন্য আয় করতেন, বাংলাদেশে তাদের কাছে টাকা পাঠাতেন, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করছিলেন। অথচ কর্মস্থলে কয়েক সেকেন্ডের বন্দুক হামলায় সেই জীবন থেমে যায়।

তথ্যসূত্র: ABC7 New York, Spectrum News NY1

## যুক্তরাষ্ট্রে সহিংস অপরাধ কমার

৫৮ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ কমেছে। এর মধ্যে হত্যাকাণ্ডের হার ১৮.৫ শতাংশ কমে প্রতি ১ লাখ মানুষে ৪.১-এ নেমে এসেছে, যা ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের পর সর্বনিম্ন। আর এই পতনের ধারা থেমে নেই, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধেও বড় শহরগুলোতে সহিংস অপরাধ আরও কমেছে বলে ডেটা বিশ্লেষণে দেখা গেছে। মহামারি-পরবর্তী সময়ে অ্যালকোহল, অবৈধ ওষুধ ও অস্ত্র কেনাকাটা কমে আসা অপরাধ দমনে বড় প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি বিধিনিষেধ উঠে গিয়ে মানুষের কর্মসংস্থান ও সামাজিক জীবনযাত্রা স্থিতিশীল হওয়ায় তরুণরা অপরাধ থেকে দূরে থাকছে। আধুনিক পুলিশ বাহিনীও এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স এবং প্যালানটির গথাম-এর মতো সফটওয়্যার ব্যবহার করে অপরাধের হটস্পট ও আসামিদের দ্রুত শনাক্ত করছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কম বয়সীদের অনুপাত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাচ্ছে। যেহেতু তরুণরাই ঐতিহাসিকভাবে স্ট্রিট ক্রাইমের সঙ্গে বেশি যুক্ত থাকে, তাই এই ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন অপরাধ কমাতে বড় ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া একটি চিকিৎসাগত দিকও গবেষকদের নজর কেড়েছে। ওজেমপিক-এর মতো জিএলপি-১ গোত্রের ওজন কমানোর ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার মানুষের অ্যালকোহল আসক্তি এবং হঠাৎ আবেগের বশে কোনও অপরাধ করে ফেলার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করছে বলে চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেছে।

মার্কিন বিচার বিভাগের সাবেক শীর্ষ পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ লিওনার্ড অ্যাডাম সাইপস জুনিয়র জানান, অ্যালকোহল ব্যবহার কমে যাওয়া এবং দেশের মানুষের গড় বয়স বাড়ার বিষয়টি অপরাধ কমার পেছনে স্পষ্ট অবদান রাখছে। তবে ড্রোন কিংবা অটোমেটিক লাইসেন্স প্লেট রিডারের মতো প্রযুক্তি কাজ করলেও সব নতুন প্রযুক্তির সার্বিক প্রভাব জানার সময় এখনও আসেনি।

অন্যদিকে ভেরা ইনস্টিটিউট অব জাস্টিস-এর প্রেসিডেন্ট ইনশা রহমান মনে করেন, এটি কেবল কোভিডের পর স্বাভাবিক ধারায় ফেরার বিষয় নয়। শিকাগো, বাল্টিমোর, ডেট্রয়েট ও লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো শহরগুলো তরুণদের জন্য গ্রীষ্মকালীন কর্মসংস্থান, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এবং অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোয় পুলিশ ও সামাজিক কর্মীদের সমন্বিত পদক্ষেপের পেছনে যে বিনিয়োগ করেছে, তার ফল মিলছে।

যদিও ট্রাম্প প্রশাসন ওয়াশিংটন ডিসি ও মেমফিস শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন এবং কঠোর প্রসিকিউশনকে এই সাফল্যের কারণ হিসেবে দাবি করেছিল। তবে সাইপস ও ইনশা রহমান উভয়েই এই দাবি খারিজ করে জানান, যেসব শহরে ন্যাশনাল গার্ড পাঠানো হয়নি বা আইনি কঠোরতা বাড়ানো হয়নি, সেখানেও অপরাধ সমানভাবে কমেছে।

তবে আগামী দিনে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে কিংবা মহামারি-পরবর্তী কেন্দ্রীয় তহবিল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে অপরাধ দমনের এই ইতিবাচক ধারা বজায় রাখা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্র: অ্যাক্সিওস

## বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

৫ পৃষ্ঠার পর

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার কথাও জানান। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, বোয়িং বাংলাদেশকে হতাশ করবে না। একইসঙ্গে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত মনোযোগের কথা তিনি সবসময় মনে রাখবেন বলেও উল্লেখ করেন।

ট্রাম্পের চাওয়া অনুযায়ী বোয়িং কিনছি  এয়ারবাসও কিনব- বাংলাদেশের বিমানমন্ত্রী

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাওয়া অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ বাংলাদেশ কিনছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

তিনি বলেছেন, "আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ট্রাম্প একটা জিনিস চেয়েছে যে, 'আমাদের বোয়িংগুলি ইউজ করেন'। আমরা করছি, আমরা কিনছি। ১৪টি বোয়িং কিনছি, আরও আমরা লিজ নিব।

"আমরা এদিকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং জার্মানি থেকে যে এয়ারবাস (উড়োজাহাজ) তৈরি হয়, সেখান থেকে ওদের কাছ থেকেও কিনছি, ওদের কাছ থেকেও কিনব। আমরা সবকিছু বাড়াব, ভালো করব।"

সোমবার (৩১ আগস্ট) ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের সমন্বয় সভায় তিনি এ কথা বলেন। জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মিল্লাত ময়মনসিংহ, শেরপুর ও নেত্রকোণায় সরকারের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য গত ২৭ আগাস্ট দায়িত্ব পান।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ট্রাম্পের অবদান তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের কাছে বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ বেচার কথা রোববার এক্স পোস্টে তুলে ধরেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত সার্জিও গোর।

তিনি বলেছেন, "চলতি সপ্তাহেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আরেকটি অসাধারণ চুক্তি হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা তাদের প্রাথমিক ক্রয়াদেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের প্রেসিডেন্ট আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে এবং আমাদের অংশীদারদেরও মহান করে তুলছেন!"

নানা আলোচনার মধ্যে ১৪টি উড়োজাহাজ কিনতে গত ৩০ এপ্রিল মার্কিন কোম্পানি বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

এসব উড়োজাহাজ কিনতে খরচ পড়বে ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বা ৪৫ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা (১ ডলারে ১২২ টাকা ৭৩ পয়সা হিসাবে)। ২০৩১ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে এই এয়ারক্রাফটগুলো বিমানকে সরবরাহ করবে বোয়িং।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ১০টি এয়ারবাস কেনার নীতিগত সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল। তবে জুলাই অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন আর ডনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কের চাপের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিমানের ক্রয়াদেশ গেছে বোয়িংয়ের ব্যাগে। তবে ইউরোপীয়দের চাপে তাদের কোম্পানি এয়ারবাস থেকেও এখন উড়োজাহাজ কিনতে চাইছে বিএনপি সরকার।

বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী বলেন, "আমরা দেশটাকে উন্নত করব; যার যার যে দায়িত্ব রয়েছে-আমার যে দায়িত্ব রয়েছে, আমি পালন করব। এখানে কিন্তু সকলেই, যার যার দায়িত্ব আছে-শুধু দায়িত্ববান হলেই হলো, আর কিছু লাগে না।"

রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, "আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ১৮ ঘণ্টা কাজ করছেন এখন। বিগত সরকারের আমলে, ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে যেভাবে কাজ চলেছে, এই বর্ণনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে বা আপনারা সবাই জানেন। এবং অনেকেই হয়তো ইচ্ছা না থাকলেও যেহেতু সরকারি কর্মকর্তা, তাদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছে।

যে কাজগুলি জনবিরোধী কাজ ছিল।"

তিনি বলেন, "এখন আমরা করতে চাই জনবান্ধব কাজ। জনবান্ধব কাজ করতে হলে আপনাদের সকলকে একটু সেক্রিফাইস করতে হবে। আমাদের কাজগুলি যদি আমরা না করি, তাহলে আমাদের নিজেদের কাছে লজ্জাবোধ করব-এরকম ধরনের একটা মানসিকতা যাতে সৃষ্টি হয়, তাহলেই আপনি দেখবেন যে আমাদের কাজ করার প্রবণতা বেড়ে যাবে এবং আমরা স্বেচ্ছায় যার যার যে কাজের পরিধি রয়েছে, সে কাজগুলি আমরা করতে পারব।"

মন্ত্রী মিল্লাত বলেন, "আমি মনে করি যে আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে- ময়মনসিংহ, শেরপুর এবং নেত্রকোণা; আমি মনে করি সকল এমপিদের সাথে নিয়ে, আমাদের প্রশাসনের লোকদের সাথে নিয়ে, কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে আপনাদের যা যা প্রয়োজন রয়েছে-এই জেলাগুলির উন্নয়ন করার জন্য, আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

"কতটুকু পারব আমি জানি না, বাট আমি ১০০% চেষ্টা আপনাদের জন্য দিব-এই এলাকাগুলির উন্নয়ন করার জন্য এবং জনগণের এই যে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এগুলো পূরণের জন্য আপনাদের মাধ্যমে।"

সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, "আমরা নিজেরা জনপ্রতিনিধি যারা আছে, তারা যদি কাজগুলি ঠিকমতো না করি, তাহলে তারা কিন্তু বিরক্ত হবে, মুখ ফিরিয়ে নিবে।

"শেখ হাসিনার বিদায় যদি এরকম হয়ে থাকে এবং তার থেকে যদি আমরা রাজনীতিবিদেরা শিক্ষা না নিই, তাহলে এই বাংলাদেশ আর কোনদিন শিক্ষিত হবে না। শিক্ষা নিতে হবে।

## নারী অধিকার আন্দোলনের

৬ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে স্টেইনেমের নাম গভীরভাবে যুক্ত। তিনি বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অংশ নেন এবং রাজনৈতিকভাবে নারীদের আরও সক্রিয় করার চেষ্টা করেন। জাতীয় পর্যায়ে নারী রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

গ্লোরিয়া স্টেইনেমের সাংবাদিকতার সবচেয়ে আলোচিত দিকগুলোর একটি ছিল তাঁর অনুসন্ধানী কাজ। তিনি এমন বিষয় নিয়ে লিখেছেন, যেগুলো সে সময় অনেক গণমাধ্যমে গুরুত্ব পেত না। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অভিজ্ঞতা, যৌন বৈষম্য এবং সামাজিক প্রত্যাশার কারণে নারীদের জীবনে তৈরি হওয়া সীমাবদ্ধতা নিয়ে তাঁর লেখাগুলো ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। তাঁর কাজের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সম্পর্কটি সাধারণ পাঠকের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নারীদের জন্য প্রকাশিত 'মিস' সাময়িকীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িত। এই প্রকাশনা নারীর অধিকার, রাজনীতি, কর্মক্ষেত্র, পরিবার ও সামাজিক বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছিল। প্রচলিত নারী বিষয়ক ম্যাগাজিনের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নকে নারীদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

স্টেইনেমের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমর্থন যেমন ছিল, তেমনি বিরোধিতাও ছিল। নারী অধিকার আন্দোলনের একজন দৃশ্যমান মুখ হওয়ায় তিনি বহুবার কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিতর্কের মধ্যেও সক্রিয় থাকা। তিনি বিভিন্ন প্রজন্মের নারী অধিকারকর্মীদের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং নতুন প্রজন্মের কর্মীদের উৎসাহ দিয়েছেন।

প্রজনন অধিকার ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজের জীবনের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি নারীদের নিজেদের শরীর ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে সামাজিক ন্যায়বিচারের অংশ হিসেবে তুলে ধরেন। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের গর্ভপাত অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসেও তাঁর নাম গুরুত্বপূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়।

গ্লোরিয়া স্টেইনেম শুধু নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করেননি। তিনি বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা এবং মানবাধিকারের প্রশ্নেও সক্রিয় ছিলেন। তাঁর কাজের পরিধি সময়ের সঙ্গে আরও বিস্তৃত হয়। বয়স বাড়লেও তিনি জনসম্মুখে বক্তব্য দেওয়া এবং সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা অব্যাহত রাখেন।

নব্বইয়ের দশকেও তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামত নিয়ে গণমাধ্যমে আলোচনা হয়েছে।

২০১৩ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাঁকে প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করেন। এই সম্মান যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারগুলোর একটি। পুরস্কারটি তাঁর দীর্ঘ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

তাঁর ব্যক্তিজীবনও ছিল প্রচলিত অনেক ধারণার বাইরে। দীর্ঘ সময় তিনি বিবাহ না করেই জীবন কাটিয়েছেন। পরে ২০০০ সালে ডেভিড বেলকে বিয়ে করেন। বেল ২০০৩ সালে মারা যান। স্টেইনেম নিজের জীবনকে প্রচলিত সামাজিক প্রত্যাশার সঙ্গে না মিলিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালনা করার পক্ষে ছিলেন।

তাঁর লেখালেখির ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি বারবার ফিরে এসেছে। তাঁর স্মৃতিকথা 'এ লাইফ অন দ্য রোড'-এ তিনি নিজের দীর্ঘ ভ্রমণ, আন্দোলন এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তাঁর জীবনের একটি মজার তথ্য হলো–সারা জীবন সক্রিয়ভাবে দেশজুড়ে ঘুরে বেড়ালেও তিনি নিজে গাড়ি চালানো শেখেননি।

গ্লোরিয়া স্টেইনেমের মৃত্যু তাই কেবল একজন লেখক বা রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু নয়। তাঁর প্রজন্মের নারী অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হারাল যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর কাজের প্রভাব আজও বিভিন্ন নারী অধিকার সংগঠন, সামাজিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আলোচনায় দেখা যায়।

বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের অনেক কর্মী তাঁর কাছ থেকে আন্দোলন, সংগঠন গড়ে তোলা এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য জনমত তৈরির শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই উত্তরাধিকার কীভাবে নতুন প্রজন্মের হাতে এগিয়ে যাবে, সেটিও এখন আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টেইনেম শেষ বয়স পর্যন্ত সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় সম্ভবত এটিই–তিনি শুধু পরিবর্তনের দাবি করেননি, বরং কয়েক দশক ধরে সেই পরিবর্তনের জন্য প্রকাশ্যে কাজ করেছেন।

নিউইয়র্কে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তাঁর অবদান নতুন করে স্মরণ করা হচ্ছে। নারী অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম বহুদিন থাকবে। তাঁর জীবন দেখিয়েছে, একজন সাংবাদিকের লেখা কীভাবে একটি সামাজিক আন্দোলনের শক্তিশালী কণ্ঠ হয়ে উঠতে পারে এবং কয়েক দশক ধরে সেই কণ্ঠ কীভাবে সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনাকে প্রভাবিত করতে পারে।

## অবৈধ অভিবাসীদের তথ্য

১৩ পৃষ্ঠার পর

সরকারের সম্পর্ক আরও জটিল হতে পারে।

ডিপার্টমেন্ট অফ মোটর ভেহিকেল বিভাগও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ড্রাইভিং লাইসেন্স বা গাড়ির নিবন্ধনের জন্য অনেক মানুষকে ব্যক্তিগত পরিচয় ও আবাসিক তথ্য দিতে হয়। এসব তথ্য ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগে ব্যবহার করা হলে স্টেট ভিত্তিক তথ্যব্যবস্থা ফেডারেল ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে যাবে। তবে এটি এখনও সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে-এমনভাবে বিষয়টি দেখা ঠিক হবে না। স্টেটগুলো আদালতে চ্যালেঞ্জ করলে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগের এই ব্যাখ্যার সাংবিধানিক ও আইনি বৈধতা নিয়ে বিচার হতে পারে।

ফেডারেল সরকার কতটা স্টেটগুলোকে তথ্য সরবরাহে বাধ্য করতে পারে, সেটিও বড় প্রশ্ন।

এই বিতর্কের আরেকটি দিক হলো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা। সরকারি সংস্থার কাছে থাকা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত তথ্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে এবং কোন সংস্থার সঙ্গে ভাগ করা যাবে-এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আইনে একাধিক বিধান রয়েছে। তাই তথ্য আদান-প্রদানের পরিধি বাড়াতে গেলে নতুন আইনি প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য এটি ইমিগ্রেশন নীতিমালা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। সীমান্ত থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ প্রয়োগ, ভিসা, পাসপোর্ট এবং সরকারি তথ্যব্যবস্থা সবকিছুকে ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

স্টেটগুলির জন্য আবার বিষয়টি ফেডারেল অর্থায়ন বনাম স্থানীয় প্রশাসনিক স্বাধীনতার প্রশ্ন তৈরি করছে। তারা যদি প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে নেয়, তাহলে ফেডারেল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়বে; আর যদি না মানে, তাহলে অর্থ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে এবং আদালতে দীর্ঘ লড়াই শুরু হতে পারে।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

# বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

**Ultracare Family Wellness of NY, Inc.**
**Diana's Angels Home Care Inc.**

# PCA/HHA HOME CARE
## Service Provider

**Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
**Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
**We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
**We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

## PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.**
**Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

# THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

**Head Office:**
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

**Woodside Office:**
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

**Brooklyn Office:**
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**Buffalo Office:**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Bari Tower:**
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

**CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901**

**Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com**

## সবকিছুতে নিজের নাম বসানোর কথা

৭ পৃষ্ঠার পর

সংস্কার এবং ‘লিনকন মেমোরিয়াল রিফ্লেক্টিং পুল’-এর পরিবর্তন নিয়ে আপত্তি উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বড় বড় ভাবনার মধ্যে আরও রয়েছে প্যারিসের বিখ্যাত ‘আর্ক দে ত্রায়োম্ব’-এর মতো একটি সুবিশাল বিজয় তোরণ তৈরি করা। এমনকি ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগের সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন বড় বড় সরকারি ভবনে ট্রাম্পের ছবিওয়ালা বিশাল ব্যানার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ ‘প্যাট্রিওট পাসপোর্ট’ বা দেশপ্রেমিক পাসপোর্ট তৈরি করেছে, যার পাতায় রয়েছে সংবিধানের সামনে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়ানো ট্রাম্পের একটি গম্ভীর ছবি। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েন বিভাগ বা ইউএস মিন্ট তাঁর ছবি দেওয়া ১ ডলারের বিশেষ কয়েনও বাজারে ছেড়েছে।

শুধু তাই নয়, নিজের নানা উদ্যোগেরও নাম দিচ্ছেন নিজের নামেই। এর মধ্যে রয়েছে ‘ট্রাম্প অ্যাকাউন্টস’, ‘ট্রাম্পআরএক্স’ এবং ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’। এই গোল্ড কার্ডটি ১০ লাখ ডলার দিয়ে কিনলে যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত স্থায়ী বসবাসের সুবিধা পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীও ‘ট্রাম্প-ক্লাস’ যুদ্ধজাহাজ এবং ‘ইউএসএস ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প’ নামের বিমানবাহী রণতরি তৈরি করছে।

কিন্তু ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল খেলা চলছে হোয়াইট হাউসেই। এর ঐতিহাসিক ‘ইস্ট উইং’ বা পূর্ব অংশটি ভেঙে তিনি গড়ে তুলছেন ৯০ হাজার বর্গফুটের এক বিশাল ভবন।

সেখানে থাকবে সোনা দিয়ে মোড়ানো বুলেট-প্রুফ একটি বলরুম। নিচে থাকবে পরমাণু হামলা

প্রতিরোধী বাঙ্কার এবং ছাদে থাকবে ‘ড্রোন পোর্ট’। সম্প্রতি এই ভবনের নকশা ফাঁসের পর শোরগোল পড়ে গেছে। কারণ এতে সোনালি মার্বেল পাথরের মেঝে ও সোনার প্রলেপ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, যা আগের অনুমোদিত নকশায় ছিল না।

সুপ্রিম কোর্ট যদিও এই নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, তবে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসসহ অন্য বিচারকেরা পুরো বিষয়টির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ নিয়ে ট্রাম্পের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি বলেন, ‘এই ভবনে আমার নাম থাকা উচিত। আমি জানি না থাকবে কি না, তবে থাকাটাই উচিত।’

হোয়াইট হাউসের একজন বড় কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ট্রাম্প এই মেয়াদের মধ্যেই কাজ শেষ করতে চান, যেন ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় এলেও এটি সহজে ভেঙে ফেলতে না পারে।

তিনি বলেন, ‘এই বলরুমটি তৈরি হয়ে গেলে সবাই চিরকাল জানবে যে এটি ট্রাম্পেরই কীর্তি। ডেমোক্র্যাটরা কি এসে এটি গুঁড়িয়ে দেবে? আমার মনে হয় না তারা তা পারবে।’

ট্রাম্পের নিজেরও একই বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘তারা শারীরিকভাবেও এটি ভাঙতে পারবে না। এটি তৈরিতে এত শক্ত ইস্পাত আর কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে যা পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়। আপনি একটি জ্যাকহ্যামার দিয়ে এর স্তম্ভে টানা দুই দিন আঘাত করলেও কোনো আঁচড় কাটতে পারবেন না।’

৮০ বছর বয়সী ট্রাম্পের ওপর এখন ইমপিচমেন্ট আর তদন্তের খাঁড়া ঝুলছে। হয়তো এ কারণেই তার মধ্যে জীবন নিয়ে এক নতুন দর্শন কাজ করছে। একাধিকবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর ট্রাম্প এখন নিজের পরকাল নিয়েও বেশ ভাবছেন। গত বছর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সময় তিনি ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস চ্যানেলে খোলাখুলি বলেছিলেন, ‘সম্ভব হলে আমি স্বর্গে যেতে চাই। আমি অবশ্য শুনছি, আমার অবস্থা নাকি ভালো না। স্বর্গে যাওয়ার দৌড়ে নাকি আমি একেবারে তলানিতে আছি। তবে যদি যেতে পারি, তবে এই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা হবে তার অন্যতম একটি কারণ।’

## এবার সন্তানের পাসপোর্টের জন্য

১৩ পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে যেসব ব্যতিক্রম ছিল, তার পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে।

এ বিষয়ে রয়টার্সের প্রশ্নের জবাবে হোয়াইট হাউস তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেয়। এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এই প্রশাসন মার্কিন নাগরিকত্বের অর্থ ও মর্যাদা রক্ষা করবে। এর অংশ হিসেবে আমাদের পাসপোর্ট যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াও যাতে এই মানদণ্ড পুরোপুরি প্রতিফলিত করে, তা নিশ্চিত করা হবে।’

অভিবাসন ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপের অংশ হিসেবে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার বিষয়টি মার্কিন প্রেসিডেন্টের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। তবে তার আগের একটি চেষ্টা দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করেছে বলে রায় দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট।

ট্রাম্পের প্রথম নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছিল, জন্মসূত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব কেবল সেসব শিশুই পাবে, যাদের বাবা অথবা মায়ের মধ্যে অন্তত একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা (যারা গ্রিন কার্ডধারী হিসেবে পরিচিত)।

সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ ভোটের রায়ে আদেশটিকে বেআইনি ঘোষণা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের মতে, এটি মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ধারার লঙ্ঘন।

ট্রাম্পের ৬ আগস্টের আদেশটির পরিসর তুলনামূলকভাবে ছোট ছিল। এতে বিশেষভাবে তথাকথিত ‘বার্থ ট্যুরিজম’কে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, যেখানে গর্ভবতী নারীরা সন্তান জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন-যাতে তাদের সন্তানরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশটির নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। তবে এই আদেশটিও আদালতে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন এই নির্দেশনার ফলে কিছু নির্দিষ্ট শিশুর নাগরিকত্ব আটকে দেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে সেসব শিশু, যাদের বাবা বা মায়ের মধ্যে কেউ যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বিদেশি সরকারের হয়ে কাজ করেন, নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য কোনো ধরনের জালিয়াতি বা ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, অথবা যাদের ‘এলিয়েন এনিমি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের খসড়া নীতিমালায় নির্বাহী আদেশের নম্বর উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘আবেদনকারী ইও ১৪৪১৮-এর আওতাভুক্ত কি না, তা নির্ধারণের অংশ হিসেবে দপ্তর বাবা-মায়ের তথ্য এবং তাদের নাগরিকত্ব বা অভিবাসন স্ট্যাটাসের প্রমাণ চাইবে।’

প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে, শিশুদের পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়ার সময় সব বাবা-মা বা আইনগত অভিভাবককে তাদের নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হবে। প্রমাণ হিসেবে বৈধ মার্কিন পাসপোর্ট বা জন্মনিবন্ধন সনদ, অথবা অভিবাসন স্ট্যাটাসের প্রমাণ হিসেবে আই-৯৪ ফর্ম বা বৈধ স্থায়ী বসবাসের কার্ড দেখাতে হবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নতুন আদেশের অধীনে শিশুটি নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য কি না, তা নির্ধারণ করতে সরকার এসব তথ্য ব্যবহার করবে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের পাসপোর্টের আবেদন করতে হলে, বাবা-মাকে কেবল সন্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রমাণ ও ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র জমা দিলেই চলে। এছাড়া আবেদনপত্রে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কি না, তা চিহ্নিত করতে একটি বক্সে টিক চিহ্ন দিতে বলা হয়; কিন্তু এর সপক্ষে কোনো প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই।

ট্রাম্পের প্রথম আদেশের কারণে যেসব শিশু নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হতো, তাদের পক্ষে ‘ক্লাস-অ্যাকশন’ মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীরা ইতিমধ্যে দুজন ভিন্ন ফেডারেল বিচারকের কাছে তার এই সর্বশেষ আদেশ কার্যকর হওয়া আটকাতে আবেদন করেছেন।

## এফ-১ জে ও আই ভিসায় বড়

১৩ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে শিক্ষাক্রম শেষ করতে হবে। কারও শিক্ষাক্রম, গবেষণা বা প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়ের বেশি দীর্ঘ হলে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে।

নতুন নিয়মে এফ ও জে ভিসার ক্ষেত্রে অনুমোদিত অবস্থানের সময়সীমা সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত হতে পারে।

এই পরিবর্তনের ফলে বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা, পিএইচডি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম শেষ করতে ব্যর্থ শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কোনো শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্রম শেষ করতে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হলে নতুন ব্যবস্থায় তাকে অবস্থানের সময় বাড়ানোর আবেদন করতে হতে পারে।

তবে বৈধ একাডেমিক বা পেশাগত কারণে শিক্ষাক্রম দীর্ঘ হলে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া এই নিয়মের উদ্দেশ্য নয় বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট। উক্ত ডিপার্টমেন্টের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো অস্থায়ী ভিসায় আগত শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থান আরও কার্যকরভাবে তদারক করা এবং অভিবাসন বিধি মেনে চলা নিশ্চিত করা।

নতুন নিয়মের আওতায় এফ ও জে শ্রেণির ভিসার পাশাপাশি বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্য ব্যবহৃত “আই ভিসা” শ্রেণির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময়সীমা চালু হবে।

সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত সময়সীমা সাধারণভাবে ২৪০ দিন পর্যন্ত হতে পারে। চীনা নাগরিক সাংবাদিকদের জন্য প্রস্তাবিত সীমা ৯০ দিন। বর্তমানে এসব শ্রেণির ক্ষেত্রে অবস্থানের মেয়াদ অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম বা কাজের সময়ের সঙ্গে যুক্ত।

নতুন নিয়ম নিয়ে ইতোমধ্যে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও অধিকার সংগঠন আগস্টে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে নতুন বিধি কার্যকর বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছে। মামলাকারীদের বক্তব্য, নির্দিষ্ট সময়সীমা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাংবাদিকদের জন্য অতিরিক্ত প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করবে এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাক্রম বা গবেষণায় অনিশ্চয়তা বাড়াবে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট নতুন ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিয়ে জানিয়েছে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় অবস্থানের মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ার সুযোগের কারণে তদারকি ও নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা তৈরি হতে পারে। নতুন নিয়মের মাধ্যমে সরকার শিক্ষার্থী, বিনিময় কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী ও বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের অবস্থান আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে বলে দপ্তরটি মনে করছে।

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় নির্ধারিত শিক্ষাক্রমের মেয়াদ, অবস্থানের অনুমোদিত সময় এবং প্রয়োজন হলে সময় বাড়ানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিশেষ করে পিএইচডি, গবেষণা ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাক্রমে থাকা শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী দপ্তরের নির্দেশনা নিয়মিত অনুসরণ করতে হবে।

নতুন বিধি কার্যকর হওয়ার পর পুরোনো ও নতুন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মের প্রয়োগ কীভাবে হবে, সে বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। চূড়ান্ত বিধিতে বিদ্যমান এফ ও জে শ্রেণির অনেক অবস্থানধারীকে নতুন নির্দিষ্ট সময়সীমার ব্যবস্থায় স্থানান্তরের বিধান রাখা হয়েছে। ফলে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও তাদের নিজস্ব অবস্থান ও অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী করণীয় নির্ধারণ হতে পারে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য তাই ভিসা, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর অনুমোদিত অবস্থানের সময়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নথি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি নির্দেশনা আলাদাভাবে যাচাই করা জরুরি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো সংক্ষিপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর না করে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নির্দেশনা ও নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী দপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুসরণ করাই নিরাপদ।

## বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা

১১ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ করে প্রকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ভিসা প্রক্রিয়া কঠিন হলে শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের বদলে কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নিতে পারেন।

রয়টার্স আগেই জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আবেদন ও ভর্তি প্রক্রিয়ায় আগ্রহ কমার লক্ষণ দেখা গেছে। ভিসা প্রত্যাখ্যান বা বিলম্ব এই প্রবণতাকে আরও বাড়াতে পারে।

বাংলাদেশ, ভারত, চীনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা চার বছরের বেশি সময়ের পিএইচডি বা গবেষণা কর্মসূচিতে যাচ্ছেন, তাদের নতুন নিয়মের সম্ভাব্য প্রভাব আগে থেকেই বোঝা প্রয়োজন।

তবে এটিকে “সব বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল” হিসেবে প্রচার করা ভুল হবে। নিয়মটি মূলত অবস্থানের মেয়াদ ও অতিরিক্ত সময়ের অনুমোদন নিয়ে পরিবর্তন আনছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। শিক্ষার্থীদেরও ভিসার শর্ত, শিক্ষাক্রমের সময়সীমা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

## ৩৫ বছর পর ইমিগ্রেশন নীতিতে

১৩ পৃষ্ঠার পর

সংবিধানের প্রতি আনুগত্য এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা ও মঙ্গলের প্রতি তার মনোভাব গভীরভাবে যাচাই করা হবে। সংস্থাটি আরও উল্লেখ করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া একটি বিরল সুযোগ, যা কেবল তাদেরই পাওয়া উচিত যারা জাতির জন্য ইতিবাচক অবদান রাখবেন।

এই তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা আবেদনকারীর পরিচিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেবেন। এর মধ্যে থাকতে পারেন প্রতিবেশী, বাড়ির মালিক, চাকরিদাতা, সহকর্মী এবং আশপাশের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা। মূলত ব্যাকগ্রাউন্ড চেকে যেসব তথ্য সাধারণত উঠে আসে না, সেসব বিষয়ে ধারণা পেতেই এই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তবে সব আবেদনকারীর জন্য এই তদন্ত বাধ্যতামূলক নয়। কেউ চাইলে এই প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। এ জন্য আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র বা চরিত্র সনদ জমা দিতে হবে, যেখানে তার যোগ্যতা, চরিত্র, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং সংবিধানের নীতিগুলোর প্রতি তার শ্রদ্ধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এই ধরনের চিঠিপত্র জমা দিলে ইউএসসিআইএস চাইলে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি মওকুফ করতে পারে, যদিও তা সব ক্ষেত্রে নিশ্চিত নয়।

## নেপালে বন্যায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত, বাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধ

২১ পৃষ্ঠার পর

‘বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী উভয় প্রকল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কারণে আমরা ভারতকে অনুরোধ করেছি অন্য কোনো প্রকল্প থেকে বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পাঠানোর অনুমতি দিতে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি কার্যত শূন্যের কোঠায় রয়েছে।’

বন্যার কারণে নেপালের সামগ্রিক বিদ্যুৎ খাতে বিপর্যয় নেমে এসেছে। দুর্যোগের পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। সঞ্চালন লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এনইএ সানজেন, আপার সানজেন এবং সালাসুঙ্গি প্রকল্পগুলোকে ‘আইসোলেটেড মোড’-এ রেখেছে। এর ফলে এই কেন্দ্রগুলো জাতীয় গ্রিডের বাইরে কেবল স্থানীয় এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

### রপ্তানি জটিলতায় আরও কিছু বাধা

বিদ্যুৎ রপ্তানি কমার পেছনে কেবল বন্যাই একমাত্র কারণ নয়। নেপালের আরও তিনটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের রপ্তানি অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সেগুলো ভারতে বিদ্যুৎ পাঠাতে পারছে না। এর মধ্যে ৩৮.৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আপার চামেলিয়া প্রকল্পের মেয়াদ গত ৩০ জুন এবং ২৪.২৫ মেগাওয়াট সেতি রিভার ও ১০.৭০ মেগাওয়াট আপার তাদি খোলা প্রকল্পের মেয়াদ গত ৩১ জুলাই শেষ হয়েছে। প্রতি বছর এই অনুমোদন নবায়ন করার নিয়ম থাকলেও তা না হওয়ায় বর্তমানে এই বিদ্যুৎ রপ্তানি বন্ধ রয়েছে।

### বাংলাদেশ চুক্তিতে নতুন প্রতিবন্ধকতা

নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যস্থতা ও গ্রিড ব্যবহার অপরিহার্য। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুই দেশের জ্বালানি সচিব পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, বিদ্যমান ৪০ মেগাওয়াট চুক্তির আওতায় নেপাল আরও ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানি করবে। তবে ভারত পরবর্তীতে জানায় যে, সঞ্চালন লাইনের সক্ষমতা না থাকায় এই অতিরিক্ত ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাঠানো সম্ভব নয়।

গত জুনে অনুষ্ঠিত নেপাল-ভারত যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকেও নেপাল পুনরায় এই অনুমতির জন্য অনুরোধ জানায়। এছাড়া এনইএ ৪৫৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার আপার তামাকোশি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও বিদ্যুৎ রপ্তানির অনুমতি চেয়ে আসছে। তবে চীন সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ, ঠিকাদার বা চীনা সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়েছে–এমন কোনো প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে ভারত এখন পর্যন্ত সম্মতি দেয়নি।

## প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বনাম প্রধানমন্ত্রী

২১ পৃষ্ঠার পর

মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা নিয়েও চলছে বিশ্লেষণ।

পরিচয় ডেস্ক: গত শনিবার ৩০ আগস্ট বিকেলে কানাডার রাজধানী শহর অটোয়ায় একটি সংবাদ সম্মেলনে দাঁড়িয়েছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ কেন্দ্রীয় ব্যাংকার হিসেবে বাজার শান্ত রাখার কাজে অভ্যস্ত এই মানুষটির সেদিনের ভাষা ছিল কঠোর ও আক্রমণাত্মক।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর কানাডার মানুষকে অনিশ্চয়তা ও সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তিনি বলেন, 'গত বসন্তে আমি সতর্ক করেছিলাম যে, আমেরিকা আমাদের ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চায়, যাতে তারা আমাদের ওপর মালিকানা খাটাতে পারে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা কখনোই হতে দেওয়া হবে না। আমরা আজ সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছি।'

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে সংবাদ সম্মেলনের এই পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। পরে এক সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী কার্নিকে প্রশ্ন করেন, তার এমন গম্ভীর ও যুদ্ধংদেহী সুরের কারণ কী। শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে কার্নি বলেন, 'আমাদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। যখন কেউ আপনাকে আক্রমণ করে, তখন আপনিও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। আমরা আক্রান্ত হয়েছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈরি শুল্ক আরোপ ও আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে কানাডার এই অবস্থান দুই প্রতিবেশী দেশের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে নজিরবিহীন সংকটে ফেলেছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের একের পর এক উসকানিমূলক পদক্ষেপ দুই দেশের উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে লেক অন্টারিওর নাম বদলে 'লেক আমেরিকা' করার নির্বাহী আদেশে সই করা এবং কানাডার নেতৃত্বকে 'নিষ্ঠুর' বা 'ন্যাস্টি' বলে আখ্যা দেওয়া।

নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই বাণিজ্যযুদ্ধ কানাডার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও বড় পরিবর্তন এনেছে। কার্নির সিদ্ধান্তের পেছনে দেশটির ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষকে একত্রিত করেছে জাতীয়তাবাদী আবেগ। তবে এর পেছনে কানাডাকে যে কঠিন অর্থনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা নিয়েও চলছে বিশ্লেষণ।

### উত্তেজনা তুঙ্গে

একজন অর্থনীতিবিদ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, যার আগে কোনো নির্বাচনী অভিজ্ঞতা ছিল না, তার এমন লড়াকু রাজনৈতিক চরিত্রে রূপান্তর অনেককেই চমকে দিয়েছে।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতীতে যারা কার্নির সঙ্গে কাজ করেছেন, তাদের কাছে এই পরিবর্তন মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নিজের অবস্থানে অনড় থাকার জন্য পরিচিত।

২০১৩ সালে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর হওয়ার পর থেকে ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট বিতর্ক পর্যন্ত তার কর্মজীবন ছিল নানা রাজনৈতিক লড়াইয়ে ভরা। ব্রেক্সিটের সময় ব্রিটেনে মন্দার আশঙ্কা নিয়ে সতর্ক করে তিনি কনজারভেটিভ পার্টির নেতাদের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। তবে তিনি পিছিয়ে যাননি। বরং সুকৌশলে সংকট মোকাবিলা করেছিলেন, যা তার যোগাযোগ দক্ষতারও পরিচয় দেয়।

### লড়াকু কার্নি

কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও কার্নি তার কঠোর কর্মপদ্ধতি ধরে রেখেছেন বলে তার ঘনিষ্ঠদের বরাতে জানিয়েছে গার্ডিয়ান।

তিনি মন্ত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফাইলের খুঁটিনাটি তথ্য চান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন। আবাকাস ডেটার পোলস্টার ডেভিড কোলেটোর একটি সমীক্ষা তুলে ধরে গার্ডিয়ান বলেছে, কার্নি সরকার এখন 'যুদ্ধ ছাড়াই এক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সরকার' পরিচালনা করছে।

ট্রাম্পের আগ্রাসনের জবাবে কার্নি তার দলের প্রচলিত অনেক নীতি থেকেও সরে এসেছেন। তিনি পূর্বসূরি জাস্টিন ট্রুডোর কার্বন ও বৈদ্যুতিক যানবাহনবিষয়ক বাধ্যবাধকতা বাতিল করেছেন, তেল পাইপলাইনের মতো বড় প্রকল্প দ্রুত অনুমোদন দিয়েছেন এবং প্রতিরক্ষা খাতে শত শত কোটি ডলার বরাদ্দ বাড়িয়েছেন।

এত বড় পরিবর্তনের পরও কানাডীয়দের মধ্যে কার্নির জনপ্রিয়তা একইরকম আছে। সাম্প্রতিক এক ভাষণে কানাডীয়দের উদ্দেশে কার্নি বলেন, 'কানাডিয়ানরা আবহাওয়া দেখে দমে যায় না, আমরা এতেই বিকশিত হই। আমরা বাতাস কোন দিকে বইছে, তা দেখার অপেক্ষায় বসে থাকি না। আমরা নিজেরাই নিজেদের পথ নির্ধারণ করি। আমরা আমাদের নিজেদের আবহাওয়ার স্রষ্টা।'

### ট্যারিফের গোলকধাঁধা

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার চলমান বাণিজ্য বিরোধ মেটার কোনো লক্ষণ এখনো নেই।

প্রায় ১৮ মাস আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকেই দুই দেশের উত্তেজনা বাড়ছে। ট্রাম্প প্রশাসন যেসব দেশের ওপর প্রথম শুল্ক আরোপ করেছিল, কানাডা ছিল তাদের অন্যতম। জবাবে কানাডাও প্রথম দেশগুলোর একটি হিসেবে সমান ও নির্দিষ্ট পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। বিবিসির পাঁচটি চার্ট সম্বলিত এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে কানাডার ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, কাঠ ও গাড়ি শিল্পের ওপর শুল্ক আরোপ করেছে। এর বাইরে সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন কানাডার প্রায় ২৮ বিলিয়ন কানাডীয় ডলার বা ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে।

জবাবে কানাডাও যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর 'ডলারের বদলে ডলার' এবং 'কৌশলগত' পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। বিবিসি জানিয়েছে, নতুন এসব শুল্ক কার্যকর হওয়ার পর কানাডার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের গড় শুল্কের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

রয়েল ব্যাংক অব কানাডার তথ্য অনুযায়ী, গত জুনে কানাডার ওপর মার্কিন গড় কার্যকর শুল্কের হার ছিল ২ দশমিক ৯ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে কম। নতুন শুল্কের পর তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৫ দশমিক ৭ শতাংশে উঠেছে। হারটি যুক্তরাজ্যের ৬ দশমিক ২ শতাংশ বা ভিয়েতনামের কাছাকাছি।

তবে চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের গড় শুল্কের হার এখনো প্রায় ২০ দশমিক ৫ শতাংশ।

### কার আঘাত কোথায়?

এই বাণিজ্যযুদ্ধ দুই দেশের অর্থনীতিতে ভিন্ন মাত্রায় প্রভাব ফেলছে।

বিবিসির চার্ট ও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কানাডার প্রদেশগুলোর মধ্যে অন্টারিও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ দেশটির সবচেয়ে জনবহুল এই প্রদেশটি গুরুত্বপূর্ণ গাড়ি উৎপাদন কেন্দ্র।

ইস্পাত ও গাড়ির ওপর মার্কিন শুল্কের কারণে অন্টারিওর বেশ কিছু গাড়ির যন্ত্রাংশ ও সংযোজন কারখানায় কর্মী ছাঁটাই এবং উৎপাদন কমেছে।

বিবিসির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এই উৎপাদন খাতে চাকরি হারিয়েছেন হাজারো কর্মী। এদিকে কয়লা, তামা ও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী কুইবেক প্রদেশের ধাতব রপ্তানি ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৩৬ শতাংশ কমেছে।

রয়েল ব্যাংক অব কানাডার বরাতে বিবিসি জানিয়েছে, অন্টারিও ও কুইবেক সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আলবার্টা, সাসকাচোয়ান বা প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ডের মতো প্রদেশগুলো শুল্কের মুখোমুখি হয়েছে কম।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির আকার অনেক বড় হওয়ায় কানাডার পাল্টা শুল্কের প্রভাব সেখানে তুলনামূলক কম হতে পারে। তবে কিছু অঙ্গরাজ্য এরই মধ্যে এর প্রভাব টের পাচ্ছে।

কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত থেকে শুরু করে আসবাবপত্র, প্রসাধন সামগ্রী ও টয়লেট পেপারের ওপর শুল্ক আরোপ করেছে। স্ট্যাটিসটিকস কানাডার তথ্য তুলে ধরে বিবিসি জানিয়েছে, এতে যুক্তরাষ্ট্রের 'সুইং স্টেট' ওহাইও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে। প্রায় ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন কানাডীয় ডলারের পণ্য এই শুল্কের আওতায় পড়ছে।

এর পরেই রয়েছে ইলিনয় ও পেনসিলভানিয়া। ওহাইওর ইস্পাত ও ওয়াশিং মেশিন এবং ইলিনয়ের 'জন ডিয়ার' কোম্পানির কৃষি ও নির্মাণ যন্ত্রপাতির ওপর কানাডীয় শুল্ক বড় প্রভাব ফেলছে।

স্কটিয়াব্যাংকের অর্থনীতিবিদ ডেরেক হোল্টের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বিবিসি বলেছে, কানাডার পাল্টা শুল্ক খুব সচেতনভাবেই এমন কিছু সুইং স্টেটকে লক্ষ্য করে আরোপ করা হয়েছে, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

### প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আত্মঘাতী চাল

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক বাণিজ্য প্রতিনিধি ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিকের লেখা একটি বিশেষ কলাম প্রকাশ করেছে লন্ডনের ফিন্যান্সিয়াল টাইমস।

সেখানে জোয়েলিক বলেছেন, কানাডার ওপর ট্রাম্পের ক্রমাগত চাপ ও উসকানিমূলক আচরণ যুক্তরাষ্ট্রের নিজের স্বার্থের জন্যই ক্ষতিকর, এমনকি আত্মঘাতীও হতে পারে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের ওই কলামে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের আগের প্রেসিডেন্টরা বুঝতেন যে একটি ঐক্যবদ্ধ উত্তর আমেরিকা তাদেরকে আরও নিরাপদ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু ট্রাম্প কানাডাকে নিজের অধীনে আনতে চান, অথচ নিজে যেকোনো সময় চুক্তি বা শর্ত পরিবর্তনের স্বাধীনতা রাখতে চান। জোয়েলিকের মতে, কানাডার অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র, অথচ কানাডাকে সেই ধাতব পণ্য বিক্রিতে বাধা দিচ্ছে।

তিনি লেখেন, ট্রাম্পের এই আচরণ কানাডীয়দের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তুলছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও এটি খুব একটা জনপ্রিয় নয়।

শিকাগো কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স-ইপসসের এক জরিপে উঠে এসেছে, অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় আমেরিকানরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে কানাডাকে।

কলামটিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের বিশ্বাসের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, একটি সংহত উত্তর আমেরিকা বিশ্বমঞ্চে মার্কিন শক্তির প্রভাব বিস্তারের মূল ভিত্তি।

উত্তর আমেরিকার তিন প্রধান গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো একসঙ্গে কাজ করলে জ্বালানি স্বনির্ভরতা, খনিজ সম্পদ ও উৎপাদন দক্ষতায় তারা চীনের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে থাকতে পারে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে প্রায় ৯০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তা প্রায় সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ। এর পেছনে রয়েছে দুই দেশের বিশাল বিনিয়োগ। কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭৫০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে। অন্যদিকে কানাডাও যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

এছাড়া ৭৫ শতাংশ আমেরিকান ইউএসএমসিএ চুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য ভালো বলে মনে করেন। ৮১ শতাংশ মনে করেন, কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে।

তাই ঐতিহাসিক এই বন্ধুত্ব নষ্ট করা যুক্তরাষ্ট্রের নিজের নিরাপত্তার জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

### ভবিষ্যতের কঠিন পথ

কানাডার অর্থনীতি আপাতত কিছু ইতিবাচক লক্ষণ দেখাচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩ দশমিক ৩ শতাংশ, যা ২০২৩ সালের পর সবচেয়ে দ্রুত। ২০২৫ সালে কানাডায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৯৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন কানাডীয় ডলার, যা ২০০৭ সালের পর সর্বোচ্চ। তবে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যযুদ্ধ কানাডার শ্রমবাজারে বড় ধরনের আঘাত আনতে পারে।

ব্যাংক অব কানাডার তথ্য তুলে ধরে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশটির উৎপাদন খাতে ইতিমধ্যে ৫৫ হাজার চাকরি বিলুপ্ত হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ট্রেভর টোম্বের সতর্কবার্তা উল্লেখ করে পত্রিকাটি বলেছে, মার্কিন শুল্ক দীর্ঘস্থায়ী হলে পুরো কানাডাজুড়ে প্রায় ৯০ হাজার মানুষ কাজ হারাতে পারেন।

এই সংকটের সময়ে কানাডীয়দের গভীর দেশপ্রেমের সঙ্গে বাস্তববাদী অর্থনৈতিক চিন্তাও ধরে রাখতে হবে বলে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জোসেফ স্টেইনবার্গ বলেছেন, কানাডার মানুষ এখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোনো ধরনের নতি স্বীকার করতে পুরোপুরি নারাজ, এমনকি তা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হলেও। তবে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্নি সরকার রপ্তানি বাজার বহুমুখী করার চেষ্টা করছে। ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে আসার পর থেকেই কানাডার অনেক প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে রপ্তানি বাড়িয়েছে।

টরন্টোভিত্তিক পোশাক কোম্পানি 'আউটক্লাস'-এর মালিক মাতেও স্কারামেলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, তিনি এখন নিউইয়র্কের বদলে প্যারিসের প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন এবং ইউরোপীয় বাজারে তার পণ্যের ভালো সাড়া পাচ্ছেন।

স্কারামেলা বলেন, ইউরোপীয়রা কানাডার এই লড়াইকে সমর্থন করছে। তাদের চোখে কানাডা এমন একটি দেশ, যে আমেরিকার আগ্রাসনের সামনে একা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কার্নি ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী দশকে তিনি কানাডার অ-মার্কিন রপ্তানি দ্বিগুণ করতে চান। এর অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বর মাসে টরন্টোতে প্রথম 'কানাডা ইনভেস্টমেন্ট সামিট' আয়োজন করতে যাচ্ছে তার সরকার।

### কার্নির আসল পরীক্ষা

কানাডার জনগণের এই বিপুল সমর্থনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কার্নির আসল পরীক্ষা।

শুল্কের কারণে বাজারে পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করলে এবং কারখানাগুলোতে চাকরি কমলে জনগণের এই দেশপ্রেমের আবেগ ধরে রাখা এবং তাদের আশ্বস্ত করাই হবে কার্নির জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কার্নি ভবিষ্যতে আবার আলোচনার টেবিলে বসলে তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে জনগণকে বোঝাতে হবে, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেও একটি ভালো অর্থনৈতিক চুক্তি অর্জন করা সম্ভব। একজন অর্থনীতিবিদ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, যার আগে কোনো নির্বাচনী অভিজ্ঞতা ছিল না, তার এমন লড়াকু রাজনৈতিক চরিত্রে রূপান্তর অনেককেই চমকে দিয়েছে।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতীতে যারা কার্নির সঙ্গে কাজ করেছেন, তাদের কাছে এই পরিবর্তন মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নিজের অবস্থানে অনড় থাকার জন্য পরিচিত।

২০১৩ সালে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর হওয়ার পর থেকে ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট বিতর্ক পর্যন্ত তার কর্মজীবন ছিল নানা রাজনৈতিক লড়াইয়ে ভরা। ব্রেক্সিটের সময় ব্রিটেনে মন্দার আশঙ্কা নিয়ে সতর্ক করে তিনি কনজারভেটিভ পার্টির নেতাদের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। তবে তিনি পিছিয়ে যাননি। বরং সুকৌশলে সংকট মোকাবিলা করেছিলেন, যা তার যোগাযোগ দক্ষতারও পরিচয় দেয়।

## বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ

২১ পৃষ্ঠার পর

মন্দা এবং জ্বালানিসংকটও খেলাপি ঋণ বাড়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছে।

### ২. চাদ: খেলাপি ঋণ ৩১.৫১%

মধ্য আফ্রিকার দেশ চাদে খেলাপি ঋণের সর্বশেষ প্রাপ্ত হার ৩১ দশমিক ৫১ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ফাইন্যান্সিয়াল সাউন্ডনেস ইন্ডিকেটরস ডেটাবেজে থাকা প্রতিটি দেশের সর্বশেষ তথ্য তুলনা করলে এটি বাংলাদেশের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তবে দেশটির এ তথ্য ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের। পরে দেশটি আর আইএমএফের এই সূচকে নতুন তথ্য দেয়নি।

### ৩. ইকুয়েটোরিয়াল গিনি: খেলাপি ঋণ ৩০%

তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে মধ্য আফ্রিকার আরেক দেশ ইকুয়েটোরিয়াল গিনি। আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশটির ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার এখন ৩০ শতাংশ। ২০২৩ সালে এ হার ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল।

৪. আলজেরিয়া: খেলাপি ঋণের হার ২০.০৫%

উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়ায় ২০২৫ সালের ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের হার ছিল ২০ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। আইএমএফে প্রকাশিত দেশগুলোর সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য তুলনা করলে এটি চতুর্থ সর্বোচ্চ।

৫. ঘানা: খেলাপির হার ১৮.১১%

তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানা। ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে দেশটির ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার ছিল ১৮ দশমিক ১১ শতাংশ। ২০২৩ সালে ঘানার খেলাপি ঋণের হার ছিল ২০ দশমিক ৬ শতাংশ।

### এর আগে শীর্ষে ছিল ইউক্রেন

খেলাপি ঋণের তালিকায় দীর্ঘ সময় ধরে শীর্ষে ছিল ইউক্রেন। ২০২৩ সালের দেশটির খেলাপি ঋণের হার ছিল ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ। রাশিয়ার হামলার পরে অর্থনৈতিক ধাক্কায় তা প্রায় ৩৯ শতাংশে উঠেছিল।

তবে ২০২৪ সাল থেকে ইউক্রেনের ঋণ পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করে। ঋণ আদায়, পুনর্গঠন এবং তুলনামূলক ভালো মানের নতুন ঋণ বিতরণ বাড়ায় মোট ঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের অনুপাত কমেছে। ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশটির ব্যাংক খাতে মোট ঋণ ১৩৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন হৃভনিয়া বা ১০ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছিল।

## বাংলাদেশ-পাকিস্তানে এলএনজি

২১ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাতারএনার্জির প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কাতারের জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী সাদ শেরিদা আল-কাবি জানান, রাস লাফানে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে কাতারের এলএনজি রপ্তানি সক্ষমতা ১৭ শতাংশ কমে গেছে।

জুলাই মাসে কাতারের এলএনজি ট্যাংকার আল রেকায়্যাত হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হয়। কাতার এ হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করে। জাহাজটির বাম পাশের অংশে আঘাত লাগে এবং পরে এর ক্রু সদস্যদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।

## রাজনীতি শুধু মতপার্থক্য নয়, মানুষের

১৫ পৃষ্ঠার পর

বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে স্মরণ করেন।

মির্জা আব্বাস বলেন, ‘আজকের দিনটি আমার রাজনৈতিক জীবনের অত্যন্ত আবেগঘন ও বিশেষ স্মরণীয় একটি দিন। ২০০৬ সালের পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে আজ আমি মহান জাতীয় সংসদের এই পবিত্র কক্ষে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি সংসদ সদস্য হিসেবে।’

‘এমন আনন্দের ও গর্বের মুহূর্ত আর কী হতে পারে? অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে বর্তমান সংসদ যাত্রা শুরু করার পর পরই গত ১১ মার্চ স্ট্রোক আক্রান্ত হয়ে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। দীর্ঘসময় চিকিৎসার জন্য আমাকে সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া থাকতে হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতা কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সংসদের অধিবেশনের নিয়মিত উপস্থিত হতে পারিনি। চিকিৎসা শেষে বলা ভুল হবে, আমার চিকিৎসা এখনো শেষ হয়নি। চিকিৎসার মাঝপথে প্রথমবারের মতো আমি সংসদের অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি,’ বলেন তিনি।

দোয়া ও খোঁজখবর নেওয়ায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ আরও বলেন, ‘আমার অসুস্থতার সময় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সার্বক্ষণিক আমার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন। এজন্য আমি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও আপনাদের সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।’

স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘আপনি নিজে সিঙ্গাপুরে গিয়ে আমাকে দেখেছেন। যদিও আমি আপনাকে দেখতে পারিনি, আমি তখন অচেতন ছিলাম। আমি পরে জেনেছি। একজন সংসদ সদস্যের প্রতি স্পিকারের এই মানবিক ও আন্তরিক আচরণ আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। এটি শুধু একজন অসুস্থ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা নয়, এটি আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের মানবিক সুন্দর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।’

এরপর আবেগঘন কণ্ঠে মির্জা আব্বাস আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আজ মহান সংসদে ফিরে এসে আমার মনে হচ্ছে জাতীয় রাজনীতি শুধু মানুষের মতপার্থক্য নয়, রাজনীতি মানুষের জন্য, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।’

‘আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থতা ও শক্তি দেন যেন আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের জন্য, বাংলাদেশের মানুষের জন্য অবশিষ্ট সময়টুকু আরও নিষ্ঠা, সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে পারি। ২০০৬ সালের পর আজ আবার এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমি শুধু এই কথা বলতে চাই, আমি ফিরে এসেছি মানুষের কাছে, মানুষের জন্য এবং বাংলাদেশের জন্য কাজ করার জন্য,’ বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মির্জা আব্বাস।

পুরো সময় পাশে বসা ঢাকা-২ আসনের সংসদ সদস্য আমান উল্লাহ আমান তাকে সহযোগিতা করেন বক্তব্য দিতে।- ঢাকার দৈনিক ডেইলি স্টার থেকে

## আগস্টে বাংলাদেশে গণপিটুনিতে

১৫ পৃষ্ঠার পর

হামলা, লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। আগস্টে কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরায় প্রার্থী এবং তাদের কর্মী-সমর্থকদের সংঘর্ষে অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন।

### ৬২টির বেশি রাজনৈতিক মামলা

আগস্টে বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৬২টির বেশি মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে এইচআরএসএস। এসব মামলায় ১ হাজার ১২৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে আরও প্রায় ২ হাজার ২০৯ জনকে।

একই মাসে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনায় মোট ১৬২টি ঘটনায় ১২ হাজার ৮২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের অন্তত ৪২৯ জন, বিএনপির ২২ জন, জামায়াতে ইসলামীর ৪ জন, এনসিপির ৯ জন এবং উগ্রপন্থী সংগঠনের ৫ জন সদস্য রয়েছেন।

### ৪৫ সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার

আগস্টে সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির অন্তত ৩২টি ঘটনায় ৪৫ জন সাংবাদিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৬ জন আহত, ৬ জন লাঞ্ছিত এবং ৭ জন হুমকির শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া পাঁচজন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের জেরে করা একটি মামলায় একজন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর আওতায় করা আরেকটি মামলায়ও একজন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আগস্টে ১৩টি সভা ও সমাবেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাধা দিয়েছে। এসব ঘটনায় ৬১ জন আহত এবং ৮ জন আটক হয়েছেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের আটটি ঘটনায় ১০ জনকে আটক করা হয়েছে এবং আটটি মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় অন্তত ১১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সমালোচনার কারণে দুজন,  রাজনৈতিক ও অন্যান্য কনটেন্ট তৈরির কারণে একজন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও কটূক্তির অভিযোগে দুজন এবং অন্যান্য ঘটনায় ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর বিভিন্ন ধারায় করা চারটি মামলায় পাঁচজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের সবাইকে আটক করা হয়েছে।

### নারী ও শিশু নির্যাতনের চিত্র

আগস্টে ২৪৯ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে এইচআরএসএস। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৭৯ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এদের ৪৬ জন, অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ, ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু ও কিশোরী। এ ছাড়া ১৮ জন নারী ও কন্যাশিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ৯৩ জন, যাদের মধ্যে ৩৮টি শিশু।  যৌতুকের কারণে নির্যাতনে ৬ জন নারী নিহত, ৭ জন আহত এবং একজন আত্মহত্যা করেছেন। পারিবারিক সহিংসতায় ৪৯ জন নিহত, ৩১ জন আহত এবং ২৩ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। অন্যদিকে আগস্টে ২৮২ শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৭ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং ২০৫ জন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

### শ্রমিক নির্যাতন ও কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু

আগস্টে অন্তত ৮৪টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় ১৯ জন নিহত ও কমপক্ষে ৬৭ জন আহত হয়েছেন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের অভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় অন্তত ৬৩ জন শ্রমিক মারা গেছেন। এ ছাড়া পৃথক দুটি ঘটনায় দুজন গৃহকর্মীর মৃত্যু এবং একজন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

### সীমান্তে নিহত ৩

আগস্টে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আটটি ঘটনায় বিএসএফের হামলায় দুজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পাঁচজনকে পুশ ইন করা হয়েছে এবং আরও ১৮ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে একজন বাংলাদেশি যুবক নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া জলসীমা থেকে তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

### বিভিন্ন স্থান থেকে ৮৭ লাশ উদ্ধার

আগস্টে দেশের বিভিন্ন নদী, খাল, জঙ্গল ও পরিত্যক্ত স্থান থেকে ৮২টি ঘটনায় ৮৭টি লাশ উদ্ধারের তথ্য দিয়েছে এইচআরএসএস। উদ্ধার হওয়া লাশগুলোর মধ্যে ১২টি বস্তাবন্দী, ১৭টি ঝুলন্ত এবং ২৬টি শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্নসহ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ৯টি গলাকাটা এবং ৮টি হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ১৫টি লাশ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পাওয়া যায়। আগস্টে দেশের বিভিন্ন কারাগারে অন্তত ছয়জন আসামির মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন কয়েদি ও পাঁচজন হাজতি। মৃতদের মধ্যে আওয়ামী লীগের একজন এবং সাধারণ কয়েদি ও হাজতি পাঁচজন ছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এইচআরএসএসের নির্বাহী পরিচালক ইজাজুল ইসলাম বলেন, আগস্টে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি একটি সংবেদনশীল ও পরিবর্তনশীল পর্যায় অতিক্রম করেছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতা, জাতীয় সংসদকে ঘিরে বিতর্ক এবং জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়েছে।

মানবাধিকার পরিস্থিতির আরও অবনতি ঠেকাতে সরকারকে জবাবদিহিমূলক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান এইচআরএসএসের নির্বাহী পরিচালক। - সংবাদসুত্র দৈনিক ইত্তেফাক

## ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক

১৪ পৃষ্ঠার পর

হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত প্রকল্পটির ব্যয় প্রথম সংশোধনে বেড়ে দাঁড়ায় ৭ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা। পরে দ্বিতীয় দফায় তা লাফ দিয়ে ১৬ হাজার ১৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে প্রকল্পটির ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১১ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা। অথচ ব্যয় বাড়ানোর সময় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ছিল ১০ শতাংশেরও কম।

প্রকল্পটির ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানোর সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। অভিযোগ রয়েছে, তার দায়িত্ব পালনের সময় অনৈতিক সুবিধা নিয়ে প্রকল্পটির ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানো হয়েছে। এ বিষয়টিও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানের আওতায় আসতে পারে বলে জানা গেছে।

ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের শুরুতে অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৪ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা।

### আসিফের নিজ উপজেলাতেই ৪৫৩ কোটি

### ২৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন

পরবর্তীকালে প্রথম সংশোধনে প্রকল্পটির ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ৭ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা। এরপর দ্বিতীয় দফায় ব্যয় আরও বাড়িয়ে দাঁড় করানো হয় ১৬ হাজার ১৪ কোটি টাকা।

### একই ধরনের আরেক প্রকল্পে ব্যয় কম

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি আরও প্রশ্নের মুখে পড়ে একই ধরনের গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার প্রকল্পের সঙ্গে তুলনা করলে। প্রায় ১০ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ের গন্ধর্বপুর প্রকল্পে সায়েদাবাদ প্রকল্পের তুলনায় বেশি পানি শোধন ক্ষমতা রয়েছে। পাশাপাশি এ প্রকল্পে পাইপলাইনও দীর্ঘতর। অথচ এর ব্যয় সায়েদাবাদ প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধিত ব্যয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

এ কারণে সায়েদাবাদ প্রকল্পের ব্যয় কীভাবে এতটা বাড়ল, প্রকল্পের অগ্রগতি কম থাকা অবস্থায় কেন ব্যয় বাড়ানো হলো এবং এর পেছনে কোনো অনিয়ম বা আর্থিক স্বার্থ কাজ করেছে কি না- এসব প্রশ্ন সামনে এসেছে।

### ব্যয় বৃদ্ধির সময় দায়িত্বে ছিলেন আসিফ

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

অভিযোগ রয়েছে, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া উপদেষ্টা থাকাকালীন সময়ে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে প্রকল্পটির ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা এখনো প্রমাণিত নয়। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম, দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছিল কি না, তা অনুসন্ধানের মাধ্যমে যাচাই করার কথা রয়েছে।

এ ছাড়া বিদেশে অর্থপাচার এবং বেআইনি উপায়ে বিটকয়েন লেনদেনের অভিযোগও অনুসন্ধানের আওতায় আসে। একই সঙ্গে চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি এবং আঞ্চলিক প্রভাব খাটিয়ে সুবিধা নেয়ার অভিযোগও দুদকে করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

অভিযোগের একটি অংশে বলা হয়, সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ক্রিকেট বোর্ডের কার্যক্রম ও গঠনপ্রক্রিয়ায় আসিফ মাহমুদ সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তার প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা নিয়েও অভিযোগ ওঠে। দুদকের অনুসন্ধানে এসব অভিযোগের বিভিন্ন দিক যাচাই করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এ ছাড়া আসিফ মাহমুদের সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মোয়াজ্জেম হোসেনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ সুবিধা নেয়ার অভিযোগও অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এপিএসের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হয়েছে।

দুদক সূত্র বলছে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, বদলি এবং কেনাকাটাকে কেন্দ্র করে একটি প্রভাবশালী চক্রের মাধ্যমে অনিয়মের অভিযোগও অনুসন্ধান করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তবে দুদকের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা অভিযোগের প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সত্যতা পাওয়ার কথা জানানো হলেও এর ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে, সেই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

## ভারতের সঙ্গে ‘হাজার সমস্যা’ থাকলেও বন্ধ হয়নি আলোচনার পথ, ইসলামি নেটো’ নিয়েও মুখ খুললেন বাংলাদেশের মন্ত্রী হুমায়ুন কবির

১৫ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকাই উচিত বলে মনে করেন তিনি।

৫ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে সিলেটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করেন তিনি। উঠে আসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার আসন্ন অধিবেশনে তারেকের যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গ। হুমায়ুন জানান, সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও তারেকের বৈঠক হতে পারে। এ দিন বিভিন্ন বিষয়ের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে ফের একবার উঠে আসে মক্কা প্রতিরক্ষাচুক্তির প্রসঙ্গও।

গত ৭ অগস্ট পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং তুরস্কের মধ্যে মক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে তিন দেশ একে অন্যের পাশে থাকবে। এই ‘সামরিক জোটে’ বাংলাদেশ এখনও যুক্ত হয়নি। তবে ঢাকা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে আগ্রহী। শনিবার তা নিয়ে ফের নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ঢাকা। বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর কথায়, “মক্কা চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এতে যুক্ত হওয়া বাংলাদেশের জন্য অস্বাভাবিক নয়। অনেক দেশই এখন একাধিক নিরাপত্তা জোটে থাকছে।” তাঁর দাবি, জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশের যেখানে যাওয়া দরকার, তারা সেখানেই যাবে।

যে ত্রিদেশীয় প্রতিরক্ষাচুক্তিতে পাকিস্তান রয়েছে, এমন একটি চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করতে আগ্রহী হওয়ায় কূটনীতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিষয়টির দিকে নজর রাখছে নয়াদিল্লিও। গত ২৮ অগস্ট দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সবালকে। তিনি সে সময়ে এ বিষয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। তবে রণধীর বলেন, “আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে, এমন সব ঘটনাক্রমের উপর আমরা নজর রাখছি।”

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে রয়েছেন। গত ৫ অগস্ট দিল্লিতে একটি ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। তা নিয়ে নতুন করে টানাপড়েন শুরু হয় দিল্লি এবং ঢাকার। আগামী শনিবার দিল্লিতে দু’দিনের ব্রিক্স সম্মেলন শুরু হচ্ছে। তারেককে ওই সম্মেলনের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়েছে দিল্লি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ব্রিক্সে যোগ দেবেন না, তা মোটামুটি চূড়ান্ত বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। নজর তাই দ্বিপাক্ষিক সফরের সম্ভাবনার দিকে। - আনন্দবাজার.কম থেকে

# আরও দেহ উদ্ধার, নেপালে পাঁচ

১৯ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতিপূরণও দাবি করেছে বলেন্দ্র শাহের সরকার। কিছু দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারস্থ হতে চলেছে তারা। নেপালের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি একবারও বিদেশ সফরে যাননি। নিউ ইয়র্কে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। সাধারণ বিতর্কসভা বসবে ২২ সেপ্টেম্বর।

সরকারের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান বলছে, রাসুয়ায় ১২৭টি, নুয়াকোটে ১৭৭টি, ধাদিঙে ৬০টি, গোর্খায় ৭২টি, তানাহুনে ৩৮টি, নওয়ালপারসি পূর্বে ২১৮টি, নওয়ালপারসি পশ্চিমে ২১২টি এবং চিতোয়ানে ৩৫৫টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ছা□ড়া বহু দেহাংশ রয়েছে যেগুলি শনাক্ত করা যায়নি। নেপালের বিপর্যয়স্থল থেকে জীবিত অবস্থায় ১২০৩৮ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৫ হাজারের বেশি মানুষ চিকিৎসাধীন। উদ্ধারকাজে নিযুক্ত রয়েছেন ২১ হাজারের বেশি নিরাপত্তাকর্মী। জেলায় জেলায় একাধিক ত্রাণশিবির তৈরি করা হয়েছে। গোটা দেশে মোট এমন শিবির রয়েছে ৩৮৪৪টি। দুর্যোগে বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেতু ও টাওয়ার পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে।

গত ২৬ অগস্ট নেপালের সীমান্তবর্তী রাসুয়া জেলার ভোটেকোশী নদীতে হড়পা বান এসেছিল। কাদামাটি, পাথর এবং হিমশীতল জলের তীব্র স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নিচু এলাকায় গড়ে ওঠা লোকালয়। ভারতেরও অনেক পর্যটক ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ। নেপাল সরকার প্রথমে উদ্ধারকাজে বিদেশি সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তারা নতিস্বীকার করে এবং ভারত-সহ একাধিক দেশ উদ্ধারকাজে হাত লাগানোর অনুমতি পায়। সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, বৃহস্পতিবারও ভারতীয় বায়ুসেনার দু'টি সি-১৩০জে বিমান ওষুধপত্র ও ফরেন্সিক সরঞ্জাম নিয়ে নেপালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। পাঠানো হয়েছে মোট ২১ জন সামগ্রী। এই নিয়ে নেপালে ৬৮ টনের বেশি ত্রাণসামগ্রী পাঠাল ভারত।

জানা গিয়েছে, হিমালয়ের বুকে যে হিমবাহটি ভেঙে নেপালের এই বিপর্যয়, আগেই তার ভাঙনের খবর চলে এসেছিল। কিন্তু বিপর্যয়ের সতর্কবার্তা সঠিক সময়ে দিতে পারেনি দেশের 'ডিজ□াস্টার ওয়ার্নিং' ব্যবস্থা। নেপালের সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট জানিয়েছে, ২৬ তারিখ সকাল ৮টা ৩৭ মিনিটে রাসুয়ার লেন্দে উপত্যকায় হিমবাহের অংশ ভেঙে পড়ে। তার পরই প্রচণ্ড গতিতে কাদামাটির স্রোত ধেয়ে আসে লোকালয়ের দিকে। কিন্তু মানুষের কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছেছিল ৯টা ১৫ মিনিট নাগাদ, প্রায় ৩৮ মিনিট পর। খনি এবং ভূতত্ত্ব বিভাগ ভূমিকম্প টের পেয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ ভূমিকম্পের সঙ্গে তার কোনও মিল পাননি। হিমবাহ ভেঙে পড়ার ফলে যে ওই কম্পন অনুভূত হয়েছে, তা-ও বোঝা যায়নি। কেউ কেউ বলছেন, ভোটেকোশী নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করার পরও সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ ছিল। কারণ জল বেড়ে যাওয়ায় সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে স্যাব্রুবেসীতে থাকা নদীর জলস্তর মাপার যন্ত্রটি জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল। কেন তার পরেও সতর্ক করা হল না, প্রশ্ন উঠেছে। কিছু ক্ষণ আগে সতর্কবার্তা পেলে অনেকেই হয়তো বেঁচে যেতেন।

বিপর্যয়ের এক সপ্তাহের মাথায় বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) তিব্বতে নতুন করে ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫। চিনের বিজ্ঞানীরা হিমালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন। বলা হয়েছে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অনেক অস্থায়ী হ্রদ এবং গর্ত তৈরি হয়েছে। সেখানে গ্যালন গ্যালন জল জমে আছে। যে কোনও মুহূর্তে সেগুলি ভেঙে ফের বিপর্যয় নামতে পারে উপত্যকার লোকালয়ে। তিব্বতের ভূমিকম্প নিয়েও তাই আশঙ্কা রয়েছে। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। কম্পনের উৎস ছিল মাটির ১৪ কিলোমিটার গভীরে। ১১৬ কিলোমিটার দূরে উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠেও কম্পন কিছুটা টের পাওয়া গিয়েছে। - আনন্দবাজার.কম থেকে

# পশ্চিমা চাপ সামলাতে চীনেই ভরসা

১৮ পৃষ্ঠার পর

ধরতে চাইছে দেশ দুটি। পূর্বে কেবল রাশিয়া, চীন এবং চার কেন্দ্রীয় এশীয় দেশকে নিয়ে গঠিত এই জোট ২০১৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানকে যুক্ত করে। সম্প্রতি বেলারুশ ও ইরান যুক্ত হওয়ায় এটি পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন জোটের বিরুদ্ধে এক শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ভারত মহাশক্তি নয়, চরিত্র ও সেবার গুণে 'বিশ্বগুরু': আরএসএস প্রধানভারত মহাশক্তি নয়, চরিত্র ও সেবার গুণে 'বিশ্বগুরু': আরএসএস প্রধান

এই আয়োজনের মূল কেন্দ্রে রয়েছেন সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। অশোধিত তেলের বৃহত্তম আমদানিকারক ও ভোক্তা পণ্যের রফতানিকারক হিসেবে তার বিশাল ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের মধ্যেও অর্থনৈতিকভাবে টিকে রয়েছে রাশিয়া ও ইরান। যুদ্ধগুলোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নজর অন্যদিকে সরে যাওয়ায় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শি জিনপিংয়ের প্রভাব আরও বেড়েছে। ট্রাম্পের অর্থনৈতিক হুমকির মুখেও তেহরানকে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন তিনি।

ইউক্রেনে পঞ্চম বছরে পড়া রুশ আক্রমণ টিকিয়ে রাখতে এসসিওভুক্ত দেশগুলোর ভূমিকা রয়েছে। ইরান রাশিয়াকে ড্রোন ও প্রযুক্তিসহ নানা সরঞ্জাম দিচ্ছে, আর মধ্য এশিয়ার দেশগুলো রাশিয়ার আমদানি ও লেনদেনের গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে ইউক্রেনীয় হামলায় রাশিয়ার তেল শোধনাগার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভারত, কাজাখস্তান ও বেলারুশ রাশিয়াকে পেট্রোল সরবরাহ করছে। যুক্তরাষ্ট্র নতুন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর ভারত সাময়িকভাবে রুশ তেল আমদানি কমালেও ইরানে মার্কিন যুদ্ধের ধাক্কায় আবারও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল নিতে শুরু করেছে। চীনও ছাড় মূল্যে রাশিয়া থেকে জ্বালানি কিনে মজুত করছে এবং মস্কোকে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স ও নানাবিধ পণ্য সরবরাহ করছে।

শি জিনপিং ও সাদির জাপারভের বৈঠক, চুক্তি স্বাক্ষরশি জিনপিং ও সাদির জাপারভের বৈঠক, চুক্তি স্বাক্ষর

সম্মেলনের স্থান কিরগিজস্তান একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ থাকলেও সম্প্রতি সেখানে চীনের প্রভাব স্পষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিরগিজ প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভের সঙ্গে সাক্ষাতে শি জিনপিং মন্তব্য করেছেন, দুই দেশের সম্পর্ক এক বিশাল লাফ দিয়েছে এবং সব ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, শি জিনপিংয়ের মূল লক্ষ্য অ-পশ্চিমা বিশ্বের নেতা হিসেবে নিজের অবস্থানকে উজ্জ্বল করা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক যুদ্ধবিরতির মধ্যে ওয়াশিংটন সফরের মাত্র এক মাস আগে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অতিরিক্ত উসকানি দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষক ও বাইডেন প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা জুলিয়ান গেউইর্টজের মতে, যুক্তরাষ্ট্র যখন তাদের মিত্রদের হাতছাড়া করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে চীন নিজের বন্ধুদের অবস্থান স্পষ্ট করছে এবং ইউরেশিয়ায় তাদের প্রভাব দৃঢ় করে ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার টেবিল প্রস্তুত করতে চাইছে।

সূত্র: নিউ ইয়র্ক টাইমস

# আন্তর্জাতিক আদালতের রায়; সদস্য

১৮ পৃষ্ঠার পর

তেলের বৃহত্তম আমদানিকারক ও ভোক্তা পণ্যের রফতানিকারক হিসেবে তার বিশাল ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের মধ্যেও অর্থনৈতিকভাবে টিকে রয়েছে রাশিয়া ও ইরান। যুদ্ধগুলোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নজর অন্যদিকে সরে যাওয়ায় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শি জিনপিংয়ের প্রভাব আরও বেড়েছে। ট্রাম্পের অর্থনৈতিক হুমকির মুখেও তেহরানকে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন তিনি।

ইউক্রেনে পঞ্চম বছরে পড়া রুশ আক্রমণ টিকিয়ে রাখতে এসসিওভুক্ত দেশগুলোর ভূমিকা রয়েছে। ইরান রাশিয়াকে ড্রোন ও প্রযুক্তিসহ নানা সরঞ্জাম দিচ্ছে, আর মধ্য এশিয়ার দেশগুলো রাশিয়ার আমদানি ও লেনদেনের গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে ইউক্রেনীয় হামলায় রাশিয়ার তেল শোধনাগার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভারত, কাজাখস্তান ও বেলারুশ রাশিয়াকে পেট্রোল সরবরাহ করছে। যুক্তরাষ্ট্র নতুন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর ভারত সাময়িকভাবে রুশ তেল আমদানি কমালেও ইরানে মার্কিন যুদ্ধের ধাক্কায় আবারও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল নিতে শুরু করেছে। চীনও ছাড় মূল্যে রাশিয়া থেকে জ্বালানি কিনে মজুত করছে এবং মস্কোকে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স ও নানাবিধ পণ্য সরবরাহ করছে।

সম্মেলনের স্থান কিরগিজস্তান একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ থাকলেও সম্প্রতি সেখানে চীনের প্রভাব স্পষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিরগিজ প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভের সঙ্গে সাক্ষাতে শি জিনপিং মন্তব্য করেছেন, দুই দেশের সম্পর্ক এক বিশাল লাফ দিয়েছে এবং সব ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, শি জিনপিংয়ের মূল লক্ষ্য অ-পশ্চিমা বিশ্বের নেতা হিসেবে নিজের অবস্থানকে উজ্জ্বল করা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক যুদ্ধবিরতির মধ্যে ওয়াশিংটন সফরের মাত্র এক মাস আগে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অতিরিক্ত উসকানি দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষক ও বাইডেন প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা জুলিয়ান গেউইর্টজের মতে, যুক্তরাষ্ট্র যখন তাদের মিত্রদের হাতছাড়া করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে চীন নিজের বন্ধুদের অবস্থান স্পষ্ট করছে এবং ইউরেশিয়ায় তাদের প্রভাব দৃঢ় করে ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার টেবিল প্রস্তুত করতে চাইছে।

সূত্র: নিউ ইয়র্ক টাইমস

# আকস্মিক বন্যার জন্য ভারত, চীন

১৮ পৃষ্ঠার পর

সংবাদপত্র দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট ও সংবাদ সংস্থা পিটিআই প্রকাশ করেছে।

খানাল বলেন, গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে নেপালের অবদান 'প্রায় নগণ্য' হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অসম প্রভাব দেশটিকেই বহন করতে হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দ্রুত হিমবাহ গলে যাওয়া এবং পাহাড়ি এলাকায় চরম দুর্যোগ। তিনি বলেন, 'আমরা যে বৈশ্বিক সংকট তৈরি করিনি, তার চূড়ান্ত মূল্য আমাদের দিতে হচ্ছে। হিমবাহ দ্রুত গলে যাওয়া এবং এসব ভয়াবহ পাহাড়ি সুনামি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব।'

খানাল বলেন, নেপাল তার কূটনৈতিক অবস্থান বদলে 'সহায়তা'-নয়, 'ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ'-দাবি করছে

তিনি বলেন, 'এটি দয়ার বিষয় নয়; এটি আইনি ও নৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়।'

## প্রধান দায়বদ্ধ কারা

তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বের শীর্ষ নিঃসরণকারী দেশ চীন, দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারত–তাদের নেপালের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঐতিহাসিক দায় রয়েছে।'

খানাল বলেন, কাঠমান্ডু আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে 'পূর্ণ দৃঢ়তা ও স্পষ্টতার সঙ্গে' জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরার পরিকল্পনা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য বড় নিঃসরণকারী দেশগুলোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, 'এটি সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিষয়। আমাদের হিমালয়ের হিমবাহগুলো যদি বিলীন হয়ে যায়, তাহলে গঙ্গা ও ত্রিশূলীর মতো নদীর ওপর নির্ভরশীল দক্ষিণ এশিয়ার ২০০ কোটির বেশি মানুষের পানির নিরাপত্তা স্থায়ীভাবে হুমকির মুখে পড়বে। আমরা শুধু নেপালের জন্য নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও দাবি জানাচ্ছি।'

মন্ত্রী জানান, নেপালের অর্থ মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক অংশীদারদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জলবায়ু ক্ষতিপূরণ দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছে।

## ভারতের অবস্থান

ভারত বারবার জলবায়ু ন্যায্যতার ওপর জোর দিয়ে আসছে এবং দেশটির মাথাপিছু নিঃসরণ তুলনামূলকভাবে কম বলে তুলে ধরেছে।

নয়াদিল্লির যুক্তি, জলবায়ু-সংক্রান্ত দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক নিঃসরণ, উন্নয়নের প্রয়োজন এবং সক্ষমতার পার্থক্য বিবেচনায় নেওয়া উচিত। নয়াদিল্লি ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলার উদ্যোগকে সমর্থন করেছে।

একই সঙ্গে ভারত বলে আসছে, যেসব পশ্চিমা দেশ আগে শিল্পায়িত হয়েছে, তারাই বৈশ্বিক কার্বন বাজেটের বড় অংশ ব্যবহার করেছে।

ভারত আরও বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় এসব দেশকে সহায়তার জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ দেওয়া উচিত।

## নেপালের সহায়তার আহ্বান

দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৬ আগস্ট ভোটকোশি নদী অববাহিকায় ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পর জরুরি আর্থিক সহায়তা চেয়ে নেপাল আনুষ্ঠানিকভাবে লস অ্যান্ড ড্যামেজ মোকাবিলার তহবিলের পরিচালনা পর্ষদের কাছে আবেদন করেছে।

এই ব্যবস্থা ২০২২ সালে কপ-২৭ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কপ-২৮ সম্মেলনে এটি কার্যকর করা হয়।

নেপালের অর্থমন্ত্রী স্বর্ণিম ওয়াগলে এবং বন ও কৃষিমন্ত্রী গীতা চৌধুরীর যৌথ স্বাক্ষরিত চিঠিতে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পর জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ওই বন্যায় ব্যাপক প্রাণহানি, বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং ঘরবাড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, 'অর্থনৈতিক ও অনার্থিক ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ মাত্রা এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এর প্রভাব ব্যাপক এবং তা নেপালের তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলার সক্ষমতার বাইরে।'

# ইরানের হামলায় কুয়েতসহ

১৮ পৃষ্ঠার পর

মিত্রদের নিরাপত্তা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ওয়াশিংটন একদিকে ইরানের ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে তার মিত্রদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সচল রাখার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বেশি সামরিক সম্পদ মধ্যপ্রাচ্যে রাখতে হতে পারে। ইরানও দেখাতে চাইছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চাপের জবাব দেওয়ার সক্ষমতা তার রয়েছে। তবে হামলার উদ্দেশ্য, লক্ষ্যবস্তু এবং ভবিষ্যৎ মাত্রা নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আরও তথ্য প্রয়োজন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিও বা ছবি দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ করা নিরাপদ নয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–এখন পর্যন্ত কুয়েত বা বাহরাইনের ওপর হামলা মানেই ওই দেশগুলো যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পক্ষ হয়ে গেছে, এমনটা বলা ঠিক হবে না। তারা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হলেও নিজেদের ভূখণ্ডে হামলা প্রতিহত করার অবস্থানেই রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে তাই ঘটনাগুলোকে আঞ্চলিক সংঘাতের বিস্তার হিসেবে দেখা হচ্ছে, নতুন কোনো আনুষ্ঠানিক যুদ্ধজোট হিসেবে নয়।

# বিশেষ প্রশিক্ষণের পর অভিবাসন

৫৮ পৃষ্ঠার পর

নির্দেশনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান বিধি অনুযায়ী, যথার্থ কারণ দেখাতে পারলে বিচারক শুনানি মুলতবি করতে পারেন। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের সিদ্ধান্তেও এই 'গুড কজ' মানদণ্ডের কথা রয়েছে।

এই নির্দেশনায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে নির্যাতিত, পরিত্যক্ত বা অবহেলিত শিশুদের জন্য নির্ধারিত স্পেশাল ইমিগ্র্যান্ট জুভেনাইল স্ট্যাটাস এবং গুরুতর অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের জন্য ইউ ভিসার আবেদনকারীদের। ইউএসসিআইএসের প্রক্রিয়াগত বিলম্ব ও বার্ষিক কোটা শেষ হওয়ার কারণে অনুমোদিত আবেদন থাকা সত্ত্বেও অনেককে দীর্ঘদিন ভিসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, শুধু ভিসা অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকার কারণে ডিপোর্টেশন মামলা স্থগিত না-ও রাখা হতে পারে। এমনকি কারও ভিসা পিটিশন অনুমোদিত হলেও বার্ষিক কোটা বা অগ্রাধিকার তারিখের কারণে ভিসা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া না গেলে তাঁর ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হতে পারে। ডিপোর্টেশন আদেশ কার্যকর হলে তাঁর বৈধভাবে থাকার কিছু পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আইনজীবীরা বলছেন, মাত্র ১০ দিনের মধ্যে একজন দক্ষ ইমিগ্রেশন আইনজীবী খুঁজে পাওয়া অনেক আবেদনকারীর জন্য কঠিন। আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের হিসাবে, ২০১৯ থেকে ২০২৪ অর্থবছরের মধ্যে আইনজীবী থাকা অভিবাসীদের ২৬ দশমিক ৯ শতাংশকে ডিপোর্টেশনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আইনজীবী না থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৬১ দশমিক ৮ শতাংশ। সংস্থাটির গবেষণায় আইনি প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে মামলার ফলাফলের বড় পার্থক্য দেখা গেছে।

ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস জানিয়েছে, প্রায় ৩২ লাখ বিচারাধীন মামলা দ্রুত কমানো প্রশাসনের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। সংস্থাটির দাবি, আইন মেনে ন্যায়সংগত, দ্রুত ও অভিন্নভাবে মামলার শুনানি করা হচ্ছে। এক্সিকিউটিভ অফিস ফর ইমিগ্রেশন রিভিউও বলেছে, অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব বৈধ দাবিদার এবং দ্রুত নিষ্পত্তি প্রত্যাশী জনগণ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। তবে অভিবাসন অধিকারকর্মীদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত দ্রুততার কারণে বৈধ আবেদন থাকা ব্যক্তিরাও আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ হারিয়ে ডিপোর্টেশনের মুখে পড়তে পারেন।

## প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাওয়া অনুযায়ী

১৪ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেছেন, “চলতি সপ্তাহেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আরেকটি অসাধারণ চুক্তি হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা তাদের প্রাথমিক ক্রয়াদেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের প্রেসিডেন্ট আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে এবং আমাদের অংশীদারদেরও মহান করে তুলছেন!”

নানা আলোচনার মধ্যে ১৪টি উড়োজাহাজ কিনতে গত ৩০ এপ্রিল মার্কিন কোম্পানি বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

এসব উড়োজাহাজ কিনতে খরচ পড়বে ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বা ৪৫ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা (১ ডলারে ১২২ টাকা ৭৩ পয়সা হিসাবে)। ২০৩১ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে এই এয়ারক্রাফটগুলো বিমানকে সরবরাহ করবে বোয়িং।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ১০টি এয়ারবাস কেনার নীতিগত সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল। তবে জুলাই অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন আর ডনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কের চাপের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিমানের ক্রয়াদেশ গেছে বোয়িংয়ের ব্যাগে। তবে ইউরোপীয়দের চাপে তাদের কোম্পানি এয়ারবাস থেকেও এখন উড়োজাহাজ কিনতে চাইছে বিএনপি সরকার।

বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী বলেন, “আমরা দেশটাকে উন্নত করব; যার যার যে দায়িত্ব রয়েছে-আমার যে দায়িত্ব রয়েছে, আমি পালন করব। এখানে কিন্তু সকলেই, যার যার দায়িত্ব আছে-শুধু দায়িত্ববান হলেই হলো, আর কিছু লাগে না।”

রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, “আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ১৮ ঘণ্টা কাজ করছেন এখন। বিগত সরকারের আমলে, ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে যেভাবে কাজ চলেছে, এই বর্ণনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে বা আপনারা সবাই জানেন। এবং অনেকেই হয়তো ইচ্ছা না থাকলেও যেহেতু সরকারি কর্মকর্তা, তাদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছে। যে কাজগুলি জনবিরোধী কাজ ছিল।”

তিনি বলেন, “এখন আমরা করতে চাই জনবান্ধব কাজ। জনবান্ধব কাজ করতে হলে আপনাদের সকলকে একটু সেক্রিফাইস করতে হবে। আমাদের কাজগুলি যদি আমরা না করি, তাহলে আমাদের নিজেদের কাছে লজ্জাবোধ করব-এরকম ধরনের একটা মানসিকতা যাতে সৃষ্টি হয়, তাহলেই আপনি দেখবেন যে আমাদের কাজ করার প্রবণতা বেড়ে যাবে এবং আমরা স্বেচ্ছায় যার যার যে কাজের পরিধি রয়েছে, সে কাজগুলি আমরা করতে পারব।”

মন্ত্রী মিল্লাত বলেন, “আমি মনে করি যে আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে-ময়মনসিংহ, শেরপুর এবং নেত্রকোণা; আমি মনে করি সকল এমপিদের সাথে নিয়ে, আমাদের প্রশাসনের লোকদের সাথে নিয়ে, কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে আপনাদের যা যা প্রয়োজন রয়েছে-এই জেলাগুলির উন্নয়ন করার জন্য, আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

“কতটুকু পারব আমি জানি না, বাট আমি ১০০% চেষ্টা আপনাদের জন্য দিব-এই এলাকাগুলির উন্নয়ন করার জন্য এবং জনগণের এই যে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এগুলো পূরণের জন্য আপনাদের মাধ্যমে।”

সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, “আমরা নিজেরা জনপ্রতিনিধি যারা আছে, তারা যদি কাজগুলি ঠিকমতো না করি, তাহলে তারা কিন্তু বিরক্ত হবে, মুখ ফিরিয়ে নিবে।

“শেখ হাসিনার বিদায় যদি এরকম হয়ে থাকে এবং তার থেকে যদি আমরা রাজনীতিবিদেরা শিক্ষা না নিই, তাহলে এই বাংলাদেশ আর কোনদিন শিক্ষিত হবে না। শিক্ষা নিতে হবে।

জোরপূর্বক কোনো কিছু করা এবং স্বৈরাচারতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে আমাদের কর্মকর্তাদের হুকুম দেওয়া এবং তাদেরকে কাজে বাধ্য করা, অকাজে বাধ্য করা-এইগুলির কাজ যে ছিল, এই কাজগুলি আমাদের মাননীয় প্রধান তারেক রহমান খণ্ডন করতে চান। এটার অপোজিট ওয়ার্ক করতে চান। সেটা কাদেরকে নিয়ে? আপনাদেরকে নিয়ে।”

## বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নেপালকে ১ মিলিয়ন

১৫ পৃষ্ঠার পর

প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারির কাছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহকে লেখা একটি চিঠি হস্তান্তর করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া আর্থিক সহায়তার বিষয়টিও রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। নেপালে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির পর দেশটির পাশে দাঁড়ানোর অংশ হিসেবে এই সহায়তা দেওয়া হলো।

এর আগে গত মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির ঢাকায় নেপাল দূতাবাসে খোলা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন। নেপালের এই মর্মান্তিক দুর্যোগে গভীর শোক ও সমবেদনা জানায় বাংলাদেশ।

এদিকে নেপালের ভয়াবহ ট্র্যাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ জাতীয় সংসদেও একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

## ব্রিকস সম্মেলনে তারেক রহমানের

১৫ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার নিয়েও জয়সওয়ালকে প্রশ্ন করেন।

এক সাংবাদিক এসব সাক্ষাৎকারের সময়কে ‘আকর্ষণীয়’ বলে উল্লেখ করেন। অন্য একজন নিউজ১৮-কে দেওয়া শেখ হাসিনার বক্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, বাংলাদেশে তাঁর ফিরে আসা নিয়ে তারেক রহমান সরকারের সঙ্গে কোনো ব্যাক-চ্যানেল আলোচনা হয়নি।

ওই সাংবাদিক আরও বলেন, বাংলাদেশে ফেরার জন্য শেখ হাসিনা তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন বলে খবর রয়েছে-ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

শেখ হাসিনা এসব দাবি ভারত সরকারের কাছে তুলেছেন কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে জয়সওয়াল বলেন, “এ বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই।”

ভারত সফরে তারেক রহমানের সম্ভাব্য যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকার মধ্যেই এমইএর এ মন্তব্য এসেছে। এর আগে ঢাকা ইঙ্গিত দিয়েছিল, উচ্চপর্যায়ের সফরের জন্য আরও অনুকূল কূটনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন। তবে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

ব্রিকস সম্মেলন আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও এতে প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে গত ২৪ আগস্ট রয়টার্স প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত বেইজিং আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেনি।

## বাংলাদেশ থেকে ২ লাখ কর্মী নেওয়া’

১৪ পৃষ্ঠার পর

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে উদ্ধৃত করা বলা হয়েছিল, ‘‘তারা (মালয়েশিয়া) প্রায় দুই লাখ কর্মী নিয়োগ করবে। এর মধ্যে ১০ হাজার কর্মী বিনা খরচে নিয়োগ করা হবে।”

মালয়েশিয়ার গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ঢাকায় বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার শুহাদা ওসমান এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মঈন খানের মধ্যে বৈঠকের পর শাহে আলম এ কথা বলেন।

## জলবায়ু পরিবর্তনে তীব্র গরমের

১৯ পৃষ্ঠার পর

ধরেছে। তাদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষমতা বাড়ানোকে দেশের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তির জন্য একটি বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে।

মালয়েশিয়াভিত্তিক সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্টাডিজের জলবায়ুবিষয়ক উপদেষ্টা রেনার্ড সিউ বলেন, ‘এখন আর এটি দুটির একটিকে বেছে নেওয়ার বিষয় নয়। মালয়েশিয়াকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে।’

সিউ জানিয়েছেন, শিশু ও তরুণরা জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। তবে এখনো অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ সব খাতেই সবচেয়ে বড় ঘাটতি রয়েছে।

তিনি বলেন, কিছু না করার খরচ অভিযোজনের খরচের চেয়ে অনেক বেশি হবে। ঘন ঘন তাপজনিত চাপ, রোগের প্রাদুর্ভাব ও জলবায়ুজনিত নানা ব্যাঘাত উৎপাদনশীলতায় প্রভাব ফেলবে, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বাড়াবে এবং সামাজিক বৈষম্য আরও গভীর করবে।

তিনি বলেন, ‘সময়ের সঙ্গে এসব আমাদের কর্মশক্তির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা দুর্বল করে দেবে।’

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, প্রচণ্ড তাপের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছোট শিশুরা অন্যতম। কারণ, তাদের শরীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় কম সক্ষম। ফলে তারা দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে।

কুয়ালালামপুরভিত্তিক বেসরকারি চিকিৎসক ডা. ভেনু গোপালান ‘দিস উইক ইন এশিয়া’কে বলেন, ‘এ ধরনের পরিস্থিতিতে শিশুদের শরীরের তাপ মোকাবিলার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্রুত অকার্যকর হয়ে পড়ে। তারা দ্রুত পানিশূন্য হয়ে যায় এবং শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে আনার প্রক্রিয়াও সহজেই চাপে পড়ে যায়।’

তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছে পেশিতে টান, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, হিট এক্সহসশন বা তাপজনিত অবসাদ এবং হিটস্ট্রোক। এমনকি হিটস্ট্রোক মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

গোপালান সতর্ক করে বলেন, দীর্ঘমেয়াদে বারবার প্রচণ্ড গরমের মধ্যে থাকলে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের রোগ আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে পানিশূন্যতা ও শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতার কারণে স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

সিউ বলেন, মালয়েশিয়ার জলবায়ু মোকাবিলার বড় পরিকল্পনা থাকলেও জলবায়ু, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত এখনো অনেকটা আলাদাভাবে কাজ করছে।

তিনি বলেন, ‘স্কুলে জলবায়ু ঝুঁকি নিয়ে মূল্যায়ন চালু করতে হবে। তাপজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় পরিকল্পনা, বায়ুর মান নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।’

চলতি বছর মালয়েশিয়ায় একাধিকবার তীব্র গরমের সতর্কতা জারি করেছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত উত্তরাঞ্চল ও সাবাহর কিছু এলাকায় তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠে।

সোমবার আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, কেলান্তানের কুয়ালা ক্রাইয়ে দেশের সর্বোচ্চ ৩৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। এরপর ছিল পাহাংয়ের তেমেরলোহ, ৩৫ দশমিক ৩ ডিগ্রি।

এই গরমে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেড়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত তাপজনিত অসুস্থতার ৭৩টি ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ছিল ৫৯টি তাপজনিত অবসাদ, ছয়টি পরিশ্রমজনিত হিটস্ট্রোক, চারটি হিটস্ট্রোক, প্রসবের পর অতিরিক্ত জ্বরের দুটি ঘটনা এবং হিট ক্র্যাম্পের দুটি ঘটনা।

এ সময়ে তাপজনিত কারণে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ও দুজন শিশু; যাদের বয়স ২ ও ৪ বছর।

### অগ্রগতি আছে, রয়েছে ঘাটতিও

৩১ জুলাই বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও) সতর্ক করে বলেছে, এল নিনোর প্রভাব আরও বাড়তে পারে। আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এটি বিশ্বের আবহাওয়ার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এতে অনেক এলাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তনের আশঙ্কা রয়েছে।

ডা. গোপালান বলেন, তাপজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় মালয়েশিয়ার বর্তমান জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। শুধু সতর্কতা জারি করলেই হবে না, বিশেষ করে যারা দীর্ঘ সময় গরমে কাজ বা অবস্থান করতে বাধ্য হন; যেমন: খোলা জায়গায় কাজ করা শ্রমিক, গৃহহীন মানুষ ও শিক্ষার্থীরা।

তিনি বলেন, ‘তাপজনিত অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণগুলো সম্পর্কে মানুষকে সচেতন হতে হবে, যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শুধু রোদ এড়িয়ে চলতে বললে বড় একটি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা বাস্তবসম্মত হবে না।’

জেমিলাহ বলেন, জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, তাপপ্রবাহ মোকাবিলার পরিকল্পনা এবং জলবায়ু আইন এগিয়ে নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে মালয়েশিয়া। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো বড় ঘাটতি রয়েছে।

তার মতে, জাতীয় পর্যায়ের জলবায়ু পরিকল্পনাকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকারের কাজের সঙ্গে সমন্বয় করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত তরুণদের অর্ধেকের বেশি অন্তত একটি জরুরি সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

জেমিলাহ বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের তুলনায় স্বাস্থ্য খাতের প্রস্তুতি এখনো পিছিয়ে।’

সিউ বলেন, এই ঘাটতি মালয়েশিয়ার জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থার বড় দুর্বলতাকে তুলে ধরে। চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি একই হলেও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশ নিয়ে নীতিগুলো এখনো অনেক ক্ষেত্রে আলাদাভাবে তৈরি করা হয়।

তিনি বলেন, জলবায়ু অভিযোজনের দায়িত্ব শুধু পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়।

সিউ বলেন, ‘আমরা জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করলেও এর প্রভাব ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কারণ শিশু ও তরুণরাই সবচেয়ে ঝুঁকিতে। আজ জলবায়ু সহনশীলতায় বিনিয়োগ মানে ভবিষ্যতের মানবসম্পদে বিনিয়োগ।’

## ট্রাম্পবাদ যেভাবে বদলে দিচ্ছে

২৩ পৃষ্ঠার পর

গুটিয়ে নিচ্ছে, তখন তৈরি হওয়া শূন্যতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা করছে। মধ্যম শক্তির দেশগুলো এবং আঞ্চলিক জোটগুলো এখন এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসছে। এই নতুন চালক দলগুলো নিজেদের মতো করে তৈরি করছে আঞ্চলিক কাঠামো এবং স্বার্থকেন্দ্রিক বিভিন্ন জোট। প্রথাগত পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর পরিপূরক হিসেবে কিংবা তাদের সরাসরি বিকল্প হিসেবে তারা গড়ে তুলছে এসব নতুন প্ল্যাটফর্ম।

বিশ্বরাজনীতির এই মোড় ঘোরানো ট্রাম্পের অবদান বা প্রভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক পণ্ডিত ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক তীব্র বিতর্কের।

এক পক্ষের মতে, ট্রাম্প যে আলোড়ন তৈরি করেছেন, তা আদতে বিশ্বব্যবস্থার সংস্কার ও সহনশীলতার এক অনুঘটক। মধ্যম শক্তির দেশ ও অ-পশ্চিমা বিশ্বকে নিজেদের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমন্বয়ের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে বাধ্য করার মাধ্যমে ট্রাম্পবাদ এক বাস্তবমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করছে, যা আধুনিক ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্য পক্ষের সতর্কবার্তা, বহুপক্ষীয় প্রতিশ্রুতি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে আসা যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাদের মতে, সংকুচিত হওয়া পশ্চিমা নেতৃত্ব ডেকে আনবে দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত প্রতিযোগিতা, আঞ্চলিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক সভা-সমাবেশগুলোয় এক মারাত্মক শূন্যতা।

ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতিকে নিছক এক সাময়িক বিচ্যুতি বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক শৈলী বলে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। এর স্থায়ী নাম ‘ট্রাম্পবাদ’ হওয়া উচিত, কারণ এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক নতুন ও অনুকরণীয় পরাশক্তি-কৌশলের জন্ম দিয়েছে। অপ্রত্যাশিত কূটনীতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতার চেয়ে জাতীয় সমৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বৈশ্বিক কাঠামোর বিপরীতে চরম জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ট্রাম্পবাদ মূলত নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে, আধুনিক যুগে একটি পরাশক্তি ঠিক কীভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব বহুকাল ধরে থাকবে। উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তিগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এটি ক্ষমতার ভারসাম্যকে স্থায়ীভাবে বদলে দিয়েছে। বিশ্বকে এটি এক নতুন যুগে প্রবেশ করিয়েছে, যার মূল বৈশিষ্ট্য-বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিকতাবাদ এবং নতুন শাসনব্যবস্থার মডেলের নিরন্তর অনুসন্ধান।

ফিরাজ দাব্বাঘ সাবেক জাতিসংঘ কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির গবেষক

আল-জাজিরা থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

## মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে কি

২৫ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন প্রশ্নে তুরস্কের অবস্থানও পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে মেলে না। ফলে ন্যাটোর বাইরে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক তুরস্কের কৌশলগত বিকল্প বাড়ায়। আর পাকিস্তানের জন্য হিসাব আরও স্পষ্ট। ভারতের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য, মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, সৌদি আরবের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং তুরস্কের সঙ্গে কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা–সবকিছু মিলিয়ে ইসলামাবাদ এই জোট থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় সুবিধা পেতে পারে।

এখন আসি বাংলাদেশের কথায়। সত্যি কথা হলো–দেশের মানুষের একটি বড় অংশ এই জোটে যোগদানের পক্ষে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এর পক্ষে আবেগঘন বক্তব্যও দেখা যাচ্ছে। এর পেছনে ভারতবিরোধী রাজনৈতিক সেন্টিমেন্ট যেমন আছে, তেমনই আছে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। অনেকেই মনে করেন, ভারত যদি বাংলাদেশের জন্য চাপ সৃষ্টি করে, তাহলে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক জোট বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাড়াবে। কেউ কেউ আবার মনে করেন, বাংলাদেশকে আর একা থাকা উচিত নয়।

মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কৌশলগতভাবে দাঁড়ানো দরকার। এই আবেগকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি আবেগ দিয়ে শুরু হতে পারে, শেষ হতে পারে না। রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত জাতীয় স্বার্থের হিসাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যদি আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয় "বাংলাদেশের কি মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে যোগ দেওয়া উচিত?" উত্তর একদম সোজা- জাতীয় স্বার্থ ও লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

কারণ প্রথম ঝুঁকিটি এখানেই–যে দেশগুলোকে আমরা বন্ধু হিসেবে দেখছি, তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব সংঘাতের মধ্যে আছে। সৌদি আরবের ইরান ও ইয়েমেনকেন্দ্রিক নিরাপত্তা সংকট রয়েছে। তুরস্কের কুর্দি সমস্যা রয়েছে। পাকিস্তানের রয়েছে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একটি সামরিক জোটে যোগ দেওয়ার অর্থ হলো–আজ যে সংঘাত আমাদের নয় ভবিষ্যতে সেটি আমাদেরও হয়ে যেতে পারে। কোনও এক সদস্য আক্রান্ত হলে যদি পারস্পরিক প্রতিরক্ষার বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়, তাহলে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য সেটি ভয়াবহ কৌশলগত বোঝা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ভারসাম্য। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বড় কোনও সামরিক জোটের সদস্য হয়ে আঞ্চলিক সংঘাতে নিজেকে জড়ায়নি। কুয়েত যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল জাতিসংঘকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে। সেটিকে কোনও নির্দিষ্ট সামরিক জোটে যোগদানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল কূটনৈতিক পরিচয় হলো–সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। সেই অবস্থান থেকে হঠাৎ একটি নির্দিষ্ট সামরিক জোটে যোগ দিলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক পরিসর সংকুচিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, ভারতের আধিপত্যবাদ বা অন্য কোনও রাষ্ট্রের সম্ভাব্য চাপ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের সামরিক জোটে যোগ দেওয়া কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। ভারতকে ভয় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না, বরং বাস্তবতা বুঝতে হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিরোধ রয়েছে, থাকবে। পানি, সীমান্ত, বাণিজ্য, রাজনৈতিক প্রভাবসহ নানা বিষয়ে কঠিন দরকষাকষিও প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে সমস্যার সমাধান অন্য একটি সামরিক জোটে ঢুকে নয়। বরং বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে।

আধুনিক যুগে কোনও রাষ্ট্র শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে না। অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, গোয়েন্দা সক্ষমতা, কূটনীতি, গণমাধ্যম, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব–সবই জাতীয় শক্তির অংশ। ফলে বাংলাদেশের যদি ভারতের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য তৈরি করতে হয়, তাহলে প্রথমে বাংলাদেশকেই শক্তিশালী হতে হবে।

চতুর্থত, মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশের যোগদান করলে একটি বড় ঝবপঁৎরঃু উরষবসসধ বা নিরাপত্তা দ্বিধা তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশ নিজের নিরাপত্তা বাড়াতে গিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে নিজেকে আরও বেশি হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। ভারত যদি এই জোটে বাংলাদেশের যোগদানকে নিজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে, তাহলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা কূটনৈতিক চাপ বাড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখন যে নিরাপত্তা অর্জনের জন্য জোটে যাওয়া–সেই জোটই উল্টো নতুন নিরাপত্তা সংকট তৈরি করতে পারে।

পঞ্চমত, বাংলাদেশকে ভুলে গেলে চলবে না যে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু হলেও তারা বাংলাদেশের নিরাপত্তার গ্যারান্টর নয়। তাদের জাতীয় স্বার্থ এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সবসময় এক হবে–এমন নিশ্চয়তা কোথায়? আজকের মিত্র আগামী দিনের ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে অন্য অগ্রাধিকার নিতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কিছু নেই। স্থায়ী হলো জাতীয় স্বার্থ। তাই আবেগ দিয়ে জোটে ঢোকার আগে বাংলাদেশের উচিত সেই স্বার্থের কঠিন হিসাব করা। এর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশ সৌদি আরব, পাকিস্তান বা তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক কমাবে। বরং সম্পর্ক আরও বাড়াতে হবে।

সৌদি আরবের সঙ্গে বিনিয়োগ, জ্বালানি, শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো যেতে পারে। তুরস্কের সঙ্গে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, শিক্ষা, বাণিজ্য ও শিল্প সহযোগিতা বাড়ানো যেতে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়ানো যেতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাও হতে পারে। কিন্তু প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সামরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির সদস্য হওয়া এক জিনিস নয়। বাংলাদেশকে এই পার্থক্যটি বুঝতে হবে।

আমাদের সামরিক বাহিনীকে আধুনিক করতে হবে। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে। নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সমুদ্রসীমা ও সাইবার নিরাপত্তা শক্তিশালী করতে হবে। একইসঙ্গে অর্থনীতিকে বহুমুখী করতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সফট পাওয়ার বাড়াতে হবে। একটি শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম ও কূটনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বলয় তৈরি করতে হবে। যাতে বাংলাদেশকে সহজে কেউ চাপের মুখে ফেলতে না পারে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশ থাকবে কিনা–এটি নয়। বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের অংশ। সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর হওয়াই স্বাভাবিক। আসল প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি এমন একটি সামরিক দায় নিজের কাঁধে নেবে, যার সংঘাতের সিদ্ধান্ত অন্য রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক হিসাবের ওপর নির্ভর করবে? উত্তর না আসাটা স্বাভাবিক।

দেশের মানুষের আবেগকে সম্মান করেই বলতে হয়, আবেগ রাষ্ট্রের শক্তি হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কৌশল হতে পারে না। মক্কা প্রতিরক্ষা জোট মুসলিম বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে নতুন বাস্তবতা তৈরি করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পথ হলো সেই বাস্তবতার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত থাকা। তার সদস্য হয়ে যাওয়া নয়।

ভারতকে মোকাবিলার জন্য অন্যের ছায়ায় দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। বরং বাংলাদেশকে এমন শক্তিশালী হতে হবে, যাতে কেউ বাংলাদেশের দিকে চোখ তুলে তাকানোর আগে বহুবার হিসাব করে। সামরিক জোট নয়, জাতীয় সক্ষমতাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা। অন্যের যুদ্ধে অংশ নেওয়া নয়, নিজের রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করাই হওয়া উচিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য।

লেখক: সাংবাদিকতার শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক

## যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সুখী শহর

৫৮ পৃষ্ঠার পর

অবস্থানে রয়েছে উত্তর ডাকোটার বিসমার্ক। তৃতীয় অ্যারিজোনার স্কটসডেল, চতুর্থ ভারমন্টের সাউথ বার্লিংটন এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে উত্তর ডাকোটার ফার্গো। শীর্ষ পাঁচে উত্তর ডাকোটার দুই শহরের অবস্থান গবেষণার উল্লেখযোগ্য দিক। সাধারণত উষ্ণ ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়াকে সুখী জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত করা হলেও গবেষণার ফল বলছে, আবহাওয়াই সুখের একমাত্র নির্ধারক নয়। বিসমার্ক কমিউনিটি ও পরিবেশ সূচকে প্রথম হয়েছে। গবেষণায় শহরটির বাসিন্দাদের পারস্পরিক সংযোগ এবং নিজেদের কমিউনিটি নিয়ে সন্তুষ্টির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। বড় শহরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ব্যস্ত জীবনযাপন বাসিন্দাদের অবসর, পরিবার ও ব্যক্তিগত আগ্রহের জন্য বেশি সময় দেওয়ার সুযোগ তৈরি করছে বলেও গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

### শীর্ষ ১০-এ আরও যেসব শহর

সেরা দশের বাকি শহরগুলো হলো কানসাসের ওভারল্যান্ড পার্ক, দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লস্টন, ক্যালিফোর্নিয়ার আরভিন, অ্যারিজোনার গিলবার্ট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসে।

নিউইয়র্কের কাছাকাছি শহরগুলোর মধ্যে নিউ জার্সির জার্সি সিটি ৩১তম এবং ইয়ঙ্কার্স ৩৮তম অবস্থানে রয়েছে। তবে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার সূচকে এই দুই শহর তাদের সামগ্রিক অবস্থানের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। এই সূচকে জার্সি সিটি ১৬তম এবং ইয়ঙ্কার্স ১৮তম হয়েছে।

জার্সি সিটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, গবেষণায় বিশ্লেষণ করা ১৮২টি শহরের মধ্যে সেখানে বিষণ্ণতার হার সবচেয়ে কম পাওয়া গেছে। আত্মহত্যার হারেও শহরটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে।

## বিস্ময়কর তথ্য: আগের মতো পুষ্টিকর

৫৮ পৃষ্ঠার পর

দিন দিন আরও বেশি মানুষ প্রধানত উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্যাভ্যাসে ঝুঁকছেন। সিয়াটলের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওমরফোলজির অধ্যাপক ডেভিড আর. মন্তগোমারি বলেন, 'পুষ্টির হ্রাস আমাদের শরীরকে দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধে সক্ষম করে এমন উপাদানগুলো থেকে বঞ্চিত করবে–যা প্রতিরোধমূলক ওষুধ হিসেবে খাবারের ভূমিকা ও কার্যকারিতাকে ক্ষুণ্ন করবে।' সিয়াটলের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টি এবি বলেন, 'এমনকি যারা প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলেন এবং তাজা শাকসবজি ও ফলমূলকে প্রাধান্য দেন, তাদের জন্যও এই প্রবণতার অর্থ– আমাদের দাদা-দাদি বা নানা-নানীরা যা খেতেন, তা আমরা আজ যা খাচ্ছি তার চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর ছিল।'

বিজ্ঞানী ও গবেষকরা বলছেন, এই সমস্যার মূলে রয়েছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার ওপর, যা ফসলের ফলন বাড়ালেও মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। এর মধ্যে রয়েছে সেচ, সার প্রয়োগ এবং ফসল তোলার এমন সব পদ্ধতি, যা উদ্ভিদ ও মাটির ছত্রাকের মধ্যকার অপরিহার্য মিথস্ক্রিয়া ব্যাহত করে। ফলে মাটি থেকে উদ্ভিদের পুষ্টি শোষণের ক্ষমতা কমে যায়। আর এসব সমস্যা ঘটছে এমন এক প্রেক্ষাপটে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ফলমূল, শাকসবজি ও শস্যের পুষ্টি উপাদানকে আরও কমিয়ে দিচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পুষ্টি হ্রাসের বিষয়টিকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। এই খবর শুনে স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বৈচিত্র্যময় ফলমূল, শাকসবজি এবং তাজা শস্যদানা খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত হবে না। বরং তারা আশা করছেন, এই গবেষণা ও ফলাফলগুলো আরও বেশি মানুষকে তাদের খাবার কীভাবে চাষ করা হচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন হতে অনুপ্রাণিত করবে। মন্তগোমারি বলেন,'বেশিরভাগ মানুষই জানেন যে আমরা কী খাচ্ছি তা গুরুত্বপূর্ণ–তবে আমাদের খাদ্য কীভাবে উৎপাদিত হচ্ছে তাও যদি গুরুত্ব বহন করে, তবে সাধারণ মানুষের কৃষি পদ্ধতি নিয়ে ভাবার একটি নতুন এবং শক্তিশালী কারণ তৈরি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমি হারানোর কোনো সুযোগ আমাদের নেই। নতুন করে মাটির ক্ষতি রোধ করা এবং যা ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উর্বরতা পুনরুদ্ধারে আমাদের কাজ করতে হবে।'

### পুষ্টি উপাদানের 'উদ্বেগজনক' হ্রাস

এ বিষয় সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোর একটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে 'জার্নাল অব দ্য আমেরিকান কলেজ অব নিউট্রিশন'-এ। অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ১৯৫০ এবং ১৯৯৯ সালে ইউএসডিএ প্রকাশিত পুষ্টির তথ্য ব্যবহার করে ৪৩টি ভিন্ন ফসলে–অ্যাসপারাগাস ও শিম থেকে শুরু করে স্ট্রবেরি এবং তরমুজ পর্যন্ত–১৩টি পুষ্টি উপাদানের পরিবর্তন চিহ্নিত করেন।

এই কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজিগুলোতে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের মাত্রা হ্রাস পেতে দেখা গেছে, যা শক্ত হাড় ও দাঁত তৈরি ও বজায় রাখার জন্য এবং স্নায়ুর সঠিক কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য। পাশাপাশি রক্তে অক্সিজেন পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আয়রন এবং ফ্যাট ও ওষুধের বিপাক ক্রিয়ায় ভূমিকা রাখা রিবোফ্লেভিনের পরিমাণও কমেছে। শরীরে বিভিন্ন টিস্যুর বৃদ্ধি ও মেরামত এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-এর মাত্রাও হ্রাস পেয়েছে।

পুষ্টি উপাদানের ধরন এবং ফল বা সবজির জাতভেদে এই হ্রাসের মাত্রা ভিন্ন হলেও, সার্বিকভাবে এটি ছিল প্রোটিনের ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ থেকে রিবোফ্লেভিনের ক্ষেত্রে ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষ করে ব্রকলি, কেইল এবং সরিষা শাক-এ ক্যালসিয়ামের মাত্রা সবচেয়ে আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে, আর বিট শাক, শসা ও শালগম শাকে আয়রনের মাত্রা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া অ্যাসপারাগাস, ওলকপি শাক, সরিষা শাক এবং শালগম শাক থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন সি কমে গেছে।

পরবর্তী বিভিন্ন গবেষণাও পুষ্টির মাত্রা কমে যাওয়ার এই বিষয়টিকে সমর্থন করেছে। 'ফুডস' সাময়িকীর ২০২২ সালের জানুয়ারি সংখ্যার একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত বেশিরভাগ সবজিতে আয়রনের পরিমাণ তুলনামূলক একই থ াকলেও কিছু সবজিতে তা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। মিষ্টি ভুট্টা, লাল আলু, ফুলকপি, বরবটি, সবুজ মটরশুঁটি এবং ছোলার ক্ষেত্রে আয়রনের মাত্রা ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। এর বিপরীতে হাস অ্যাভোকাডো, মাশরুম এবং সিলভারবিট-এ (বিট শাকের অপর নাম) প্রকৃতপক্ষে আয়রনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দানাদার শস্যেও একইভাবে পুষ্টি হ্রাস পেয়েছে। 'সাইন্টিফিক রিপোর্টস' সাময়িকীর ২০২০ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৫৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে গমে প্রোটিনের পরিমাণ ২৩ শতাংশ কমে গেছে। পাশাপাশি ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, জিংক এবং ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রাও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

এই উদ্বেগজনক হ্রাস মাংসভোজীদের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। মন্তগোমারির মতে, গরু, শুকর, ছাগল ও ভেড়া এখন তুলনামূলক কম পুষ্টি সমৃদ্ধ ঘাস ও শস্য খাচ্ছে, যা ফলশ্রুতিতে মাংস ও অন্যান্য প্রাণীজ পণ্যকে আগের চেয়ে কম পুষ্টিকর করে তুলছে।

### খাবারে পুষ্টি হ্রাসের কারণ

একাধিক কারণ এই সমস্যার পেছনে কাজ করছে। প্রথমত, আধুনিক কৃষি পদ্ধতিগুলো তৈরিই করা হয়েছে যেন ফসলের ফলন বাড়ানো যায়।

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, অস্টিন-এর ডোনাল্ড আর. ডেভিস বলেন, 'উদ্ভিদকে আকারে বড় এবং দ্রুত বৃদ্ধি করার কৌশল শেখার কারণে, এগুলো মাটি থেকে পুষ্টি শোষণ বা নিজেদের ভেতর পুষ্টি সংশ্লেষণ করার গতি বজায় রাখতে পারছে না।' অবসরপ্রাপ্ত এই রসায়নবিদ ও পুষ্টি বিষয়ক গবেষক ২০০৪ সালের সেই চোখ খুলে দেওয়া গবেষণার মূল লেখক ছিলেন, পাশাপাশি এই বিষয়ের ওপর পরবর্তী অন্যান্য গবেষণাপত্রেরও অন্যতম রচয়িতা তিনি। অধিক ফলনের অর্থ হলো, মাটির নির্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টি এখন অনেক বেশি পরিমাণ ফসলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে প্রকৃতপক্ষে ফলমূল ও শাকসবজিতে পুষ্টির ঘনত্ব কমে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ডেভিস বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, কৃষকরা তাদের ফসলের ওজনের ওপর ভিত্তি করে মূল্য পান। তাই তারা এমন জিনিস করতেই উৎসাহিত হন যা পুষ্টির পরিমাণের জন্য ভালো নয়।

আরেকটি কারণ হলো উচ্চ ফলনশীল ফসলের কারণে মাটির ক্ষতি হওয়া। গম, ভুট্টা, ধান, সয়াবিন, আলু, কলা, মিষ্টি আলু এবং তিসি–এসব ফসলই নির্দিষ্ট কিছু দরকারী ছত্রাকের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মাটি থেকে পুষ্টি ও পানি শোষণের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়। মন্তগোমারির মতে, এই ছত্রাকগুলো উদ্ভিদের শিকড়ের সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু উচ্চ ফলনশীল চাষাবাদ মাটির পুষ্টি নিঃশেষ করে ফেলে, যা কোনো না কোনোভাবে মাইকোরাইজাল ছত্রাকের সাথে উদ্ভিদের এমন উপকারী সম্পর্ক তৈরির ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্রমবর্ধমান মাত্রাও আমাদের খাবারের পুষ্টির মান কমিয়ে দিচ্ছে। -.ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক থেকে

## প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর ২য় মেয়াদে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে-এবং বৈধ অভিবাসীর সংখ্যায় ৬ লাখের ঘাটতি। সাম্প্রতিক দশকগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ-জাত মানুষের সংখ্যায় এটিই সবচেয়ে বড় হ্রাসের ঘটনা।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ট্রাম্প প্রশাসন যখন ব্যাপক হারে অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই এই পরিসংখ্যানগুলো সামনে এল। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির হিসাব অনুযায়ী, ট্রাম্প যখন ক্ষমতায় ফিরে আসেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ অবৈধ অভিবাসী অবস্থান করছিলেন।

যদিও বহিষ্কারের লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যায় প্রশাসন প্রকাশ্যে কোনো পরিবর্তন আনেনি, তবে তারা মূলত "সবচেয়ে বিপজ্জনক" বা গুরুতর অপরাধে জড়িত অবৈধ অভিবাসীদের ওপরই প্রধানত মনোযোগ দিচ্ছে। -ওয়াশিংটন টাইমস থেকে

# বিশেষ প্রশিক্ষণের পর অভিবাসন মামলায় অতিরিক্ত সময় সীমিত করতে নির্দেশ দেয়া হলো ইমিগ্রেশন বিচারকদের

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা বা গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা অভিবাসীদের মামলায় অতিরিক্ত সময় দেওয়ার সুযোগ সীমিত করতে ইমিগ্রেশন বিচারকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে বৈধ অভিবাসন সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনেক আবেদনকারী চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগেই ডিপোর্টেশনের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

লন্ডনের দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এর উদ্যোগে কয়েক শ ইমিগ্রেশন বিচারককে বাধ্যতামূলক অনলাইন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে মামলার শুনানি মুলতবি রাখার আবেদন বা 'কন্টিনিউয়েন্স' কঠোরভাবে সীমিত করে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কন্টিনিউয়েন্সের মাধ্যমে সাধারণত একজন অভিবাসী আইনজীবী খোঁজা, মামলার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা অথবা ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসে বিচারাধীন ভিসা ও গ্রিন কার্ড আবেদনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করার সময় পান।

'মোশনস টু কন্টিনিউ: এফিশিয়েন্টলি অ্যাডভান্সিং কেসেস টু কমপ্লিশন' শীর্ষক প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন বোর্ড অব ইমিগ্রেশন আপিলসের বিচারক কিথ হানসাকার। গার্ডিয়ানের হাতে আসা প্রশিক্ষণের স্লাইডে বলা হয়েছে, কোনো পক্ষ যথেষ্ট তৎপরতা না দেখিয়ে নিজের অধিকার প্রয়োগে বিলম্ব করলে তাকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। প্রশিক্ষণে বিচারকদের কোনো অভিবাসীকে আইনজীবী খোঁজার জন্য ১০ দিনের বেশি সময় না দিতেও উৎসাহিত করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তবে এটি নতুন কোনো আইন বা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত বিধি নয়। বরং বিদ্যমান আইন ও নীতির কঠোর প্রয়োগের বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

## যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সুখী শহর ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেমন্ট, শীর্ষ পাঁচে আরও যেসব শহর

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সুখী শহর হিসেবে উঠে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেমন্ট। ওয়ালেটহাবের নতুন এক গবেষণায় দেশটির ১৮২টি বড় শহরের জীবনযাপন, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা, আয় ও কর্মসংস্থান, কমিউনিটি ও পরিবেশসহ ২৯টি সূচক বিশ্লেষণ করে ফ্রেমন্টকে শীর্ষে রাখা হয়েছে।

সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে অবস্থিত ফ্রেমন্ট মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার সূচকে প্রথম হয়েছে। হাঁটার উপযোগী পরিবেশ, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, খেলাধুলায় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ এবং প্রায় ৮২ বছর গড় আয়ু শহরটির এই অবস্থানে ভূমিকা রেখেছে। ফ্রেমন্টের বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থানও তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। গবেষণায় দেখা গেছে, শহরটির ৮০ শতাংশ পরিবারের বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার ডলারের বেশি। তবে আয় ও কর্মসংস্থান সূচকে ফ্রেমন্টের অবস্থান ৮৯তম।

শীর্ষ পাঁচের শহর: ফ্রেমন্টের পর দ্বিতীয় বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

## যুক্তরাষ্ট্রে সহিংস অপরাধ কমার নেপথ্যে অ্যালকোহল, এআই নাকি বয়সের প্রভাব

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে তীব্র ও ব্যাপক অপরাধ হ্রাসের এক অভাবনীয় চিত্র দেখা যাচ্ছে। তবে ঠিক কী কারণে সহিংস অপরাধ এভাবে নিম্নমুখী, তা নিয়ে অপরাধবিজ্ঞানীরা শতভাগ নিশ্চিত হতে না পারলেও বেশ কয়েকটি বড় কারণ সামনে নিয়ে এসেছেন। গবেষকদের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, করোনা মহামারির পর অ্যালকোহল ও মাদকের ব্যবহার কমে যাওয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক আধুনিক পুলিশিং প্রযুক্তি, জনসংখ্যার গড় বয়স বৃদ্ধি এবং কঠোর প্রসিকিউশনসহ নানা উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবেই এই পরিবর্তন আসছে।

এফবিআই-এর গত ৯০ বছরের জাতীয় হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সহিংস অপরাধের হার এক বছরে রেকর্ড ৯.৭ বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

## নিউইয়র্কে বাংলাদেশি ইউসুফসহ দুজনকে হত্যার সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউইয়র্কে বাংলাদেশি ইউসুফসহ দুজনকে হত্যার সন্দেহভাজন জেসুস অ্যাকোস্টাকে গ্রেপ্তার করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এক শহর, দুই বরো, দুই রাত এবং প্রায় ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই মৃত্যু। প্রথমে ব্রুকলিনের বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

## বিস্ময়কর তথ্য: আগের মতো পুষ্টিকর নেই ফলমূল ও শাকসবজি

**পরিচয় ডেস্ক:** গ্রোসারী স্টোর বা মুদি দোকানের ফলমূল ও শাকসবজি বিক্রির জায়গায় তাকালে উজ্জ্বল রঙের সারি সারি শাকসবজি ও ফল দেখে আপনার হয়তো মাথায়ই আসবে না, গত ৭০ বছরে এসব ফসলে পুষ্টির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে।

একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, বহু দশক আগে চাষ করা ফল, শাকসবজি ও শস্যের তুলনায় বর্তমানে উৎপাদিত শস্যে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, রিবোফ্লাভিন এবং ভিটামিন সি-এর পরিমাণ অনেক কম। 'ফুডস' সাময়িকীর ২০২৪ সালের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের এক পর্যালোচনায় এই পুষ্টির হ্রাসকে "উদ্বেগজনক" এবং "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গবেষকরা বর্তমানে যে হারে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাতে বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

## নিউইয়র্ক সিটির অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৯/১১ স্মৃতিসৌধ ভ্রমণে এক মিলিয়ন ডলার অনুমোদন

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউইয়র্ক সিটির অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৯/১১ স্মৃতিসৌধ দেখাতে এক মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ, ইতিহাস শিক্ষায় নতুন উদ্যোগ নিল সিটি মেয়র মামদানীর প্রশাসন। নিউইয়র্ক সিটি অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৯/১১ স্মৃতিসৌধ বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

## প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর ২য় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ-জাত (foreign-born) জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন কমেছে

**পরিচয় ডেস্ক:** প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ-জাত (foreign-born) জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন কমেছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানের একটি "প্রাথমিক বিশ্লেষণের" ওপর ভিত্তি করে ওয়াশিংটন টাইমস এর জন্য এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

এই সংখ্যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ২৩ লাখ অবৈধ অভিবাসী-যারা হয় স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়েছেন অথবা যাদের বহিষ্কার বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়